পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 259 Thursday, 20 August, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ২৫৯ সংখ্যা ✻ ২ ভাদ্র ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ২০ আগস্ট ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

‘কি করে ভাবছেন ১০০ দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে?’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ কলকাতায় বেঘরে প্রাণ গিয়েছে ন’জনের। পুরসভা ও নাকের ডগায় বেআইনি গেস্ট-হাউসে মৃত্যু ফাঁদ। চোখের সামনে বেনিয়ম দেখেও পদক্ষেপ করেনি পুরসভা। চোখ বন্ধ করেছিল দমকল। গেস্ট-হাউসের ঘটনায় তৃণমূল জমানার উপর দায় ঠেললেন পুরমন্ত্রী থেকে দমকল প্রতিমন্ত্রী। অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘‘কী করে ভাবছেন যে একশো দিনের মধ্যে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে? পনেরো বছর ধরে যে সরকার চালিয়ে গেল, আজ তারাপীঠে যে হোটেলে আগুন লাগাল তার ফায়ার এক্সটিংগুলো সমস্ত বন্ধ করা ছিল।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘সেটা তো আমাদের রিজিমে হয়নি। এই বিল্ডিংয়ে তো

দশটা গেস্ট হাউজ আছে। কী করে অনুমতি দেওয়া হল? একশোর দিনের মধ্যে দু নম্বরী করে একটা বাড়ির মধ্যে একাধিক গেস্ট হাউজ চালাচ্ছে, সেটা দেখা সম্ভব নয়। আমি তো সিইএসসি-কে বলব। ওভার লোডিং হয়ে হয়েছে। এই এলাকায় প্রচুর এমন হোটেল আছে। পনেরো বছর ধরে কোনও অডিট হয়নি।’’ জানা যাচ্ছে, নিউ মার্কেটের ওই হোটেলে মঙ্গলবার রাত দুটো নাগাদ আগুন লেগে যায়। দমকলের চারটে ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পৌঁছায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও। জানা যাচ্ছে, ওই হোটেলে বেশ কয়েকজন ছিলেন। বেপাত্তা হোটেলের মালিক। তবে আটক হয়েছেন ম্যানেজার। গত সোমবার তারাপীঠের একটি হোটেলে আগুন লেগে এইভাবেই প্রাণ গিয়েছিল অনেকের। সেই ঘটনার একদিন যেতে না যেতেই এবার কলকাতায় হোটেলে লেগে গেল আগুন। আর তাতে প্রাণ হারালেন অনেকে।

নিউ মার্কেটের হোটেলে আগুন প্রাণ গেল ৯ জনের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ তারাপীঠের হোটেলে আগুনের রেশ কাটেনি। তার মধ্যেই কলকাতায় এক হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি হোটেলে বুধবার গভীর রাতে আগুন লাগে। ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন অন্তত ৯ জন বলে খবর। যদিও এই সংখ্যা নিয়ে এখনও সরকারি ভাবে কোনও ঘোষণা হয়নি। হাসপাতাল বা প্রশাসনের তরফেও মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত প্রায় দুটো নাগাদ হোটেলটিতে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে কয়েকটি ঘরে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হোটেলের ভিতরে। ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন বেশ কয়েকজন অতিথি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল। আসে চারটি ইঞ্জিন। ঘটনাস্থলে যায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। হোটেলের ভিতর থেকে ৯ জনকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে তাঁদের সকলেরই মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ছড়ায়। তবে এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে মৃত্যুর সংখ্যা নিশ্চিত করা হয়নি। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে ছয় জন পুরুষ, দু’জন মহিলা এবং একটি শিশু রয়েছে। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিকও রয়েছেন বলে সূত্রের খবর। তাঁরা চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। আগুনের সূত্রপাত কী ভাবে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, এসি থেকে আগুনের সূত্রপাত। পরে তা হোটেলের অন্তত চারটি ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। ঘরগুলি ধোঁয়ায় ভরে যায়। আতঙ্কে কয়েক জন ছাদে উঠে যান। কেউ কেউ প্রাণ বাঁচাতে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন। যাঁদের অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল, তাঁদের অনেকেরই ঘুম ভাঙেনি বলে জানা গিয়েছে। দমবন্ধ হয়ে এবং ধোঁয়ার কারণে তাঁরা অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন বলে প্রাথমিক অনুমান। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। দমকলের চারটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর হোটেলটি ঘিরে ফেলে পুলিশ। শুরু হয় তদন্ত। হোটেলের মালিকের এখনও কোনও সন্ধান মেলেনি। ম্যানেজারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের পর ফের সামনে এসেছে শহরের হোটেলগুলির অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন। আগুন লাগার পর অতিথিদের নিরাপদে বের করে আনার মতো ব্যবস্থা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হোটেলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথাযথ ছিল কি না, সেটিও তদন্তের

● এরপর ৬ পাতায়...

অন্নপূর্ণার টাকা যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের নিয়ে এলাকায় প্রচার!

বিধায়কদের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ সামনে জোড়া চ্যালেঞ্জ - একদিকে অতিবৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি, অন্যদিকে পুজো ঘিরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা। এই আবহে জেলায় জেলায় বিধায়ক ও প্রশাসনিক কর্তাদের যৌথভাবে কাজ করার কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক সূত্রে এমনটা খবর। নবান্ন সূত্রের খবর, মন্ত্রিসভার বৈঠক শুরু হতেই নিউমার্কেটের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার বিশদ খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী। দমকল প্রতিমন্ত্রী ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে তুলে ধরেন। শহরের পাশাপাশি জেলাগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা কতটা তৈরি, সেদিকে নজরদারি বাড়ানো এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, টানা বৃষ্টির জেরে রাজ্যের একাধিক এলাকায় তৈরি হওয়া বন্যা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বিগ্ন নবান্ন। বন্যাদুর্গত এলাকার বিধায়কদের অবিলম্বে নিজ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় বিডিও অফিসে গিয়ে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের তদারকি করা এবং ব্যক্তিগতভাবে এলাকা পরিদর্শনের দায়িত্ব সঁপেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার সহকর্মীদের মাধ্যমেই সমস্ত বিধায়কদের কাছে এই কড়া নির্দেশ পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ প্রকল্প ঘিরেও প্রচার জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যারা ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন, তাঁদের নিয়ে এলাকায় এলাকায় সম্মেলন ও ব্যাপক প্রচার চালানোর নির্দেশ এসেছে। পোর্টালে জমা পড়া আবেদনপত্রের গতিপ্রকৃতি যেমন প্রশাসনিক স্তরে দেখা হচ্ছে, তেমনই দলীয় স্তরেও নেতাদের সতর্ক নজর রাখতে বলা হয়েছে। দুর্গাপুজোর আগে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার। সেই সম্ভাবনা মাথায় রেখে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে এসপি এবং ডিএম-দের সঙ্গে পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করতে

● এরপর ৬ পাতায়...

‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

সংবাদ সংস্থা, কৃষ্ণনগর, ১৯ আগস্টঃ তৃণমূল কংগ্রেসের (কালীঘাটপন্থী) সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল কৃষ্ণনগর আদালত। ‘অপারেশন সিঁদুর’ এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে আপত্তিকর ও কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করেছে আদালত। একটি সাক্ষাৎকারে সেনাবাহিনী এবং ‘অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন বলে মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। সেই মন্তব্যের পরিপ্রক্ষিতেই কৃষ্ণনগরের এসিজেএম আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। নদিয়ার বাসিন্দা গৌরাঙ্গ দে গত ১৩ মে এই মামলাটি করেছিলেন। আদালত সূত্রে খবর, মামলার শুনানির জন্য একাধিকবার তৃণমূল সাংসদকে সশরীরে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বারবার তলব করা সত্ত্বেও তিনি আদালতে হাজিরা দেননি বলে অভিযোগ। বারবার নির্দেশ অমান্য করার কারণেই শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর

আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দেয়। মামলাকারীর বক্তব্য, ভারতীয় সেনাবাহিনী সারা বিশ্বের কাছে গর্বের, আর তাঁদের নিয়ে মহুয়া মৈত্র অপারেশন সিঁদুরের নামে সাংবাদিকদের কাছে যে মন্তব্য করেছে, তারই প্রতিবাদেই এই পদক্ষেপ নিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল, জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগামের বৈসরণ উপত্যকায় অতর্কিতে জঙ্গি হামলা হয়। এই ঘটনায় ২৬ জন নিরীহ মানুষ মারা যান। তারপরই পাকিস্তানকে মোক্ষম জবাব দিতে অপারেশন সিঁদুর অভিযান চালিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। কয়েক সপ্তাহ আগে ডিম ছোড়া সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেয়েছিলেন মহুয়া মৈত্র। তাঁর আর্জি শুনতে অস্বীকার করে শীর্ষ আদালত। শুনানিতে মহুয়ার উদ্দেশে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে, আপনি একজন সাংসদ। রাজনীতির ময়দানে নেমেও ডিম ছোড়ার মতো বিষয়কে এতটা ভয় পাচ্ছেন? যেখানে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বুকের ওপর গুলি সহ্য করেছেন, সেখানে ডিমের ভয়ে এরকম আবেদন নিয়ে শীর্ষ আদালতে আসাই উচিত নয়।

জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে ভারতের পাশেই দাঁড়াল আমেরিকা

সংবাদ সংস্থা, শ্রীনগর, ১৯ আগস্টঃ জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে এই প্রথম অবস্থান স্পষ্ট করল আমেরিকা। মুখ পুড়ল পাকিস্তানের, ভারত সরকারের পাশেই দাঁড়াল ট্রাম্প সরকার। ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্গিও গোর জম্মু-কাশ্মীর সফরে রয়েছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে, আজ বুধবার (১৯ আগস্ট) তিনি বললেন, জম্মু-কাশ্মীর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ দিন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে দেখা করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্গিও গোর। এরপর তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ‘‘কাশ্মীর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমি প্রথমবার এখানে আসলাম। অসাধারণ সুন্দর জায়গা এটি। আমাদের মধ্যে খুব ভালো বৈঠক হয়েছে। আমাদের সম্পর্ক গড়া নিয়ে আশাবাদী রইলাম।’’

জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাও বলেন, ‘‘আমাদের মধ্যে খুব ভালো বৈঠক হয়েছে। দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের জন্য আমেরিকা কী করতে পারে, তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়েছে। অবশ্যই কিছু ইস্যু আছে, তবে তা সমাধান করার জন্য আলোচনা হবে। আমরা আশাবাদী যে জম্মু-কাশ্মীর ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক আগামিদিনে আরও বৃহত্তর ও গভীর হবে।’’ প্রসঙ্গত, অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথম কোনও শীর্ষ মার্কিন কূটনীতিক, যিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্পেশাল এনভয়ের দায়িত্বে রয়েছেন, তিনি জম্মু-কাশ্মীর সফরে এলেন। সাম্প্রতিক সময়ে সার্গিও গোরের এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

বাংলায় ঢুকছে একের পর এক কেন্দ্রীয় বাহিনী! হঠাৎ কী হল?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ নির্বাচনের আগে সাধারণত এ দৃশ্য ধরা পড়ে। অবাধ, সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজ্যে মোট আড়াই হাজারের বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছি। কিন্তু পরবর্তীতে ভোট মিটে গেলে বাহিনী ফেরত পাঠানো হয়। এবছর দেখা যায়, ভোটের পরও ভোট পরবর্তী

পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে ৫০ কোম্পানি বাহিনী বাংলায় থেকে গিয়েছে। কিন্তু এবার এক অনন্য সিদ্ধান্ত। বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও সুদৃঢ় রাখতে এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে রাজ্যে মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যা দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নির্বাচনের পর পর্যায়ক্রমে বাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর রাজ্য জুড়ে মোট ৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং স্থানীয় পুলিশকে সহায়তা করতে রাজ্যজুড়ে আরও ৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী পাঠানো হচ্ছে। নতুন করে পাঠানো এই বাহিনীর মধ্যে রয়েছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী, সশস্ত্র সীমা বল এবং কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বল। নতুন এই ৫০ কোম্পানি যুক্ত হওয়ার ফলে রাজ্যে বর্তমানে মোট কেন্দ্রীয় বাহিনীর পরিমাণ দাঁড়াল ১০০ কোম্পানিতে। রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে এই বাহিনী বিভিন্ন স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় টহলদারি বাড়াবে। এলাকাভিত্তিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপ্রীতিকর ঘটনা রোধ করা এবং সাধারণ মানুষের মনে নিরাপত্তার ভাব জাগ্রত করাই এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য। জেলা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের বিশেষ দলের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করবে এই যৌথ বাহিনী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যেখানে ভোটবঙ্গেই কেবল কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়, সেখানে হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত। প্রশাসনের একটি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই। কেবল আইন শৃঙ্খলা আরও সুদৃঢ় রাখতেই এই পদক্ষেপ।

স্কুলের সময়েই জনগণনা

হাইকোর্টের বড় সিদ্ধান্ত, ছুটির দিনে ডিউটির নোটিস প্রত্যাহার রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ সপ্তাহান্তে নয়, স্কুল চলাকালীন বা স্বাভাবিক কর্মদিবসেই সম্পন্ন করতে হবে জনগণনার কাজ। সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের ছুটির দিনে অর্থাৎ শনি ও রবিবার জনগণনার ডিউটি দেওয়ার পুরনো সিদ্ধান্ত থেকে শেষ পর্যন্ত পিছু হঠল রাজ্য সরকার। কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য জানিয়েছে, শিক্ষকদের সপ্তাহান্তে জনগণনার কাজে পাঠানোর যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। মূলত, সরকারি শিক্ষকদের সপ্তাহের কাজের পাশাপাশি সপ্তাহান্তে বা ছুটির দিনগুলিতে সেন্সাসের কাজে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। মামলার শুনানিতে রাজ্য ও কেন্দ্রের অবস্থানের মধ্যে চরম সমন্বয়ের অভাব দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করে আদালত। রাজ্যের যুক্ত ছিল, পঠনপাঠন ও স্কুলের নিয়মিত কাজকর্ম ব্যাহত না করতেই সপ্তাহান্তে শিক্ষকদের দিয়ে জনগণনার কাজ করানো যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু উল্টো সুর শোনা যায় কেন্দ্রের গলায়। কেন্দ্রের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়, সেন্সাসের কাজের জন্য শিক্ষকদের স্কুল চলাকালীন সপ্তাহের সাধারণ কর্মদিবসেই ব্যবহার করা উচিত। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সংস্থার দুই বিপরীতধর্মী অবস্থানের কারণে আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়। এরপরই বিষয়টি নিয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করলে আগের জারি করা নোটিশটি ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানায় রাজ্য প্রশাসন। বিকাশ ভবন (স্কুল শিক্ষা অধিকর্তার দফতর) থেকে প্রকাশ করা বিজ্ঞপ্তিতেও জানানো হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের স্বার্থ যাতে কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করেই স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরকে শিক্ষকদের জনগণনার কাজে ব্যবহারের আর্জি জানানো হয়েছে। ফলে গত ৩ অগস্ট জারি করা নির্দেশিকাটি প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে শিক্ষকরা সেন্সাসের কাজ থেকে পুরোপুরি রেহাই পেলেন। শিক্ষকদের কীভাবে এবং কখন জনগণনার দায়িত্ব দেওয়া হবে, তার নতুন সময়সূচি ও দিকনির্দেশ ঠিক করবে সেন্সাস বোর্ড। হাইকোর্ট এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি আপাতত মুলতুবি রেখেছে। সেন্সাস বোর্ডের কাছ থেকে সংশোধিত সময়সূচি এবং শিক্ষকদের দায়িত্ব বণ্টন সংক্রান্ত নতুন গাইডলাইন আসার পরই আদালত পরবর্তী শুনানিতে বিষয়টি বিবেচনা করবে।

২৬০০০-এর চাকরি নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ ২৬ হাজার চাকরিহারার ভবিষ্যৎ আর স্কুলের শূন্যপদ নিয়ে জটিলতা রয়েই যাচ্ছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলেও, ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে ফের তৈরি হয়েছে জট। এবার সেই ২৬ হাজার চাকরিহারাকে নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল স্কুল সার্ভিস কমিশন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও এসএসসি যৌথভাবে শীর্ষ আদালতে এই আবেদন করেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, আগস্ট মাসের মধ্যেই নিয়োগ করতে হবে। সেই মতো প্রক্রিয়া শুরু হয়। কাউন্সেলিং ও যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলছিল। কিন্তু মাঝপথেই তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ওবিসি সংরক্ষণের নিয়ম বাতিল করে রাজ্য সরকার যে নতুন নিয়ম তৈরি করেছে, তা কার্যকর করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেয় এসএসসি। স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান

● এরপর ৬ পাতায়...

যারা অন্নপূর্ণা যোজনা পাওয়ার যোগ্য আছে তাঁদেরও হেনস্থা করছে অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাওয়া নিয়ে বিভ্রান্তির অভিযোগ। অনেক যোগ্য মহিলা আছেন যাঁরা টাকা পাচ্ছে না। আর এ কথা কানে যেতেই নিজের দলের নিচুতলার কর্মীদের দিকে আঙুল তুললেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, নিচুতলার কর্মীরা সরকারকে বদনামের চেষ্টা করছে। অর্জুন সিং বলেন, ‘‘নিচুতলার যাঁরা অফিসার রয়েছেন বিডিও এরা জেনেশুনে বদমাসি করছি। যাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনা পাওয়ার যোগ্য আছে তাঁদেরও হেনস্থা করছে। আমরা এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপকভাবে নজরদারি করছি। বারেবারে বলেছি এই ধরনের অন্যায় করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী যে কাজ করতে বলছেন সেইটাই করতে হবে।’’ যোগ্যরা সকলেই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন, তেমনই আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উপযুক্ত ভেরিফিকেশনের পরই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে যোজনার টাকা। সেই মতো আগস্টে অন্নপূর্ণা যোজনায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলা টাকা পাচ্ছেন। যোগ্য মহিলাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো শুরু হয়েছে। আগামী ২০ আগস্ট পর্যন্ত মহিলাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে। কিন্তু এতসবের মধ্যেও বহু মহিলার নাম বাদ গিয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁদের জন্যও কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ দফতরের সচিব মৌমিতা গোদারা বসু বলেন, ‘‘আমি আবার বলছি, কাউকে একদম বাদ দেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ তাঁরা আবার ক্লেম ও অবজেকশন জানাতে পারেন। হতেই পারে, আর একটু ইন ডেপথ ভেরিফিকেশন করতে হবে। সেক্ষেত্রে ক্লেম করলে আবার ভেরিফিকেশন হবে। তারপর তিনি যোগ্য হলে টাকা পাবেন।’’ এই নাম বাদ যাওয়া নিয়েই মুখ খুললেন অর্জুন সিং।

মমতার আমলে তৈরি করা সুপার নিউমেরারি পোস্ট সংক্রান্ত মামলা তুলে নিল শুভেন্দুর সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ সুপার নিউমারিক পোস্ট প্রত্যাহার করল রাজ্য সরকার। কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশকে মান্যতা দিল নতুন সরকার। শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষায় সুপার নিউমারিক পোস্ট তৈরি করে তৃণমূল সরকার। বুধবার ছিল এই মামলার শুনানি। সেখানে রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগের সরকার বেআইনিভাবে এই পোস্ট তৈরি করেছিল। তাই তারা সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কেই মান্যতা দিতে চাইছে। তারপরই এই পোস্ট প্রত্যাহার করে রাজ্য সরকার। উচ্চ-প্রাথমিকে শারীর শিক্ষা ও কর্মশিক্ষার ওয়েটিং লিস্টে থাকা প্রার্থীদের চাকরি দিতে অতিরিক্ত শূন্যপদ বা সুপার নিউমেরারি পোস্ট তৈরি করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। ২০২২ সালের মে মাসে এই পোস্টের ঘোষণা করে শিক্ষা দফতর। ক্যাবিনেটে মিটিং এ ৬৮৬১ শূন্যপদ অনুমোদন পেয়েছিল। অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির পদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এরপর বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর একক বেঞ্চ সুপার নিউমেরারি পদ তৈরির উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়। নির্দেশ দেওয়ার সময় বিচারপতি বলেছিলেন, বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু বলেন, ‘‘অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগ করতে হলে নতুন করে শূন্যপদ ঘোষণা করে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করতে হয়। রাজ্য যদি তার নির্বাহী ক্ষমতা ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে তাহলে আদালত সেটা খতিয়ে দেখতেই

● এরপর ৬ পাতায়...

হাইকোর্টের ভর্ৎসনার পরেই নড়েচড়ে বসল সিবিআই! সোজা আরজি করের অধ্যক্ষের ঘরে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ হাই কোর্টের তীব্র অসন্তোষ ও ভর্ৎসনার পরেই ফের সক্রিয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। আদালতের নির্দেশ মতো এবার নতুন করে তদন্তের গতি বাড়াতে সরাসরি আরজি কর হাসপাতালে পৌঁছে গেলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, সিবিআইয়ের একটি বিশেষ দল ইতিমধ্যেই আরজি করের অধ্যক্ষের ঘরে প্রবেশ করে কথা বলতে শুরু করেছে। এদিন সিবিআইয়ের একটি প্রতিনিধি দল আরজি কর হাসপাতালে আসে। সেই দলে তিন জন সিনিয়র আধিকারিক রয়েছেন, যার মধ্যে এক জন মহিলা অফিসারও আছেন। মামলার তদন্তের স্বার্থে এবার একযোগে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, মোট ন’জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়েছে, যার মধ্যে চার জন নার্সও রয়েছেন। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ন’জনের মধ্যে দু’জনকে সুদূর কোচবিহার থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তদন্তে সহযোগিতা করার জন্যই তাঁদের দ্রুত হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, প্রায় দু’বছর আগে ওই দুই কর্মী আরজি কর হাসপাতালেই কর্মরত ছিলেন।

আরজি কর মামলার আগের শুনানিতে সিবিআইয়ের তদন্তের গতি ও জমা দেওয়া রিপোর্ট নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের স্পষ্ট প্রশ্ন ছিল, গত বছরের ৭ অক্টোবর ২৪ পাতার প্রাথমিক চার্জশিট জমা দেওয়ার পর থেকে গত ১ বছর ৭ মাস ধরে ঠিক কী তদন্ত করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি? শুধু তাই নয়, চার্জশিট জমা দিয়েই সিবিআই নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে পারে না বলেও কড়া বার্তা দেয় আদালত। আগের শুনানিতে বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, ঘটনার রাতে নির্যাতিতা চিকিৎসকের সহকর্মীদের সঙ্গে খাবার খাওয়া থেকে শুরু করে শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত- এই মধ্যবর্তী সময়ে ঠিক কী ঘটেছিল এবং কারা কারা উপস্থিত ছিলেন, তা নতুন করে এবং নির্দিষ্টভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। নির্যাতিতার পরিবারের দাবিকে কেন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে আদালত। অন্যদিকে, সিবিআই এর আগে আদালতে জানায় যে তদন্ত থমকে নেই। এই দীর্ঘ সময়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রায় ৭০ থেকে ৮০ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বয়ান ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আদালতের ভর্ৎসনার পরেই যে তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হল, আরজি কর হাসপাতালে সিবিআইয়ের এই হানা তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

কলকাতায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় মর্মাহত প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃ কলকাতায় হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় মর্মাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে শোকবার্তায় জানানো হয়েছে, কলকাতায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির খবর শুনে অত্যন্ত মর্মাহত প্রধানমন্ত্রী। এই দুর্ঘটনায় যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আহতরা যেন দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন সেই প্রার্থনাও করেছেন তিনি।উল্লেখ্য, বুধবার ভোররাতে কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিটে একটি হোটেলে আগুন লাগে। সেই অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। কীভাবে আগুন লাগল, তা তদন্ত করে দেখছে দমকল। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের জন্যই এই অগ্নিকাণ্ড।

সপা নেতা আজম খানের সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক ঠিকানায় ইডি-র তল্লাশি

লখনউ, ১৯ আগস্ট ঃ সমাজবাদী পার্টির নেতা আজম খানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ঠিকানায় তল্লাশি চালালো ইডি। বুধবার সকাল থেকে উত্তর প্রদেশের রামপুর ও সাহারানপুর এবং দিল্লিতে ১০টি ঠিকানায় হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তল্লাশি চালানো ঠিকনাগুলোর মধ্যে ট্রাস্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট রামপুরের মহম্মদ আলী জওহর বিশ্ববিদ্যালয়েও তল্লাশি চালায়। ইডি সূত্রের খবর, উত্তর প্রদেশের রামপুর ও সাহারানপুর এবং দিল্লির জামিয়া নগরের প্রায় ১০টি স্থানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ইডি-র পক্ষ থেকে। এই ঠিকানাগুলির মধ্যে সাহারানপুরের একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সম্পত্তি, দুটি কোম্পানি এবং তাদের প্রোমোটারদের সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যারা ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত।

নিতিনের নতুন টিম ঘোষণা কোষাধ্যক্ষ পীযূষ, স্মৃতি সাধারণ সম্পাদিকা

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃ নতুন টিম তৈরি করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। সোমবার দলের নতুন পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করেছেন নিতিন নবীন। দলের সাংগঠনিক পদে বেশ কয়েকজন নতুন মুখকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুনীল বনসল ও বিনোদ তাওয়াড়ের মতো শীর্ষস্থানীয় নেতারা জাতীয় সাধারণ সম্পাদকের পদে বহাল রয়েছেন। ১৩ জন জাতীয় সহ-সভাপতি এবং ১৬ জন জাতীয় সম্পাদক নিয়োগ করেছে বিজেপি।বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া, তীরথ সিং রাওয়াত, রাম মাধব, বৈজয়ন্ত জয় পান্ডা, ডি পুরন্দেশ্বরী, রেখা ভার্মা, বর্ষাবেন নরেন্দ্রভাই দোশি, ভারতী প্রবিন পওয়ার, মনপ্রীত সিং বাদল, লাল সিং আর্য, এম নাগরাজা, তারিক মনসুর এবং মধুচন্দ্র কর হলেন দলের জাতীয় সহ-সভাপতি। এছাড়াও বিনোদ তাওড়ে ও স্মৃতি ইরানি দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক। দলের কোষাধ্যক্ষ হলেন পীযূষ গোয়েল।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ইরানের সঙ্গে সব বাণিজ্যিক ও আর্থিক লেনদেন বন্ধ করল ইউএই, কড়া বার্তা আমেরিকারও

আবুধাবি,ওয়াশিংটন, ১৯ আগস্ট ঃ ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর বড় পদক্ষেপ নিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (ইউএই)। বুধবার থেকে তাৎক্ষণিকভাবে ইরানের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্য, বাণিজ্যিক আদানপ্রদান এবং আর্থিক লেনদেন বন্ধের ঘোষণা করেছে ইউএই। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে।ইউএই বিদেশ মন্ত্রকের কৌশলগত যোগাযোগ বিভাগের অধিকর্তা আফরা আল হামেলি এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি বলেন, আঞ্চলিক অস্থিরতা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি ক্রমবর্ধমান হুমকির পরিপ্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।জানা গেছে, সমুদ্রপথে নৌ চলাচলকে লক্ষ্য করে ইরানের ছোড়া দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সমুদ্রে পড়ার পরই ইরানের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্যিক ও আর্থিক কার্যকলাপ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয় ইউএই।ইউএই জানিয়েছে, দেশের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ইরান থেকে তাদের দিকে ছোড়া দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তদন্তে জানা যায়, ক্ষেপণাস্ত্রগুলির লক্ষ্য ছিল সমুদ্রপথে নৌ চলাচল। একটি ক্ষেপণাস্ত্র ইউএইর সমুদ্রসীমার বাইরে সমুদ্রে পড়ে এবং অন্যটি দেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে পড়ে। তবে ঘটনায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনার আবহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ইরান নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছেন। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে কোনও আলোচনা হচ্ছে না। সীমিত নৌ চলাচল এবং একটি জাহাজে হামলার খবর সামনে এলেও হরমুজ প্রণালী খোলা ও সচল রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। একইসঙ্গে হরমুজ প্রণালীকে নতুন মার্কিন এলাকা হিসেবে উল্লেখ করে একটি ছবিও পোস্ট করেছেন ট্রাম্প।অন্যদিকে হরমুজ প্রণালী ফের খুলে দেওয়ার বিষয়ে নিজেদের শর্তের কথা পুনরায় জানিয়েছে ইরান। কাতারের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহত্তর মার্কিন-ইরান আলোচনা ফের শুরু হওয়ার আগে মধ্যস্থতাকারীরা হরমুজ প্রণালী নিয়ে ইরান ও ওমানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার অপেক্ষায় রয়েছেন। ইউএই বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি বজায় রাখতে আলোচনা, সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক একীকরণের প্রতি তারা এখনও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রতি হুমকি তৈরি করা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই ইরানের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্যিক ও আর্থিক লেনদেন বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এদিকে ইউএই সরকার দেশের নাগরিকদের শুধুমাত্র সরকারি সূত্রের তথ্যের ওপর নির্ভর করার আবেদন জানিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশের নিরাপত্তা ও সমুদ্রপথে নৌ চলাচলকে লক্ষ্য করে আসা যে কোনও হুমকির মোকাবিলায় ইউএইর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।

ভারতের প্রবৃদ্ধি পরিকাঠামো, অন্তর্ভুক্তি ও উৎপাদন দ্বারা চালিতঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃ ভারতের প্রবৃদ্ধি পরিকাঠামো, অন্তর্ভুক্তি ও উৎপাদন দ্বারা চালিত, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এবং দেশ ছয় থেকে আট শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, এই প্রবৃদ্ধির গল্পটি চারটি মূল স্তম্ভ দ্বারা চালিত - সামাজিক, ডিজিটাল ও ভৌত পরিকাঠামোতে বিনিয়োগ, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং উৎপাদন খাতের ওপর দৃঢ় মনোযোগ।বুধবার নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত উত্তর প্রদেশ-জাপান বিনিয়োগ শীর্ষ সম্মেলন ২০২৬-এ ভাষণ দিতে গিয়ে বৈষ্ণব বলেন, বিনিয়োগ দেশের প্রবৃদ্ধির যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে ভারত প্রতি বছর প্রায় ১৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে। মন্ত্রী বলেন, বর্ধিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড দেশকে সুস্থায়ী প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে এবং প্রবৃদ্ধির সুফল সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে সক্ষম করেছে।মন্ত্রী জানান, বর্তমানে দেশের ৯৯.৬ শতাংশ রেল নেটওয়ার্ক-এর বিদ্যুদয়ন হয়েছে। তিনি বলেন, গত দশকে প্রায় ৩৮ হাজার কিলোমিটার রেললাইন যুক্ত করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি ১৬২টি সেমি-হাই-স্পিড ট্রেন চালু করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ভারতে এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে।

আঞ্চলিক দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রীদের জন্য কলকাতায় ‘ কৌশল মন্থন’ সম্মেলন আয়োজন করল কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রক

কলকাতা(পিআইবি), ১৯ আগস্টঃ কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রক (MSDE) সম্প্রতি কলকাতায় আঞ্চলিক দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রীদের জন্য ‘ কৌশল মন্থন’ সম্মেলন আয়োজন করে। সম্মেলনে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা অংশ নেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করা এবং শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত, ফলাফলভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই ছিল সম্মেলনের মূল লক্ষ্য।সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী।সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দফতর এবং কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী শ্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় গুজরাট সরকারের শ্রম, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান দফতরের মন্ত্রী শ্রী কুনভারজিভাই মোহনভাই বাভালিয়া ছত্তিশগড় সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন, কারিগরি শিক্ষা ও কর্মসংস্থান এবং তফসিলি জাতি উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী গুরু খুশবন্ত সাহেব মধ্যপ্রদেশ সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ড. গোতম তেতওয়াল ও।শি সরকারের শিল্প, দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষার স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী শ্রী সম্পদ চন্দ্র স্বাঁই এবং কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী ড. হরেকৃষ্ণ বেহরা। গোয়া, ঝাড়খণ্ড এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউয়ের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিরাও সম্মেলনে অংশ নেন।সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী বলেন, ভারতের তরুণদের মধ্যে অসাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অভিযোজন ক্ষমতা এবং সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সম্ভাবনাকে ভবিষ্যতের উপযোগী, শিল্পক্ষেত্রে মূল্যায়িত দক্ষতা এবং বাস্তব সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করা আমাদের দায়িত্ব। PM-SETU আমাদের সামনে আইটিআইগুলিকে উকর্ষ, উদ্ভাবন এবং আকাঙ্ক্ষার প্রাণবন্ত কেন্দ্রে পরিণত করার এক ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দিয়েছে। এই লক্ষ্য পূরণে কেন্দ্র, রাজ্য, শিল্প এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শক্তিশালী সমন্বয় প্রয়োজন। শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে নীতি, পরিকাঠামো এবং বিনিয়োগকে একই লক্ষ্যে পরিচালিত করতে হবে। এই উদ্যোগের সাফল্য শেষ পর্যন্ত আমরা যে কর্মজীবন, উদ্যোগ এবং উন্নতির সুযোগ তৈরি করতে পারছি, তার মধ্যেই প্রতিফলিত হবে।মন্ত্রী আর-ও বলেন, প্রধানমন্ত্রী স্কিলিং অ্যান্ড এমপ্লয়েবিলিটি ট্রান্সফরমেশন থ্রু আপগ্রেডেড আইটিআই (PM-SETU) প্রকল্পকে একটি সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার হিসাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তিনি রাজ্যগুলিকে PM-SETU ক্লাস্টারগুলিকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক মূল্যশৃঙ্খল, শিল্প

করিডর, MSME-র ঘনত্ব, উদীয়মান প্রযুক্তি এবং আসন্ন বিনিয়োগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার পরামর্শ দেন। একইসঙ্গে তিনি বলেন, স্পোক আইটিআইগুলিকে হাবের গবেষণাগার, মাস্টার ট্রেনার, কর্মজীবন পরিষেবা এবং নিয়োগকর্তাদের নেটওয়ার্কের নির্ভরযোগ্য সুযোগ দিতে হবে।ভবিষ্য উপযোগী দক্ষতার প্রসঙ্গে শ্রী চৌধুরী জানান, এবছর ১৬ জুলাই পর্যন্ত SOAR (Skilling for AI Readiness) কর্মসূচিতে ২.১০ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী নাম নথিভুক্ত করেছেন। তাঁর অভিমত, জেলার স্কুল, আইটিআই এবং দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত শিক্ষা পৌঁছে দিতে হবে। এর ফলে, তরুণরা শুধু ক্র ব্যবহার করতেই নয়, এর প্রয়োগ, অভিযোজন এবং নতুন কিছু তৈরির ক্ষেত্রেও সক্ষম হয়ে উঠবেন। অংশগ্রহণকারী মন্ত্রীরা তাঁদের রাজ্যের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং আইটিআইয়ের রূপান্তর, জেলা-ভিত্তিক পরিকল্পনা, শিল্পের অংশগ্রহণ, বৃত্তিমূলক ও মূলধারার শিক্ষার সংযুক্তিকরণ, কর্মসংস্থানযোগ্যতা, উদ্যোগ, অন্তর্ভুক্তি এবং কর্মশক্তির গতিশীলতা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারের সঙ্গে দক্ষতা উন্নয়নমূলক উদ্যোগগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা-ও উল্লেখ করেন। একইসঙ্গে পাঠ্যক্রম, মূল্যায়ন, শংসাপত্র এবং ফলাফলের ক্ষেত্রে অভিন্ন জাতীয় মান বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সংযোগ তৈরিতে শিক্ষানবিশ প্রশিক্ষণকেও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।উদ্বোধনী বক্তব্যে MSDE-এর সচিব শ্রীমতী দেবশ্রী মুখার্জি কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য একটি অভিন্ন বাস্তবায়ন কাঠামো গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্য দক্ষতা নীতি, জেলা দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং রাজ্য দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনাই প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা, পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ, প্রশিক্ষক নিয়োগ এবং নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তি হওয়া উচিত।২০২৪-২৫ সালে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি জেলা দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং রাজ্য দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা জমা দেয়। সম্মেলনে জেলা ও কর্মক্ষেত্রভিত্তিক চাহিদা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, প্রশিক্ষকের প্রাপ্যতা এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক চালিকাশক্তির ভিত্তিতে এই পরিকল্পনাগুলিকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা হয়। এর পাশাপাশি, কার্যকর জেলা দক্ষতা কমিটি এবং স্পষ্ট দায়িত্ব ও পরিমাপযোগ্য ফলাফল-সহ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।DGT-র মহানির্দেশক, শ্রী দিলীপ কুমার বলেন, PM-SETU-র আওতায় আইটিআইগুলির রূপান্তর শুধুমাত্র পরিকাঠামোর উন্নয়ন নয়। এটি এমন শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গাে তোলার অঙ্গীকার, যা তরুণদের ভবিষ্য উপযোগী দক্ষতায় সজ্জিত করবে, কর্মসংস্থানযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে এবং ভারতকে আন্তর্জাতিক প্রতিভার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করার যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।MSDE-র যুগ্মসচিব শ্রীমতী মানসী সহায় ঠাকুর PM-SETU নিয়ে একটি উপস্থাপনা দেখান। সেখানে ক্লাস্টার চিহ্নিতকরণ, অ্যাঙ্কর ইন্ডাস্ট্রি পার্টনারদের অন্তর্ভুক্তি, রাজ্য বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি এবং কার্যকর পরিচালন ও নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ভূমিকা তুলে ধরা হয়।সম্মেলনে মধ্যপ্রদেশের ৬০০ জন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (OBC) তরুণের জন্য একটি অভিনব আন্তর্জাতিক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির সূচনাও হয়। মধ্যপ্রদেশ সরকার অনুমোদিত এই কর্মসূচি MSDE-এর অধীনে NSDC বাস্তবায়ন করবে। জাপান ও জার্মানিতে উচ্চ-চাহিদাসম্পন্ন ক্ষেত্রগুলিতে, যেমন পরিচর্যা, আতিথেয়তা, নির্মাণ এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগের জন্য অংশগ্রহণকারীদের বিদেশি ভাষা এবং সংশ্লিষ্ট দেশে কাজের উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। NSDC International Limited, যা NSDC-এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী সংস্থা, এই প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।এই ধরনের প্রথম উদ্যোগে তিনটি উৎপাদান নিয়ে একটি মিশ্র অর্থায়ন মডেল কার্যকর হবে। এর মধ্যে থাকবে ভোক্তার অংশগ্রহণ, সোশ্যাল স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সংগৃহীত অনুদান এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারের ফলাফলভিত্তিক অর্থায়ন। এই মডেল বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণকে পরিমাপযোগ্য ফলাফল এবং আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের সুযোগের সঙ্গে যুক্ত করবে। বৃহৎ পরিসরে দক্ষতা উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক কর্মশক্তির গতিশীলতার জন্য এটি অনুসরণযোগ্য একটি মডেল হিসাবে কাজ করতে পারে।কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য NSDC-এর CEO শ্রী অরুণ কুমার পিল্লাই এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী ও সংখ্যালঘু কল্যাণ দফতরের অতিরিক্ত অধিকর্তা শ্রী সপন জৈন-এর মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র বিনিময় হয়। উপস্থিত ছিলেন শ্রী জয়ন্ত চৌধুরী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি।সম্মেলনে আন্তর্জাতিক কর্মশক্তির গতিশীলতার জন্য একটি অভিন্ন কাঠামো নিয়েও আলোচনা হয়। এর মধ্যে কর্মশক্তি চিহ্নিতকরণ, প্রশিক্ষণ, ভাষাগত দক্ষতা, মূল্যায়ন, নৈতিক নিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের পরবর্তী সহায়তার বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিচর্যাকারী কর্মীদের আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানকে তাৎক্ষণিক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এর জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, অভিন্ন মানদণ্ড, সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি এবং কর্মীদের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।এর আগে MSDE-র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা শ্রীমতী অর্চনা মায়ারাম মন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগের বৃহত্তর পরিসর সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা করেন। এর মধ্যে স্কিল ইন্ডিয়া, উদ্যোগ উন্নয়ন এবং NCVET-এর নিয়ন্ত্রক ও গুণমান নিশ্চিতকরণ কাঠামো অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রধান সচিব এবং সচিবরা তাঁদের সাফল্য, অগ্রাধিকার এবং বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এরপর কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয় নিয়ে একটি গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।‘ কৌশল মন্থন’ সম্মেলনের সমাপ্তিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয় আরও শক্তিশালী করা, এক রাজ্যের অভিজ্ঞতা অন্য রাজ্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া এবং নির্দিষ্ট কিছু বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ও শিক্ষার্থীদের ফলাফল পর্যালোচনার বিষয়ে সম্মিলিত অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। MSDE, DGT, NSDC, NCVET এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রকের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে রাজ্যগুলিকে সহযোগিতা করার বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করে।সম্মেলনে MSDE-র শ্রীমতী হেনা উসমান এবং শ্রীমতী মণীষা সেনশর্মা, সিনিয়র ইকনমিক অ্যাডভাইজার, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

বিকশিত ভারত ২০৪৭ খুব বেশি দূরে নয়ঃনির্মলা সীতারমন

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন গত সোমবার নতুন দিল্লিতে দু'দিনের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির সম্মেলনের উদ্বোধনী করেছেন। এই সম্মেলনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আগামী দিনে দেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বিষয়ে মত বিনিময় করবেন। এছাড়াও, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাজের সম্ভাবনা ও সুযোগ নিয়েও আলাপ আলোচনা হবে বলে জানা গেছে।'পিএসবি (পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কস) কনফ্লুয়েন্স ২০২৬'-এ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ বলেন, এমন এক সময়ে হচ্ছে যখন আমরা 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য গঠিত উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি সংক্রান্ত ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছি। 'বিকশিত ভারত ২০৪৭' খুব বেশি দূরে নয়। আমরা এখন ২০২৬ সালে অবস্থান করছি। অর্থাৎ, আমাদের হাতে ২০ বছরেরও কম সময় রয়েছে। 'বিকশিত ভারত'-এর উপযোগী ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত সময় আর হতে পারত না।

বজ্রপাত রোধে প্রাকৃতিক ঢালের গাছের উপযোগিতা ব্যাখ্যায় মুখ্যমন্ত্রী

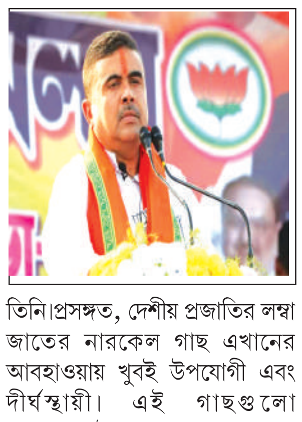

কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ গত মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে দেশীয় প্রজাতির লম্বা নারকেল গাছের চারা রোপণ করলেন। তিনি বলেন, নারকেল ও সুপারি গাছ বজ্রপাতপ্রবণ এলাকায় প্রাকৃতিক বজ্রনিরোধক শলাকা হিসেবে কাজ করে।তিনি জানান, তাঁর সরকারের ১০১ দিনের মেয়াদে ইতিমধ্যেই বজ্রপাতে রাজ্যে শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। গত বছর কলকাতার ময়দানেও বজ্রপাতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছিল। শহরের বহু ভবনে নামকাওয়াস্তে বজ্রনিরোধক শলাকা থাকলেও সেগুলি নিষ্ক্রিয় বলে অভিযোগ। পুলিশ, দমকল, পিডব্লুডি এবং কেএমসি-কে যৌথভাবে পরিদর্শন করে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।প্রসঙ্গত, দেশীয় প্রজাতির লম্বা জাতের নারকেল গাছ এখানের আবহাওয়ায় খুবই উপযোগী এবং দীর্ঘস্থায়ী। এই গাছগুলো সাধারণত উচ্চতায় ১৫ থেকে ১৮ মিটার বা তার বেশি হয়। গাছ লাগানোর ৬ থেকে ৮ বছর পর থেকে নিয়মিত ফলন দিতে শুরু করে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ গাছ প্রায় ৬০ থেকে ৯০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

৩-দিনের সিঙ্গাপুর সফরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃ ভারত-সিঙ্গাপুর মিনিস্ট্রিয়াল রাউন্ডটেবিল (আইএসএমআর) কাঠামোর অধীনে চলমান উচ্চ-পর্যায়ের আলোচনার অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বুধবার তিন দিনের সফরে সিঙ্গাপুরে রওনা হয়েছেন। ভারত-সিঙ্গাপুর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোয়েলের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রায় ৭০ জন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী নেতার সমন্বয়ে গঠিত একটি ভারতীয় প্রতিনিধিদল উপস্থিত থাকবে।এই সফরকালে পীযূষ গোয়েল চতুর্থ ভারত-সিঙ্গাপুর মিনিস্ট্রিয়াল রাউন্ডটেবিলে অংশগ্রহণ করবেন। ভারত-সিঙ্গাপুর ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আইএসএমআর সর্বোচ্চ মন্ত্রী পর্যায়ের ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। এই রাউন্ডটেবিলটি চতুর্থ ভারত-সিঙ্গাপুর বিজনেস রাউন্ডটেবিলের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হবে এবং এর পরে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হবে।

হাওড়ায় ৫০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে হাতেনাতে ধরা পড়লো কনস্টেবল, চাঞ্চল্য

হাওড়া, ১৯ আগস্ট ঃফের ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের এক কনস্টেবলকে হাতেনাতে ধরল অ্যান্টি করাপশন বিভাগ। অভিযুক্ত পুলিশকর্মীর নাম শুভময় মণ্ডল। তিনি সাঁকরাইল থানার অধীন নাজিরগঞ্জ আউটপোস্টে কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ৫০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে খবর।বুধবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি অভিযোগের নিষ্পত্তি বা পুলিশি কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা করে দেওয়ার বিনিময়ে ওই কনস্টেবল টাকা দাবি করেছিলেন বলে অভিযোগ। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অ্যান্টি করাপশন বিভাগের আধিকারিকরা বিষয়টির উপর নজর রাখছিলেন। এরপর পরিকল্পনামাফিক ঘুষের টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।অভিযোগ, টাকা নেওয়ার সময়ই শুভময় মণ্ডলকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন অ্যান্টি করাপশন বিভাগের আধিকারিকরা। তাঁর কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাওড়া পুলিশ মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সরকারি পদে থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ কতটা সত্যি এবং এর পিছনে কোনও বড় চক্র রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখছেন আধিকারিকরা।অ্যান্টি করাপশন বিভাগের পক্ষ থেকে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তথ্য স্পষ্ট হবে না।

বৃহস্পতিবার দিল্লিতে জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃপ্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। এই বৈঠকের মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও জোরদার হবে, কৌশলগত আস্থা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।উভয় মন্ত্রী সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও গভীর করা এবং 'মেক-ইন-ইন্ডিয়া' কাঠামোর আওতায় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিষয়ে মতবিনিময় করবেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, এই বৈঠকটি দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা বা রোডম্যাপ তৈরির সুযোগ করে দেবে।

রাশিফল

মেষঃ আজ আপনার জীবনে নতুন করে আত্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনা আসবে। আপনার দৃঢ় সংকল্প আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলি কোনও দ্বিধা ছাড়াই এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। শুভদিন।
বৃষঃ যা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। আপনি আজকে কার্ড ভাল খেললে কিছু অতিরিক্ত নগদ উপার্জন করতে পারেন। সংসারে শান্তি হতে পারে।
মিথুনঃআজ উত্তেজনাপূর্ণ সম্ভাবনা ও অনুপ্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতায় ভরপুর একটি দিন। আপনার বুদ্ধিমত্তা, রসবোধ এবং যোগাযোগ দক্ষতা স্বাভাবিকভাবেই আশপাশের মানুষের ইতিবাচক মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কাজের যোগ হবে
কর্কটঃঅন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাব পোষণ করার জন্য মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। আপনার এই ধরনের চিন্তা উপেক্ষা করা উচিত কারণ এগুলি জীবনব্যয়ী হয় এবং আপনার কর্মদক্ষতাকে দুর্বল করে।
সিংহ ঃ আজ এমন কিছু আকর্ষণীয় সুযোগের দরজা খুলে যেতে পারে, যা আপনার কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত উন্নতি-উভয়ের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আপনার আত্মবিশ্বাস উচ্চ থাকবে, যা আপনাকে উসাহের সঙ্গে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। শুভদিন
কন্যাঃ আজ আবেগগত ও পেশাগত উন্নতির চমকার সুযোগ রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও মজবুত করবে। সংসারে শান্তি হবে।
তুলাঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে।
বৃশ্চিকঃ একটা জায়গার পর নিজের ওপর চাপ দেবেন না এবং ঠিকভাবে বিশ্রাম নিন। প্রেম আসতে পারে।
ধনুঃ আজ আপনি উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস এবং নতুন করে অনুপ্রেরণায় ভরপুর থাকবেন।
মকরঃ স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এই সময়কালটি মন্দ যাবে, কাজেই আপনি কি খাচ্ছেন সে ব্যাপারে সতর্ক হোন। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজনের কারণে আপনাকে আজ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে। প্রেম আসতে পারে ।
কুম্ভঃ আজ আত্মবিশ্বাস ও কৌতূহলের সঙ্গে নতুন সম্ভাবনাগুলি খুঁজে দেখতে উসাহিত করবে। আপনার মন পরিষ্কার ও উদ্ভাবনী থাকবে, ফলে বর্তমান সমস্যার সৃজনশীল সমাধান খুঁজে বের করতে পারবেন। প্রেম আসবে।
মীনঃ প্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। জীবনের অন্ধকার সময়ে অর্থ আপনাকে চালিয়ে যেতে সহায়তা করবে। অতএব, আজ থেকে আপনার অর্থ বিনিয়োগ এবং সংরক্ষণের কথা বিবেচনা করুন, অন্যথায় সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনার শিশুসুলভ এবং নিরীহ আচরণ পারিবারিক সমস্যা সমাধানে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে আজ।

আবহাওয়া

আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, চড়া রোদের দেখা মিলছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। কিছু কিছু জেলায় বৃষ্টি হলেও, তা হবে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি। আপাতত কোনও জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কমের দিকেই থাকবে। স্থানীয়ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ২৩ ও ২৪ আগস্ট নাগাদ উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ বাাতে পারে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী কয়েকদিন দার্জিলিং-সহ ওপরের জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকতে পারে।। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্র হয় ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াল। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৮ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৭৭শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫০মনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০২টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৬মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৬মিনিটে হতে পারে।

শহর ও শহরতলী

শ্রাবণী মেলা চলাকালীন জসিডি স্টেশনে এসকেলেটর সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হচ্ছে

আসানসোল, ১৯ আগস্ট ঃ শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে জসিডি রেলওয়ে স্টেশনে প্রচুর সংখ্যক 'কানওয়ারিয়া' (তীর্থযাত্রী) ও ভক্তের সমাগম হয়। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশন যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুবিধাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যাপক যাত্রী-সুবিধা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অত্যধিক ভিড়ের সময় যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে এসকেলেটরটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হচ্ছে।দেখা গেছে যে, যেসব যাত্রী এসকেলেটর ব্যবহারে অভ্যস্ত নন, তাঁরা চলন্ত এসকেলেটরে পা রাখার সময় কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হন। শ্রাবণী মেলার সময় অত্যধিক ভিড়ের মধ্যে এই ধরনের ক্ষণস্থায়ী দ্বিধার ফলে এসকেলেটরের প্রবেশপথে যাত্রীদের জট তৈরি হতে পারে। ভিড় বাড়লে সামান্য ধাক্কাতেও কোনো যাত্রী চলন্ত এসকেলেটরে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হতে পারেন বা কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারে।অত্যধিক ভিড়ের সময় এসকেলেটর বন্ধ রাখার উদ্দেশ্য যাত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টি করা নয়, বরং সম্ভাব্য অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা রোধ করা এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা এই সময়ে সিঁড়ি ব্যবহার করেন এবং নিরাপদ ও সুষ্ঠু চলাচলের জন্য রেলকর্মীদের নির্দেশ মেনে সহযোগিতা করেন।হুইলচেয়ার সহায়তা পরিষেবাশ্রাবণী মেলা চলাকালীন জসিডি স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন এবং যাদের হুইলচেয়ারের প্রয়োজন, তাঁদের জন্য রেলকর্মীদের সাথে সমন্বয় করে 'ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস'-এর স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে হুইলচেয়ার সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে স্টেশন চত্বরে সহায়তার প্রয়োজন এমন যাত্রীদের নিরাপদ ও সুষ্ঠু চলাচল সহজতর হচ্ছে।অত্যধিক ভি। সামাল দিতে ২৪ ঘণ্টা টিকিট কাটার ব্যবস্থাশ্রাবণী মেলায় যাত্রীদের অত্যধিক সংখ্যার কথা মাথায় রেখে টিকিট কাটার ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা হয়েছে। টিকিট কাটার প্রক্রিয়া সুষ্ঠু করতে এবং টিকিট কাউন্টার বা মেশিনগুলির সামনে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে জসিডি স্টেশনগুলিতে এটিভিএম এবং ইউটিএস কাউন্টারগুলি ২৪ ঘণ্টা চালু রাখা হচ্ছে। - জসিডিতেঃ ১০টি এটিভিএম এবং ২০টি ইউটিএস কাউন্টার।- দেওঘর ঃ৩টি এটিভিএম এবং ৫টি ইউটিএস কাউন্টার।- বাসুকিনাথঃ ২টি এটিভিএম এবং ৪টি ইউটিএস কাউন্টার।- বৈদ্যনাথধামঃ ১টি এটিভিএম এবং ৩টি ইউটিএস কাউন্টার।যাত্রীদের সুবিধাজনকভাবে টিকিট সংগ্রহের ব্যবস্থা করা এবং শ্রাবণী মেলা চলাকালীন অত্যধিক ভি। সামাল দিতে নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে।আসানসোল ডিভিশন যাত্রী ও পুণ্যার্থীদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, তারা যেন যাত্রীদের জন্য উপলব্ধ সুযোগ-সুবিধাগুলির সঠিক ব্যবহার করেন, নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশিকা মেনে চলেন এবং নিরাপদ, সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল রেলযাত্রা নিশ্চিত করতে রেল প্রশাসনকে সহযোগিতা করেন। শ্রাবণী মেলা চলাকালীন যাত্রীদের নিরাপত্তাই আসানসোল ডিভিশনের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

সুজিত বসুর জামিন মামলায় নয়া চমক, রায়ের আগেই সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ রাজ্যে পালাবদলের পর পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেতা সুজিত বসু। তাঁর জামিনের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে চলছিল মামলা। সোমবারই সেই মামলার শুনানি শেষ হয়েছিল। এরপর রায় ঘোষণার কথা থাকলেও তার আগেই মামলা থেকে সরে দাঁ।ালেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ঘিরে আদালত চত্বরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সুজিত বসুর এক আইনজীবী বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের চেম্বারে যান। সেই সময় চেম্বারে উপস্থিত ছিলেন না বিচারপতি। অভিযোগ, তাঁর অনুপস্থিতিতে আইনজীবী বিচারপতির ব্যক্তিগত সচিবের কাছে চেম্বারে থাকা একটি ফাইল চেয়েছিলেন। আইনজীবীর এই আচরণের বিষয়টি পরে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের নজরে আসে। বিষয়টি জানার পরই তিনি মামলাটি থেকে সরে দাঁ।ানোর সিদ্ধান্ত নেন। এই ঘটনাকে 'দু ঃখজনক' বলে উল্লেখ করেছেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। পাশাপাশি, বিষয়টি তিনি কলকাতা হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীকে জানিয়েছেন। ফলে আপাতত সুজিত বসুর জামিনের মামলাটি প্রধান বিচারপতির কাছেই রয়েছে। এবার প্রধান বিচারপতি সিদ্ধান্ত নেবেন, পরবর্তী সময়ে কোন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে। রায় ঘোষণার ঠিক আগে বিচারপতির মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আদালত মহলে নানা প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে মামলার শুনানি ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত সামনে আসায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আরও বেড়েছে। তবে বিচারপতির পক্ষ থেকে ঘটনাটিকে দু ঃখজনক হিসেবে উল্লেখ করেই সরে দাঁড়ানোর কথা জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। গত ১১ মে সুজিত বসুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, দক্ষিণ দমদম পুরসভায় বেআইনিভাবে চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তদন্তে প্রায় ১৫০টি চাকরি ঘুরপথে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

হাওড়ায় ফের 'ঘুষ' নিতে গিয়ে দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকদের হাতেনাতে ধৃত কনস্টেবল

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ১৯ আগস্ট ঃ হাওড়ার ব্যাটরা থানার পর নাজিরগঞ্জ ফাঁড়ি। ফের 'ঘুষ' নিতে গিয়ে দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকদের হাতেনাতে ধৃত কনস্টেবল, ৫০ হাজার টাকা 'ঘুষ' নেওয়ার অভিযোগ। অভিযোগ, ৫০ হাজার টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে অ্যান্টি করাপশন ব্যুরোর (এসিবি) হাতে ধরা পড়েন ওই পুলিশ কনস্টেবল। অভিযুক্তের নাম শুভময় মণ্ডল। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নাজিরগঞ্জ ফাঁড়িতে কর্মরত ওই কনস্টেবল 'ঘুষে'র টাকা নিতে গিয়েই হাতেনাতে ধরা পড়েন। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে 'ঘুষে'র টাকা নেওয়ার সময়ই অভিযুক্ত কনস্টেবলকে পাকড়াও করেন এসিবি'র আধিকারিকরা। অভিযোগ, এক ব্যবসায়ীর (প্রোমোটার) কাছ থেকে 'ঘুষ' চেয়েছিলেন নাজিরগঞ্জ ফাঁড়ির ওই কনস্টেবল। ওই ব্যবসায়ী রাজ্য দুর্নীতি দমন শাখায় অভিযোগ জানান। এরপরই শুভময়ের বিরুদ্ধে

জাল পাতা হয়। মঙ্গলবার পরিকল্পনামাফিক কেমিক্যাল মাখানো টাকা নিয়ে থানায় আসেন অভিযোগকারী ব্যবসায়ী। তিনি টাকা দিয়ে বেরিয়ে আসামাত্রই সাদা পোশাকে হাজির হয়ে যান দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। তখনই শুভময়কে হাতেনাতে ধরা হয়। তাঁর হাত জলে ডোবানো হয়। আগে থেকেই টাকায় লাগানো কেমিক্যাল হাতে লেগে থাকায় জলের রং বদলে গোলাপি হয়ে যায়। প্রমাণ মিলতেই হাতেনাতে ধরা হয় শুভময়কে। যদিও তদন্তের স্বার্থে বিষয়টি স্পষ্ট করেনি এসিবি। পূর্ব অভিযোগের ভিত্তিতেই এদিন অভিযান চালানো হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনে যাবতীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ নাজিরগঞ্জের ঘটনা সামনে আসার একদিন আগেই সোমবার হাওড়ার ব্যাটরা থানায় একই ধরনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হন সাব-ইন্সপেক্টর সুব্রত সরকার। অভিযোগ, বধূ নির্যাতনের একটি মামলা 'মিটমাট' করে দেওয়ার নামে ১৫ হাজার টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে এসিবি'র হাতে ধরা পড়েছিলেন তিনি। পরপর দু'দিন হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের পৃথক দুই থানার পুলিশকর্মী ঘুষের অভিযোগে ধরা পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই পুলিশ মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পাক গুপ্তচর সন্দেহে রিষড়া থেকে গ্রেপ্তার আরও এক জন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রিষড়া হুগলি, ১৯ পুলিশ সূত্রে খবর, সানির বাড়ি কলকাতার তপসিয়া এলাকায়। রানা গ্রেপ্তার হওয়ার পরে তিনি রিষড়া চলে এসেছিলেন। রানার সহযোগী হিসেবে আগেই ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল এসটিএফ। পাক গুপ্তচর সন্দেহে রাজ্যে গ্রেপ্তার আরও এক জন। ধৃতের নাম জাফর সাম ওরফে সানি। মঙ্গলবার রাতে তাঁকে হুগলির রিষড়া থেকে বেঙ্গল এসটিএফ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, পাকস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর এজেন্ট সন্দেহে কিছু দিন আগে বনগাঁ সীমান্তের কাছে হাবরা থেকে পাক নাগরিক রানা রউফকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে ভারতে ঢুকতে সাহায্য করা এবং আধার কার্ড ও প্যান কার্ড তৈরি করতে সাহায্য করার অভিযোগে সানিকে গ্রেপ্তার করেছে এসটিএফ। এক সময়ে রিষড়ার গান্ধী সড়কের একটি ভাড়াবাড়িতে সপরিবার থাকতেন সানি। পরে তিনি তপসিয়ায় চলে যান। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, রানাকে সালকিয়ার একটি কারখানায় সানিই কাজ পাইয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরিতেও সাহায্য করেছিলেন তাঁকে। স্থানীয় এবং পরিবার সূত্রে খবর, রিষড়ায় এসে মঙ্গলবার রাতে বাড়িতে ফোন করেছিলেন সানি। স্ত্রীকে ফোন করে সন্তানদের দেখে রাখতে বলেছিলেন। যাঁর মোবাইল ফোন থেকে স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ, ভিকি নামে সেই ব্যক্তি বলেন, ' ১১টার পরে সানি আসে। জল খায়। তার পরে আমার মোবাইল চেয়ে বা।িতে ফোন করে।'এই ঘটনায় হতবাক সানিদের এককালের প্রতিবেশী । বলেন, ' বাবা রিষ।ার জুটমিলে কাজ করতেন।

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড

SKP

CIN: L74140WB1990PLC049032

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ বায়োওয়ান্ডার, লেভেল ১৭, ৭৮৯ আনন্দপুর, ই এম বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭

ফোন নম্বরঃ ৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০ **ওয়েবসাইটঃ** www.skpsecurities.com **ইমেলঃ**cs@skpsecurities.com

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন ২০১৩, এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (SEBI)-র তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা ও তথ্য প্রকাশ বিষয়ক প্রবিধান ২০১৫ (SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015)-এর প্রাসঙ্গিক বিধানাবলী এবং এমসিএ (MCA) ও সেবি (SEBI)-র জারি করা নির্দেশিকা মেনে, কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সদস্যদের সশরীরে উপস্থিতি ছাড়াই ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (OAVM) সাহায্যে কোম্পানির ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২৬, শনিবার সকাল ১০.০০টায় অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

উল্লিখিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৩৬তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমেই সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি, ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (DP) অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA)-এর কাছে নথিভুক্ত রয়েছে। কোম্পানি ১৯শে আগস্ট ২০২৬ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এই নথিপত্র পাঠানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পরিচালনা পর্ষদ ৯ই মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য প্রতিটি ইকুইটি শেয়ারের বিপরীতে ২ টাকা হারে চূড়ান্ত লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছে। বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) এবং লভ্যাংশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র (Share Transfer Books) সোমবার, ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে শনিবার, ১২ই সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত বিষয়গুলোর ওপর ইলেকট্রনিক উপায়ে-অর্থাৎ 'রিমোট ই-ভোটিং' (remote e-voting) ব্যবস্থা এবং সভার সময়কালীন ই-ভোটিং-উভয় পদ্ধতির মাধ্যমেই ভোট প্রদানের সুযোগ বা সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। শেয়ারহোল্ডারদের এই ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানি 'সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড' (CDSL)-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। রিমোট ই-ভোটিং এবং সভার সময়কালীন ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি ও নির্দেশাবলি সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত কার্যক্রম CDSL-এর প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে।

রিমোট ই-ভোটিংয়ের সময়কাল ৯ই সেপ্টেম্বর ২০২৬, বুধবার সকাল ৯.০০টায় (IST) শুরু হবে এবং ১১ই সেপ্টেম্বর ২০২৬, শুক্রবার বিকেল ৫.০০টায় (IST) শেষ হবে। এরপর ভোটিংয়ের জন্য রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। 'কাট-অফ তারিখ' অর্থাৎ ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৬, শনিবার পর্যন্ত যেসব সদস্য ফিজিক্যাল (কাগজের সনদ) বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ইলেকট্রনিক) উভয় পদ্ধতির যেকোনো একটিতে শেয়ার ধারণ করছেন, তাঁরা রিমোট ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারবেন। এজিএম (AGM)-এর সময়ও ই-ভোটিংয়ের সুবিধা থাকবে এবং যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেননি, তাঁরা ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

যেসব সদস্য ই-ভোটিং চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

যেসব সদস্য এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর তারিখের পরে শেয়ার অর্জন করেছেন এবং 'কাট-অফ তারিখ'-এ তা ধারণ করছেন, তাঁরা ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ইউজার আইডি (User ID) ও পাসওয়ার্ড পেতে helpdesk.evotingcdslindia.com-এ অনুরোধ জানিয়ে CDSL-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

৩৬তম এজিএম-এর নোটিশ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.skpsecurities.com/assets/pdfs/financial_result/annual_rep/Annual%20Report%202026.pdf-এ, এবং BSE Ltd.-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com ও CDSL-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ পাওয়া যাবে।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে সদস্যরা www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' (FAQs) বা ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ই-মেইল করতে পারেন কিংবা আমাদের রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, Ms Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd.-এর সাথে ০৩৩-২২৪৩৫০২৯৫৮০৯ নম্বরে অথবা mdpldcyahoo.com ই-মেইলে যোগাযোগ করতে পারেন।

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর-অলকা খেতাওয়াত
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্যপদ নংঃ A47322

তারিখঃ ১৯ আগস্ট ২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

ডায়মন্ড হারবারে নদীপাড় সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডায়মন্ড হারবার, ১৯ আগস্ট ঃ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সমীক্ষা ছাড়াই ডায়মন্ড হারবারে নদীপাড় সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা খরচের অভিযোগ উঠল। ক্যাগের অডিট রিপোর্টকে সামনে রেখে প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসকের দফতর এবং ডায়মন্ড হারবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ববি। অভিযোগে ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি পিডব্লিউডি দফতরের তৎকালীন আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে দাবি। বিজেপি সূত্রের খবর, ২০১৭ সালে ডায়মন্ড হারবারের জেটিঘাট থেকে কেল্লার মাঠ পর্যন্ত নদীপাড় সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল প্রায় ৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা।প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পূর্ত দফতর বা পিডব্লিউডিকে।কিন্তু প্রকল্পের কাজ চলাকালীন ২০১৯ সালের ১ আগস্ট ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন নদীবাঁধের একটি বড় অংশ নদীতে ধসে পড়ে। এরপরই সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের কাজ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।অভিযোগ,ধসে যাওয়া অংশ মেরামতের জন্য পরবর্তীকালে পিডব্লিউডি নিজেদের তহবিল থেকে প্রায় ১৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। অর্থাৎ, মূল সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের পাশাপাশি নদীবাঁধ মেরামতেও বিপুল সরকারি অর্থ খরচ হয়। ক্যাগের অডিট রিপোর্টে প্রকল্পের আগে যথাযথ ফিজিবিলিটি স্টাডি বা সম্ভাব্যতা সমীক্ষা না করার বিষয়টি উঠে এসেছে বলে দাবি বিজেপির। তাদের অভিযোগ, ওই এলাকার জমি ও নদী পাড়ের মাটির ভঙ্গুর প্রকৃতি সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প গ্রহণের আগে প্রয়োজনীয় কারিগরি সমীক্ষা করা হয়নি। পরবর্তীতে ২০২৩ সালে সমীক্ষা চালানোর পর পর্যটন দফতর সিদ্ধান্ত নেয়, ওই প্রকল্প আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এরপরই প্রকল্পের পরিকল্পনা, সরকারি অর্থ ব্যয় এবং পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। এ বিষয়ে বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ববির অভিযোগ,নদীপাড় সৌন্দর্যায়নের নামে সরকারি অর্থের অপচয় এবং অনিয়ম হয়েছে।

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মারক সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন শিক্ষাবিদ ডঃ বিবেকানন্দ চক্রবর্ত্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মারক সমানে ভূষিত হচ্ছেন শিক্ষাবিদ ডঃ বিবেকানন্দ চক্রবর্ত্তী। আগামী ৩০শে আগস্ট, রবিবার মধ্যকলকাতার ৭/৩, রাম নাথ বিশ্বাস লেনে ওয়াল্ড পিস মিশনের কার্যালয়ে ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫-তম জন্মে দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা মেদিনীপুর টাউন স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত ডঃ বিবেকানন্দ চক্রবর্ত্তীকে স্মারক সম্মানে ভূষিত করবেন ওয়াডে পিস মিশনের কর্ণধার অধ্যাপক শান্তিনাথ ঘোষ।

হুগলির কোদালিয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া, ১৯ আগস্ট ঃ অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে অশান্তির আশঙ্কায় সকাল থেকেই পঞ্চায়েত অফিসের বাইরে আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়।পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়নের ঘটনা খুব একটা নজরে আসেনি। এ বার সেই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন হুগলির কোদালিয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ভিড় নিয়ে সেখানে জড়ো হন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। তবে দিনভর টানাপড়েনের পর তৃণমূলেরই একটি অংশ গরহাজির থাকায় অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়েনি। গন্ডগোলের আশঙ্কার থাকলেও সে রকম কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে ওই পঞ্চায়েতের প্রধান হলেন বেলা মাঝি। তাঁকে সরিয়ে নতুন প্রধান নিয়োগ করতে চাইছেন।

ভাঁটা থিয়েটার লেবার কালচারাল অর্গানাইজেশনের বার্ষিক সেমিনার সমাপ্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ ভাঁটা থিয়েটার লেবারের

সেমিনারসম্প্রতি ভাঁটা থিয়েটার লেবার কালচারাল অর্গানাইজেশন শেষ করলো তাদের বার্ষিক সেমিনার । এটি একটি শিক্ষামূলক সেমিনার ।সেমিনারের বিষয় ছিল ছাত্রজীবনে নাটকের ভূমিকা ।বক্তা ছিলেন দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাধান শিক্ষক ডঃ মনোজ ঘোষ , প্রধান শিক্ষক অশোকনগর বিদ্যাসাগর বানীভবন হাই স্কুল(উঃ মা) এবং সৈকত গাঙ্গুলী কলষ হাই স্কুল (উঃমা) এবং একজন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস সরদার। সেমিনার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সেমিনার পরিচালকের সুপরিচালনা বিষয়টি সু ঃদর ভাবে মেলে ধরার পরিসর তৈরী করে দেন। বক্তা আশিস সরদারের বক্তব্যে নাটক একজন ছাত্রের জীবনে কতটা প্রয়োজন এবং তাঁর দীর্ঘ নাট্য পথ পরিক্রমায় প্রতি ছত্রে কিভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে তা বর্ণনা করেন। উপস্থিত দুই বক্তা বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষকের কাছে তাঁর প্রশ্ন ছিল নাটক শিক্ষার কি সমস্যা বিদ্যালয় গুলিতে আছে এবং তা কাটিয়ে ওঠা কেন সম্ভব নয়। বক্তা প্রধান শিক্ষক সৈকত গাঙ্গুলী হলিস্টিক উন্নতির কথা বলেন। নানান সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তাঁর বিদ্যালয়ে নিয়মিত নাট্যচর্চা হয়। নাটকের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়ন যে সম্ভব তা ব্যখ্যা করেন। সেমিনারের অন্যতম বক্তা অশেকনগর বিদ্যাসাগর বানীভবন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ মনোজ ঘোষ তাঁর দীর্ঘ শিক্ষাকতার জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা বলেন, নানা উদাহরণ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে কোন বিষয়কে কিভাবে আকর্ষনীয় করা যায় তা বলেন। অনুষঙ্গ এর মাধ্যমে নাটককে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করলে প।াশোনার মান অনেক ভালো হয় তা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন। তিনজন বক্তার বক্তব্যে ছাত্রজীবনে নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। ভাঁটা থিয়েটার লেবার কালচারাল অর্গানাইজেশন এরকম শিক্ষামূলক সেমিনার সারা বছর ই করে থাকেন। তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান সমস্ত দর্শক এবং শ্রোতাগন । সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করেন অভিনেত্রি শিক্ষিকা রুমা সিংহ ।

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

UNITY Small Finance Bank

কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই) মুম্বাই - ৪০০ ০৯৮

গণবিজ্ঞপ্তি

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের ছবি ও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের নির্দেশিকা ('স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংকস-ট্রিটমেন্ট অফ উইলফুল ডিফল্টার্স অ্যান্ড লার্জ ডিফল্টার্স') এবং ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী-কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান ও ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগসহ যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং আরবিআই (RBI)-এর নির্দেশিকা মেনে-নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতাদের **'ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি'** (Wilful Defaulters) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণ জনগণকে অবহিত করা এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এই গণবিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হলো।

ঋণগ্রহীতার নামঃ মেসার্স এস কে এন্টারপ্রাইজ
ঠিকানাঃ গ্রাম মহিষগাদি পাড়া (দক্ষিণপাড়া),ডাকঘর মুড়িয়াহাট,উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১২৮

ঋণগ্রহীতার নামঃ
মেসার্স এস কে এন্টারপ্রাইজ (এর স্বত্বাধিকারী মিঃএস কে খুরশিদ আলমের মাধ্যমে)
ঠিকানাঃ গ্রাম মহিষগাদি মুদিয়াহাট বারাসাত মহিষগাদি, উত্তর ২৪পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১২৮

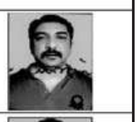

সহ-ঋণ গ্রহীতাদের নামঃ
মিসেস মনিরা বিবি
ঠিকানাঃ মহিষগোদি মহিষগাদি উত্তর ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১২৮

ক্রমিক নং	ঋণ হিসাব নং	৩১.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ এবং তার উপর সুদ
১	৫০১২৫৩৩	১,০০,৩২,৫২৮ টাকা

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণার তারিখঃ ২৪.০৭.২০২৬
শাখা / অঞ্চলঃ পশ্চিমবঙ্গ

এই প্রকাশনাটি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা মেনে প্রস্তুত করা হয়েছে। (স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক-ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি ও বড় আকারের ঋণখেলাপিদের ক্ষেত্রে করণীয়) নির্দেশনা সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি RBI DoR 2025-26197 (DoR.FIN.REC.No.116/20.16.003/2025-26), তারিখ ২৮ নভেম্বর, ২০২৫।

ইস্যুকারীঃ ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

নিবন্ধিত ঠিকানাঃ ইউনিট নম্বর ১২০১, ১২০২ এবং ১২০৩, ১২ তলা, আনসাল ভবন, ১৬, কেজিমার্গ, নতুনদিল্লি-১১০০০১।

কর্পোরেট ঠিকানাঃ সেন্ট্রাম হাউস, সিএসটি রোড, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ ই,মুম্বাই-৪০০০৯৮।

(যেকোনো স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড-কর্পোরেট রিকভারি টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।)

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

UNITY Small Finance Bank

কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই), মুম্বাই - ৪০০ ০৯৮

গণবিজ্ঞপ্তি

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের ছবি ও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ

রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের নির্দেশিকা ('স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংকস-ট্রিটমেন্ট অফ উইলফুল ডিফল্টার্স অ্যান্ড লার্জ ডিফল্টার্স') এবং ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতি অনুযায়ী-কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান ও ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগসহ যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং আরবিআই (RBI)-এর নির্দেশিকা মেনে-নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতাদের **'ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি'** (Wilful Defaulters) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সাধারণ জনগণকে অবহিত করা এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এই গণবিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হলো।

ঋণগ্রহীতার নামঃ মিঃ এম ডি কাদের
ঠিকানাঃ গ্রাম সোনাপুর হাট পাড়া সোনাপুর পিএস, চোপড়া পো সোনাপুর হাট মৌজা চিতলঘাটা,ইসলামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৩৩২০২

ঋণগ্রহীতার নামঃ
মালিক মিঃ এম ডি কাদের
ঠিকানাঃ গ্রাম সোনাপুর হাট পাড়া সোনাপুর পিএস, চোপড়া পো সোনাপুর হাট মৌজা চিতলঘাটা,ইসলামপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৩৩২০২

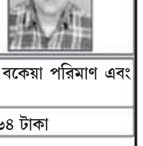

ক্রমিক নং	ঋণ হিসাব নং	৩১.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ এবং তার উপর সুদ
	USFBSILMSME000000998	৩৯,৭৭,৩৬৪ টাকা

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণার তারিখঃ ২৪.০৭.২০২৬
শাখা / অঞ্চলঃ পশ্চিমবঙ্গ

এই প্রকাশনাটি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা মেনে প্রস্তুত করা হয়েছে। (স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক-ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি ও বড় আকারের ঋণখেলাপিদের ক্ষেত্রে করণীয়)
নির্দেশনা সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি RBI DoR 2025-26197 (DoR.FIN.REC.No.116/20.16.003/2025-26), তারিখ ২৮ নভেম্বর, ২০২৫।

ইস্যুকারীঃ ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড
নিবন্ধিত ঠিকানাঃ ইউনিট নম্বর ১২০১, ১২০২ এবং ১২০৩, ১২ তলা, আনসাল ভবন, ১৬, কেজিমার্গ, নতুনদিল্লি-১১০০০১।
কর্পোরেট ঠিকানাঃ সেন্ট্রাম হাউস, সিএসটি রোড, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ ই,মুম্বাই-৪০০০৯৮।

(যেকোনো স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড-কর্পোরেট রিকভারি টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।)

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C)/BR-I, KMC invites tender online percentage rate in two bid system for the ollowing works :-

(1) NIT No. : KMC/EEC/I/008/06/2026-2027
Name of the work: **Repairing of IPS and paver block pavements etc. at 53B, 80, 102, Bhupen Bose Avenue, 61/1, 10/1A, 14, Lakshmi Dutta Lane and other places in Ward No. 008 under Br.-I.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,98,971.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion : **30 Days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/I/007/05/2026-2027
Name of the work: **Repairing of IPS and paver block pavements etc. at 15/2, Gallif Street and surrounding areas in Ward No. 007 under Br.-I.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,79,703.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/I/003/10/2026-2027/US
Name of the work: **Repairing of IPS pavements at 21/H/130/1, 21/H/130/4, 21/H/130/6, etc. Raja Manindra Road and other Uttaran areas in Ward No. 003.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,99,382.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/I/006/13/2026-2027
Name of the work: **Repairing of IPS and paver block footpath at 22, 29/H/14, 29/H/20, etc. Cossipore Road in Ward No. 006 under Br.-I.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,82,870.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**

(5) NIT No. : KMC/EEC/I/007/42/2025-2026/US
Name of the work: **Improvement of drainage system at P-12 Strand Bank Road and other Uttaran Areas in Ward No. 007.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **3,73,307.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **21 Days.**

(6) NIT No. : KMC/EEC/I/003/09/2026-2027
Name of the work: **Maintenance of drainage system at 11/B, Dumdum Road, 23/1A, Kundu Lane and other places in Ward No. 003.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,98,200.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(7) NIT No. : KMC/EEC/I/006/12/2026-2027
Name of the work: **Repairing of asphaltum road surface at K.P. Sinha Street, Sugar Wax Lane and different places in Ward No. 006 under Br.-I.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,02,201.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

(8) NIT No. : KMC/EEC/I/009/06/2026-2027
Name of the work: **Repairing of damaged paver block footpath at 59, 61, Sovabazar Street, 455E, 480, Rabindra Sarani, 5B, 11C, 35, Sri Aurobinda Sarani and other places in Ward No. 009.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,77,918.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **01.09.2026 - 1 p.m. (for Sl. No. 1 to 8).** Tender will be opened on: **03.09.2026 - 1 p.m. (for Sl. No. 1 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **20.08.2026 - 6 p.m. (for Sl. No. 1 to 8).** The website : **https://etender.wb.nic.in. (for Sl. No. 1 to 8).**

The Executive Engineer (Civil)/BR.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. KMC/XIII/117/003/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of U/G Drainage System at different Bye Lanes of B.S.T. Main Road, Jyotish Roy Road, Roy Bahadur Road, T.C. Road, S. N. Roy Road, Canal Road, K.P. Lane etc. in Ward No. 117, BR-XIII.** Work Value: ₹ **2,89,904.20.** Earnest Value: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**

(2) NIT No. KMC/XIII/117/002/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of existing Manholes/SICP, Catchpits/Gully Pits etc. at different Bye lanes of B.S.T. Main Road, Canal Road, Jyotish Roy Road, Roy Bahadur Road, B.L. Saha Road, T.C. Road etc. in Ward No. 117, BR.-XIII.** Work Value: ₹ **2,93,287.84.** Earnest Value: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 Days.** Last date and time of submission of Bid: **09.09.2026 up to 11 a.m. (for Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **11.09.2026 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. KMC/IX/077/06/2026-2027 (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of IPS Passage at 26, 48, 24, 54 Dent Mission Road, 1/1, 3, Bengal Warsi Lane, 1/1, 3/1/H/2, Bhukailash Road etc. and its surrounding area in Ward No. 77.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,94,044.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 Days.**

(2) NIT No. KMC/IX/078/011/2026-2027
Name of the work: **Restoration of passage by cement concrete and IPS at 28, Ekbalpore Lane, 3, 9, Rajab Ali Lane, 36, Mominpore Road and etc., in Ward No. 078.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,82,811.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **180 Days.**

(3) NIT No. KMC/IX/078/020/2026-2027
Name of the work: **Repairing of potholes and ancillary work at different roads in Ward No. 78.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **5,00,00.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **160 Days.**

(4) NIT No. KMC/IX/074/015/2026-2027
Name of the work: **Maintenance of median strip along A.J.C Bose Road from D. L. Khan Road crossing upto the approach of Vidyasagar Setu for one year in Ward No. 74.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,75,639.61.** Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Period of Completion: **365 Days.**

(5) NIT No. KMC/IX/074/013/2026-2027
Name of the work: **Maintenance of toilets and allied works within Borough Office Premises at 11, Belvedere Road in Ward No. 74.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,89,103.09.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.** Last date and time of submission of Bid: **01.09.2026 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 5).** Tender will be opened on: **03.09.2026 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **21.08.2026 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 5).** The website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2) & https://etender.gov.nic.in (for Sl. No. 3 to 5) .**

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No. KMC/EE(C)/Br-XV/140/002/2026-2027/R (2nd Call)
Name of the work: **Removal of silt from Satghara Sewer Line (450 mm dia) from Sofi Kathgola to Boro Masjid and its surrounding area in Ward No. 140, BR-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,72,734.63.** Earnest Money: ₹ **5,500.00.** Period of Completion: **120 Days.** Last date and time of submission of Bid: **03.09.2026 - 11 a.m.** Date and time of opening of tender: **05.09.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.08.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. KMC/LTG/22/WD26/IV/ZII/26-27.
(2) NIT No. KMC/LTG/23/WD24/IV/ZII/26-27.
(3) NIT No. KMC/LTG/29/WD26/IV/ZII/26-27.
Published in this newspaper on **05.08.2026 (Key No. 306/26-27) of Electrical/Lighting Zone-II/Br-IV Department (for Sl. No. 1 to 3).** Last date & time of submission of bid (online) will be read as **10.09.2026 at 2 p.m.** instead of 18.08.2026 up to 2 p.m. The bid forms and other details are available on and from : **To be decided after approval website https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 3).**

NIT No. KMC/EE-PS/V/36/01/26-27 (1st Call). Published in this newspaer on **05.08.2026 (Key No. 306/26-27) of Parks & Squares Department.** Last date and time of submission of bid will be read as **29.08.2026 at 1 p.m.** instead of 17.08.2026 at 1 p.m. Bid opening date and time for technical proposals (online) will be read as **02.09.2026 at 2 p.m.** instead of 19.08.2026 at 2 p.m. Other terms and conditions remain unchanged.

371/26-27

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৫৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ৩ ভাদ্র, ১৪৩৩

অমর সৃষ্টি ঘনাদা

কলকাতার এক মেসে সাধারণ সেই পারিবারিক চিঠি পেয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। সারারাত জেগে বসে মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে লিখে ফেললেন দুটি গল্প। কিছু যাদের নেই,-যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের গল্প কি হতে পারে না? 'প্রবাসী'র ১৯২৪-এর মার্চ ও এপ্রিল মাসে দুটি গল্প প্রকাশিত হল। গল্প দুটি হল 'শুধু কেরাণী' ও 'গোপনচারিণী'। 'কল্লোলের'১৩৩১-এর বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'শুধু কেরাণী'গল্পের সপ্রশংস সমালোচনা প্রকাশিত হল। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পরে স্কটিশ চার্চ কলেজে কলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন,তবে কলেজে যাওয়ার বদলে প্রায়ই চলে যেতেন চিড়িয়াখানায়। ইচ্ছা হল কলার পরিবর্তে বিজ্ঞান পড়লে হয়,ছেড়ে দিলেন স্কটিশ চার্চ,ভর্তি হলেন সাউথ সুবার্বন কলেজের বিজ্ঞান শাখায়। সেই ছেলের কল্পনার দ্বার খুলে দিয়েছিল একটা জীর্ণ পোস্টকার্ড, তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র বাঙালির সেই হারিয়ে যাওয়া বিচ্ছুরিত প্রতিভার অন্যতম দৃষ্টান্ত, বাংলা সাহিত্যের অমর চরিত্র ঘনাদার স্রষ্টা। ডাক্তারি পড়বেন বলে ঢাকায় ফিরেও গিয়েছিলেন,ভর্তি হতে চেয়েছিলেন ঢাকা'র মেডিকেল স্কুলে । সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম থাকল অপেক্ষামানদের তালিকায়। অপেক্ষা না করে ভর্তি হলেন ঢাকার জগন্নাথ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে। সাহিত্য চর্চার উৎসাহ শামিত রেখে মন দিয়েছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায়। ঢাকা শহর প্রেমেন্দ্রের হৃদয় জিতলেও ১৯২৪সালে তিনি বারবার কলকাতায় এসেছেন সাহিত্য ও পত্রিকার টানে। কলকাতায় দীনেশরঞ্জন দাশ,কাজী নজরুল ইসলাম, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,ধীরাজ ভট্টাচার্য, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তরা সবাই শিল্পে সাহিত্যে পত্রিকার সাথে যুক্ত। সাহিত্য, শহর কলকাতা ছেড়ে আবার ঢাকায় ফিরলেন মন দিয়ে লেখাপড়া করলেন। কিন্তু বিপত্তি এল ছাত্রাবাসে। ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা উত্তোলন কালে প্রেমেন্দ্রকে ডাকা হলে সহায়তা করতে অস্বীকার করলেন। অক্সফোর্ড মিশন কতৃপক্ষের কাছে এই অপরাধ ক্ষমার নয় বিতাড়িত করা হল তাঁকে। ১৯২৫ সালটি অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের কলকাতায় ফিরে এলেন। বাল্যবন্ধুর প্রস্তাবে উনিশ টাকা বেতনে একটি স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের চাকরি নিলেন। সাহিত্যচর্চা-স্পন্দিত , উষ্ণ বন্ধুত্বময় পরিবেশের টানে ও নিজের সাহিত্য প্রতিভার অমোঘ দাবিতে কলকাতায় থেকেই গেলেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়,মুরলীধর বসু,কাজী নজরুল ইসলাম, সর্বোপরি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর সাহিত্যসঙ্গী। মাঝে কিছুদিন ঝাঝা শহর ও কাশীতে থেকেছেন। সেখানে সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ চমৎকার। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাটক,ও চলচ্চিত্রে আকর্ষণ ছিল। তিনি সহজেই ওই বন্ধু গোষ্ঠীতে মিশে গেলেন। কাশীতেই পরিচয় বাংলা ভাষা সাহিত্যের গবেষক দীনেশ চন্দ্র সেনের পুত্র বিনয় সেনের সঙ্গে। তবে কলকাতায় ফিরে সাহিত্য চর্চায় মগ্ন থাকলেন। সৃষ্টি করে গেলেন ঘনাদা। বাংলা সাহিত্য এমন সব অমর সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছে তাতে বাংলা সাহিত্য চিরন্তন হয়ে গিয়েছে। বাংলা সাহিত্যে বহু প্রতিভাবান কবি এবং সাহিত্যিকেরা জন্ম গ্রহণ করে বাংলা তথা বাঙালিদের সম্মান বৃদ্ধি করেছে।

ব্রিটিশ বিরোধী শক্তি

১৮৫৯ সালের এক অন্ধকারময় রাত। ভারতের রাজপুতানার প্রান্তে অবস্থিত ঝোপঝাড়ে ঘেরা ছোট্ট এক দুর্গ, যার চারপাশে ঘন জঙ্গল আর পাহাড়ের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা এক সাহসী যোদ্ধা, রামচন্দ্র পান্ডুরং ইয়েওয়ালকর। তিনি জানতেন, ব্রিটিশ সেনারা তাঁর পিছু নিয়েছে, কিন্তু তবুও অদম্য চিত্তে পরিকল্পনা করে চলেছিলেন এক নতুন আঘাতের। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অল্প কয়েকজন অনুগত যোদ্ধা। তাঁরা গোপন সঙ্কেত ও ছায়ার মতো চলাফেরা করতেন। দৃষ্টির আড়ালে থেকেও ব্রিটিশদের ঘুম হারাম করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এইবার খেলাটা ছিল অন্যরকম। ১৮৫৭ সালে যখন সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়, তখন রামচন্দ্র পান্ডুরং, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই, নানাসাহেব ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে একত্রিত হন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তিনি অসাধারণ গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে বহু যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। ঝাঁসির যুদ্ধে তিনি রানী লক্ষ্মীবাইয়ের পাশে থেকে ইংরেজ সেনাদের রীতিমতো নাকানিচোবানি খাইয়ে দেন। তাঁর কৌশল ছিল দ্রুত আক্রমণ করে স্থান পরিবর্তন, যাতে ব্রিটিশ বাহিনী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত। একবার তো তিনি ইংরেজদের সেনাঘাঁটিতে ভুয়া চিঠি পাঠিয়ে ভুল বার্তা ছড়িয়ে দেন, আর সেই ফাঁকে তিনি নিজে সৈন্য নিয়ে অন্য অঞ্চল দখল করে নেন। ব্রিটিশ বাহিনী এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তাকে দমন করতে ব্যর্থ হয়। বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা তাঁর ওপর পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু তিনি ছিলেন এক কৌশলী পালিয়ে বেড়ানোর মাস্টার। তিনি কখনও গোপনে বিদর্ভে, কখনও রাজপুতানায়, কখনও মধ্যপ্রদেশের গভীর অরণ্যে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যান। রাজা মনসিংহ, যার সঙ্গে রামচন্দ্র পান্ডুরং যুদ্ধের সময় জোট বেঁধেছিলেন। এক রাতে তাঁকে গোপনে আমন্ত্রণ জানান মনসিংহ। বলেছিলেন, আসুন, এখানে নিরাপদে থাকুন। ব্রিটিশরা এখানে ঘেঁষতেও পারবে না। আমার দুর্গ আপনার জন্য খোলা। রামচন্দ্র পান্ডুরং কিছুটা দ্বিধায় পড়লেও নিজের পুরনো সম্পর্কের খাতিরে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তাঁর সহযোদ্ধারা সন্দেহ করলেও, তিনি বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ পাননি। মনসিংহের প্রাসাদে ঢোকার পর রামচন্দ্র একটি ছোট্ট কক্ষে বিশ্রাম নিতে যান। বাইরে পাহারা বসানো হয়েছে, কথিত রক্ষীদল। কিন্তু সেই পাহারার আড়ালেই লুকিয়ে ছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা। রাত ঠিক তিনটা। হঠাৎই দরজায় প্রবল শব্দ। তিনি বুঝতে পারেন, তিনি ধরা পড়েছেন। ১৮৫৯ সালের ১৮ এপ্রিল তাঁর ফাঁসি হয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

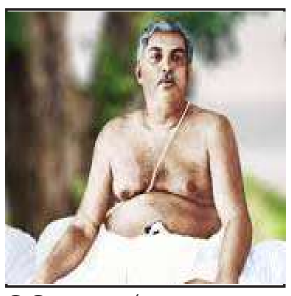

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন,মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। মা'ই তার উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলে জয় আসবে তার উপায় তিনি নির্দ্ধারণ করে দেন। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। অধর্মের পরা জয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হীবে। সারা জীবন লড়াই করতে হবে

বিপ্লবী অরবিন্দের সশস্ত্র সংগ্রাম

রবীন্দ্রকুমার শীল

(১৫ আগস্ট ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর তিনি বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষন দিয়েছিলেন পণ্ডিচেরি থেকে। তাঁর জন্মদিনের ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই আজকের এই প্রতিবেদন)

১৮৯৩ সালে অরবিন্দ বিলেত থেকে বরোদায় এসে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে গাইকোয়াডের এস্টেটে কাজ গ্রহণ করেন। তাঁর হাতে সেখানকার প্রশাসনিক দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল। তিনি সব কিছু দেখাশুনা করতেন এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে তা পালন করা হতো। তখন তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে বিশেষ চিন্তা ভাবনা না করে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করার দিকে বেশি করে মনোযোগ দিতে থাকেন। ১৮৯৯ সালে জাপানের শিল্পী ওকাকুরা এসেছিলেন ভারত সফরে। তিনি কলকাতায় এসে উপস্থিত হলে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং তেঘরিয়ার জমিদার শশীভূষণ রায়চৌধুরী এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। এই সভায় চিত্রশিল্পী ওকাকুরা বলেছিলেন, ভাবতের মহান ঐতিহ্য সত্ত্বেও আজও এদেশ কেন পরাধীন, আর সাহিত্যিকেরা কেন এই পরাধীন মোচনে নিশ্চিষ্ট। এই মৃদু ভর্ৎসনা সেই সময়ে প্রমথনাথের মনে আঘাত করেছিল। তারপরে দীর্ঘ আলোচনা পরই ১৯০২ সালের দোল পূর্ণিমার দিন 'অনুশীলন সমিতি' আত্মপ্রকাশ করলো। এই সংস্থার সভাপতি হলেন ব্যারিস্টার পি মিত্র। সহ সভাপতি হলেন চিত্তরঞ্জন দাস। তখনও তিনি দেশবন্ধু বলে পরিচিতি লাভ করেননি। কোষাধ্যক্ষ হলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সম্পাদক হলেন সতীশচন্দ্র দাস। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এই সমিতির সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তা কারণ এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভের কয়েক মাস পরে বিবেকানন্দ পরলোক গমন করেন। তবে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে এই সমিতির সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বাংলার বিপ্লবী

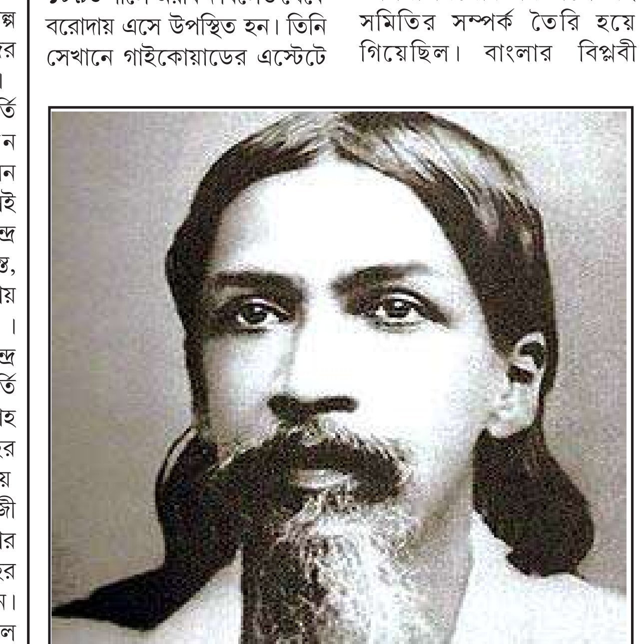

আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে ভগিনী নিবেদিতা বেলুড় মঠ ত্যাগ করেন। তাঁর স্বাধীন চিন্তাকে স্বার্থক করে তোলার জন্য তিনি বেলুড় মঠের সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বেলুড় মঠের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে তাঁর অন্য কাজগুলি একেবারে অসমাপ্ত থেকে যাবে। সেই কারণে তিনি বেলুড় মঠ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি বরোদায় গিয়ে উপস্থিত হলেন আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। সেখানে তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা দিয়ে যাঁরা নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অরবিন্দও ছিলেন। তিনি বরোদায় উপস্থিত হয়ে গাইকোয়াডের কাছে প্রস্তাব রাখলেন যে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। কিন্তু গাইকোয়াড পরিস্কার করে নিবেদিতাকে বলে দিয়েছিলেন যে তাঁর সমর্থন পেতে গেলে আগে অরবিন্দের সঙ্গে মতকে পেতে হবে। তিনি সম্মতি দিলে তবেই এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারেন। অরবিন্দের সঙ্গে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন নিবেদিতা। বাংলার বিপ্লবী সংগঠন গড়তে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিলেন অরবিন্দ। বিপ্লবী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে এবারে তিনি মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করলেন।

বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ঃ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শ্বেতাঙ্গদের বাংলা থেকে বিদায় দিতে হবে সেই মানসিকতা প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সর্বস্তরে বার্তা পৌঁছে গেল আর বিদেশি শাসন চাই না। এই শাসন দেশকে ভাগ করতে শেখায়। বাংলা ভাগ করে ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের মনে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে দিল। স্বদেশ চেতনা বৃদ্ধি পেল। সেই সময়ে দেশাত্মবোধের বীজ রোপন করেছিলেন অরবিন্দ। তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করলেন। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন এই সময়টা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত সময়। তারপরে বিপ্লবের উদ্যোগপর্ব শুরু হতে থাকে। বিপ্লবী সংগঠনকে মজবুত করতে এবারে ডাক পড়লো বারীন্দ্রকুমার ঘোষের। তিনি গুপ্ত সমিতি নির্মাণে করতে ইচ্ছুক তরুণদের সন্ধান করতে শুরু করে দিলেন। ভগিনী নিবেদিতা গুপ্তসমিতির তরুণ সদস্যদের ক্লাস নিতেন। সেখানে ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ব্যাখ্যাও তিনি করতেন।

১৮৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে 'বন্দে মাতরম' গানটি নিজ কণ্ঠে গেয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের নাম বিপ্লবীদের হত্যা তালিকা ছিল না। তখন বিপ্লবীদের হত্যা তালিকা নাম ছিল চার্লস টেগার্ট, লাট সাহেব ফুলার এবং চন্দননগরের মেয়র তার্দিভেলের নাম। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করতেই তাঁর নাম বিপ্লবীদের হত্যা তালিকার খাতায় এসে উপস্থিত হল। 'বন্দে মাতরম' পত্রিকা মামলা চলার সময়ে রাস্তায় প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। সেই জনসমাগমকে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। সেই সময়ে সুশীল সেন নামে একজন চোদ্দ বছরের বালক চড়াও হল একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশের ওপরে। তিনি সাহেব পুলিশের মুখে ঘুসি মেরে ছিলেন। সেই অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সুশীল সেনকে ১৫ বার বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দেন। পনেরো বার বেত্রাঘাত খাওয়া সময়ে সুশীল পনেরো বার 'বন্দে মাতরম' উচ্চারণ করেছিলেন। কিংসফোর্ড হত্যার পরিকল্পনা কালে সুশীল সেনের নাম উঠে এসেছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল মুজফফরপুরে গিয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে হবে। সুশীল এবং প্রফুল্ল চাকিও থাকবে। পরে সুশীলকে তালিকা থেকে দিয়ে দেওয়া হয় ক্ষুদিরামকে যুক্ত করা হয়েছিল।

লাটসাহেব ফুলার হত্যার পরিকল্পনা ঃ বাংলার পূর্বাঞ্চলের লাটসাহেব ছিলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার। তাঁর আদেশে পূর্ব বাংলার 'বন্দে মাতরম' স্লোগান নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এবারে ফুলারকে সরিয়ে দেওয়ার বৈঠক হল। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিক, অরবিন্দ এবং চারু রায়। বারীন ঘোষের হাতে দায়িত্ব দেওয়া হল। বারীন ঘোষ এবং মণী লাহিড়ী শিলংয়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। তাঁরা সেখানে গিয়ে জানতে পারলেন লাটসাহেব গোহাটি গিয়েছেন। তারপরে তাঁরা সংবাদ পেলেন লাট সাহেব রংপুরে দিকে গিয়েছেন। সঠিক কোথায় যাচ্ছেন সেই খবর বিপ্লবী পাচ্ছিল না। শেষে গোয়ালন্দের স্টেশনে লাট সাহেব আসার খবর পেয়ে সেখানে স্টেশনে বোমা বেঁধে রাখা হয়েছিল। লাটসাহেবের রেল গাড়ি এসেছিল। কিন্তু সেই দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে ফিরে চলে গিয়েছিল লাট সাহেব ফুলারের গড়ি। তার ফলে ফুলার হত্যা হল না। পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। ঠিক হল বিলাতে গিয়ে ফুলারকে হত্যা করা হবে।

লাট সাহেব স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার হত্যার পরিকল্পনা ঃ পশ্চিমবঙ্গের লাট সাহেব স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন অরবিন্দ। সেই হত্যার দায়িত্ব এসে পড়ে বারীন ঘোষের ওপরে। বারীন ঘোষ রেল লাইনে বোমার রাখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন নরেন গোঁসাইয়ের ওপরে। বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত এবং বিভূতি চন্দননগরে বেশ কয়েকদিন ছিলেন। মানকুণ্ডু লাইনের ওপরে বোমা রাখা হয়েছিল। সেটাও ফাটেনি। মেদিনীপুরের নারায়ণ গড়ে গিয়ে বিপ্লবীরা লাটকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। এবারে লাইনের নিচে ডিনামাইট পুঁতে রেখে এসেছিলেন বিভূতি। সেই ডিনামাইট ফাটলেও লাটের কোনও ক্ষতি হয়নি। পুলিশ নড়েচড়ে বসে এবং অপরাধীদের ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড হত্যার পরিকল্পনা ঃ বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত হল ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড হত্যার পরিকল্পনা। ফুলার হত্যার ব্যর্থতাকে ঢাকতে কিংসফোর্ড হত্যার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা হয়েছিল।

বোলপুর নামে পিছনে যে এক ইতিহাস আছে

দেবেন্দ্র নাথ সরকার

বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিধন্য নিদর্শনগুলো দেখা ছাড়াও আরো যেসব বিষয়গুলো আমার কাছে আকর্ষণীয়, তাহলো বোলপুরের আশেপাশে বিভিন্ন গ্রামের ভেতরে বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরম্পরার মূক সাক্ষী হয়ে আজও মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পুরনো টেরাকোটার মন্দিরগুলো। যেগুলো তৈরীর পেছনে রয়েছে এক একটা ইতিহাসের গল্প। রয়েছে অনেক স্মৃতি। রয়েছে স্থানীয় মানুষদের আবেগ আর ভালোবাসা। এছাড়াও রয়েছে বেশকিছু পুরনো ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থাপত্য। যার সামান্য কিছু নিদর্শন আজকের পোস্টে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া অনেক দিন ধরেই বীরভূমের কাছাকাছি সতীপীঠ গুলো দেখার খুব ইচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই আর হয়ে উঠছে না।একা একা ঘুরতে যাওয়া আমার পক্ষে নানা কারণে সম্ভব নয়। আবার প্যাকেজে গেলে পকেটে টান পড়ে। এই দুইয়ের টানাটানিতে আমি জেরবার।

যাইহোক ইচ্ছেটা আমার মনের মধ্যে ঘুমিয়েই ছিল। একটি দল বোলপুর যাচ্ছে, ওনাদের একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে, আমি ওনাদের দলে জুড়ে গেলাম। ওনারা শান্তিনিকেতন যাচ্ছেন, ফিরবেন ২৮ তারিখে। ২৭ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠান। আর ফেরার দিন ২৮ তারিখ, ওইদিন গাড়িভাড়া করে তিনটি সতী পীঠ দেখিয়ে বর্ধমান স্টেশন, তারপর সেখান থেকে লোকাল ট্রেন ধরে বাড়ি। যোগাযোগ হলো, আমাকে দলে নিতে তাদের আপত্তি নেই। আর খরচ যেমন হবে, তেমন ভাবেই মাথাপিছু ভাগ হবে। তবে কেউ যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু প্রোগ্রাম করেন, সে খরচ তার। খুব ভালো কথা।

আমি দেখলাম এই একটা সুযোগ। এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আমার কার্য উদ্ধার করতে হবে। আমার স্বপ্নটাকে খানিকটা হলেও পূরণ করতে হবে।

কিন্তু আমার প্ল্যানটা একটু অন্যরকম করে সাজিয়ে নিলাম। যে প্রথম দুদিন বা দেড় দিন যাই বলুন না কেন, আমি আমার মত ঘুরবো একা একা। ফেরার দিন সবাই মিলে একসাথে ফিরবো। আমি খোলা খুলি বললাম সেকথা। তাদের কোনো সমস্যা নেই। আমি আমার পরিকল্পনা মত, যেহেতু আমি প্রাচীন মন্দির, স্থাপত্য এবং বিশেষ করে টেরাকোটা অলংকৃত মন্দির দেখতে বেশি ভালোবাসি, তাই প্রথম দিন, ২৬ তারিখে বোলপুর পৌঁছে দুপুরের খাওয়া সেরে একটা নাগাদ আমরা হাওড়া থেকে সকাল ৮ ৫৫ এর কুলিক এক্সপ্রেস ধরে বোলপুরে পৌঁছে গিয়েছিলাম ১১ ৩৫ এ। তারপর হোটেলে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছিলাম। একাই একটা টোটো ভাড়া করে চলে গেলাম বোলপুর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে সুপুর গ্রামে।

এই সুপুর গ্রাম কিন্তু বর্তমান বোলপুর এর থেকেও প্রাচীন গ্রাম। এক সময় এই অঞ্চলটা রাঢ় অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থল ছিল। এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল, আশে পাশের গ্রামগুলো।

তখন অজয় নদ এই অঞ্চলের পাশ দিয়েই বয়ে যেত। নদীপথেই হতো সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য। এবং ব্রিটিশরাও এখানে নীলকুঠী স্থাপন করেছিল। এখানকার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা আকৃষ্ট করেছিল বর্গীর হানাদারদেরও। এই গ্রাম, এখানকার গ্রাম্যজীবন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বর্গী হানা, বর্গী হানার প্রতিরোধ ইত্যাদির পটভূমিকায় অমর কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা উপন্যাস আছে, নাম, রাধা। আর এসব তথ্য আমি পেয়েছিলাম আমার অত্যন্ত এক শ্রদ্ধেয় দাদা গবেষক ও লেখক কৌশিকদা, কৌশিক দত্তর কাছ থেকে।

এই সুপুর নিয়ে একটা কিংবদন্তি আছে। এই সুপুর নাকি সুরথ নামে এক রাজার রাজধানী ছিল এক সময়। তখন নাম ছিল স্বপুর। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য থেকে জানা যায় যে লক্ষ বলি দেওয়ার পর সুরথ রাজা দেবী চণ্ডীর কৃপা লাভ করেছিলেন। যেখানে বলিদান হয়েছিল সেই জায়গাটি বলিপুর নামে খ্যাত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে বলিপুরই বোলপুর নামে পরিচিত লাভ করে, এটাই জনশ্রুতি। এই রাজা সুরথের নামে একটি শিব মন্দির আছে সুরথেশ্বর শিব মন্দির যা বোলপুর থেকে সুপুর গ্রামে যাওয়ার পথে পড়ে। রাস্তার ধারে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে এই মন্দির। এখানে একটি দুর্গা মন্ডপও আছে। এইযে রাজা সুরথের কথা বললাম, ইনিই কিন্তু সারা বিশ্বে প্রথম মৃন্ময়ী দুর্গামূর্তির পুজো করেছিলেন এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে কাঁকসার গড়জঙ্গলে। তার একটা বিরাট ইতিহাস আছে। সেই নিয়ে আমার ভিডিও আছে আমার ফেসবুক পেজে ও ইউটিউব চ্যানেলে। বীরভূম থেকেও যাওয়া যায়, তবে খুব হেকটিক হয়ে যাবে ট্যুরটা। দুর্গাপুর স্টেশন থেকে যাওয়াই সুবিধাজনক।

খড়দহে গিরিবালার ঠাকুর বাড়ির ঐতিহ্য

অনিকেত নস্কর

গিরিবালা ঠাকুরবাড়ি। অনেকের মতন আমিও জানতাম রানি রাসমনির দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার ৫৬ বছর পর, তাঁর নাতবৌ গিরিবালা দাসী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে জানতে পারি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রানী রাসমণির বড় মেয়ে পদ্মরানীর নাতবৌ গিরিবালা দাসী। রানী রাসমণির নাতবৌ নন। গিরিবালা দাসী, ১৩১৮ সালের ১৮ই জ্যেষ্ঠ (১৯১১ সালের ১লা জুন) দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সামান্য দূরে আগড়পাড়ায় গঙ্গার পূর্বপাড়ে প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দির। তিনি তাঁর স্বামী গোপাল চন্দ্র দাস এবং তিন পুত্রের স্মৃতিতে এই মন্দিরটি তৈরি করেন। মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার গগন চন্দ্র বিশ্বাস এবং এস এম ঘোষ এন্ড কোম্পানি।

মন্দিরটি অনেকটা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের আদলে তৈরি। মন্দিরটির মাথায় রয়েছে পাঁচটি চূড়া। মাটি থেকে প্রায় সাত ফুট উঁচু ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির। মাটি থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। সিঁড়িটিও দেখবার মত। নীচের দিকটা দুপাশে ছড়ানো। সিঁড়ির দুপাশে নাতি উঁচু স্তম্ভের ওপর দুটি পাথরের নারী মূর্তি রয়েছে। তাদের পরণের পোশাক ও চুলের খোঁপা লক্ষণীয়। যা তখনকার সময়ের বিচারে যথেষ্ট আধুনিক ও ইউরোপিয়ান স্টাইলের। তাদের উঁচু করে ধরা হাতে রয়েছে রঙিন কাঁচের সুদৃশ্য বাতিদান। যাতে এক সময়ে গ্যাসের বাতি জ্বলতো। এখন জ্বলে বিদ্যুতের আলো।

সিঁড়ি দিয়ে তিন খিলান বিশিষ্ট দক্ষিণ মুখী মন্দিরে উঠলেই চোখে পড়বে গর্ভগৃহে স্থাপিত সিংহাসনে আসীন কষ্টি পাথরের তৈরি রাধা গোবিন্দ জিউর বিগ্রহ। এছাড়াও রয়েছে আরো নানান মূর্তি ও ছবি। সিংহাসনের ঠিক নীচের ধাপে উপবিষ্টা শাড়ি পরিহিতা এক সোনালী রঙের নারীমূর্তি চোখে পড়বে। তাঁর হাতে জপের থলি, তিনি জপে রত। এই মূর্তি গিরি বালা দেবীর। মন্দিরে আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন বিকেল। পড়ন্ত বিকেলের অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলোয় ধবধবে সাদা রঙের মন্দিরটা সোনালী রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। এ এক অপূর্ব দৃশ্য। মন্দিরের ওপর দিকটা চকচক করছে অস্তরাগের আলোয়।

মূল মন্দিরের ভিতের ওপর চারিদিকেই রয়েছে সাদা কালো চৌখুপি মার্বেল বসানো চাতাল। যাতে মন্দির প্রদক্ষিণ করা যায়। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। বাদবাকি তিনদিকের দেওয়ালে রয়েছে তিনটি নকল দরজা। আর দেওয়াল জুড়ে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর সব ফুলকারি নকশা। ছাদের বাঁকানো কার্নিশে এবং তার নীচে রয়েছে নানা অলংকরণ।

মন্দিরের চূড়াতে এবং গায়ে রয়েছে স্ট্যাকোর কাজ। যা সবারই নজর কাড়বে।

পুরো মন্দিরটি উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, অনেকটা জায়গা নিয়ে মন্দিরটি। প্রবেশ পথ একটিই মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ পথে রয়েছে সুদৃশ্য উঁচু তোরণদ্বার। মাথার পেডিমেন্টটি দেখবার মতন। প্রবেশ পথে তোরণ দ্বারের দুপাশে দুটো ছোট ও চৌকোনা মার্বেলের ফলক লাগানো আছে। ডানদিকের ফলকে লেখা গিরিবালা দাসীর শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ কুঞ্জ, ১৩১৮ আর বাঁদিকের ফলকে লেখা ভোলাগিরি স্নেহনীড় (গিরিবালা ঠাকুরবাড়ি, আগড়পাড়া) মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দগিরি মহারাজ প্রতিষ্ঠিত।

প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করার পরেই দেউড়ির দুদিকের দেওয়ালে দুটো তেলরঙে আঁকা ছবি। ডানদিকে রামকৃষ্ণের ও বাঁদিকে বোধহয় শিবানন্দগিরি মহারাজের প্রতিকৃতি।

দেউড়ি পেরোলেই সদ্য হলুদ আর খয়েরি রঙ করা বিরাট নাটমন্দির। তবে শুধু সামনের দিকটাই রঙ করা হয়েছে। বাকি তিনদিক রঙ করা এখনো বাকি রয়ে গেছে। অবশ্য রঙ করা নাহলেও যা আছে তা দেখলেই মনে সম্ভ্রম জাগবে। নাট মন্দিরের মেঝেতে ধূসর ও কালো রঙের মার্বেল বসানো হয়েছে। একদম ঝকঝকে মার্বেল। নাটমন্দিরের চারিদিকে চওড়া বাঁধানো চাতাল। নাটমন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো স্তম্ভের ওপরে। প্রতিটি স্তম্ভের মাথায় রয়েছে সুন্দর কারুকাজ। এছাড়া নাটমন্দিরের শীর্ষে ও চারপাশ অত্যন্ত সুদৃশ্য স্ট্যাকো অলংকরণে অলংকৃত। যা গিরিবালাদেবীর ও নির্মানকারীর উন্নত সৌন্দর্যবোধ ও রুচিবোধের পরিচয় বহন করে চলেছে। নাটমন্দিরের বাঁহাতে রয়েছে দ্বিতল নহবতখানা। যাতে গোলাপি রঙের প্রলেপ পড়েছে।

মন্দিরের ডানদিকে গঙ্গার দিকে রয়েছে পরপর তিনটি করে মোট ছয়টি পুবমুখী শিব মন্দির। যা উঁচু ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি শিব মন্দিরেরই একটি করে নাম রয়েছে। যথা, কামেশ্বর, রামেশ্বর, গোপেশ্বর, তারকেশ্বর, ভুবনেশ্বর এবং গিরিশ্বর। প্রতিটি শিব মন্দিরের খিলানের ওপরে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার স্ট্যাকো মূর্তি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কামেশ্বর মন্দিরে যুগল মিলন, রামেশ্বর মন্দিরে মথুরানাথ, গোপেশ্বর মন্দিরে গোষ্ঠলীলা, তারকেশ্বর মন্দিরে বিষ্ণুর অনন্ত শয়ান, ভুবনেশ্বর মন্দিরে রাইমিলন এবং গিরিশ্বর মন্দিরে কালীয়দমনের স্ট্যাকোর কাজ। সবকটা কাজ আর অক্ষত নেই। যেগুলো রয়েছে সে গুলোকেই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং রঙ করার কাজ চলছে। দুধারে তিনটি তিনটি করে শিবমন্দিরের মাঝে রয়েছে বড়সড় চাঁদনি। যার চূড়াতেও রয়েছে সুদৃশ্য অলংকরণ। যাতে পাশ্চাত্যের ছোঁয়া স্পষ্ট। চাঁদনিরও এখন জীর্ণ অবস্থা। চাঁদনির সংস্কারের কাজ এখনো শুরু হয়নি। পাশেই স্তূপাকৃতি নির্মাণ সামগ্রী রাখা হয়েছে। মন্দিরের পিছন দিকটাও বেশ প্রশস্ত। কিছু গাছপালাও রয়েছে। একসময় হয়ত এখানে ফুলের বাগান ছিল। অন্তত আমার দেখে তাই মনে হল।

এই ঠাকুরবাড়ির মন্দিরের দিক ছাড়া তিনদিকেই রয়েছে বেশ কয়েকখানি ঘর। যেগুলোর কিছু হয়ত ব্যবহার করা হয়, মানে সেগুলো ব্যবহাব . যোগ্য। মন্দিরের বাঁদিকের একটা ঘরের বারান্দায় লোহার জালির গায়ের একটা ব্যানার ঝোলানো রয়েছে দেখতে পেলাম। মন্দিরে ভোগের ব্যবস্থা আছে।

রাজ্য সরকারের 'সবুজ স্বাধীনতা' অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

নবেন্দু সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে 'একটি গাছ একটি মায়ের নামে' পরিবেশ বাঁচাতে হলে বৃক্ষরোপণ শুরু হল। কলকাতা মোহরকুঞ্জে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

বৃক্ষ রোপন করে 'সবুজ স্বাধীনতা' এই উদ্যোগের সফল কামনা করলেন। গাছের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মায়ের নাম, তা হলে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পরিবেশ রক্ষা দু'টিই বজায় থাকলো। এই উদ্দেশ্যেই 'একটি গাছ মায়ের নামে' প্রকল্পের উদ্বোধন কবে. ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ বারে রাজ্যে সেই প্রকল্প শুরু হল। স্কুল শিক্ষা এবং বন দফতরের উদ্যোগে আগামী এক বছর গোটা রাজ্যে এই প্রকল্প চলবে।

সম্প্রতি স্কুল শিক্ষা ও বন দফতর থেকে সব জেলাশাসক, নোডাল বিভাগীয় বন আধিকারিক এবং জেলা স্কুল পরিদর্শকদের একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে ২০২৭ সালের মার্চ পর্যন্ত গোটা রাজ্যে এক কোটি বৃক্ষরোপণ করা হবে বলে জানা গেছে। ফলে সারা বছর ধরেই এই কাজ চলবে। জেলা স্কুল পরিদর্শক এবং নোডাল বিভাগীয় বন আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে যেন এই কাজ করা হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে জেলা শাসকদের।

এক জেলা স্কুল পরিদর্শক জানান, বিভিন্ন ব্লক থেকে স্কুলগুলিকে গাছের চারা দেওয়া হচ্ছে। গোটা প্রক্রিয়াটিকে সফল করার জন্য প্রথমে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে স্কুল চত্বরে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সূত্রপাত করতে হয়। তার পরে গোটা বছর ধরে স্কুল পড়ুয়ারা নিজেদের এলাকাতেও গাছ বসাতে শুরু করেছে। স্কুলও নিজেদের মতো করে গাছ সংগ্রহ করছে বলে জানান তিনি। এই প্রকল্প সীমাবদ্ধ না থেকে গোটা বছর ধরে পরিবেশ বাঁচাতে এবং মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই এই উদ্যোগ বলে জানান এক কর্তা। সারা বছর ধরে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি নানা প্রতিযোগিতা এবং নানা কাজের মাধ্যমেও পরিবেশ সচেতনতাকে পড়ুয়াদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছে সরকার। এ বারে সরকার একটু অন্য ভাবে পরিবেশ সচতেনতা বৃদ্ধি করতে চাইছে। এ ছাড়াও ওই দিন তাঁরা স্কুলেই নাটকের মাধ্যমে পড়ুয়াদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে চাইছেন। পরিবেশ সংক্রান্ত মডেল তৈরি এবং বৃক্ষরোপণ; সবটাই থাকছে তাঁদের কর্মসূচিতে। পরিবেশ রক্ষা করতে এই কর্মসূচি।

(ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র)

স্বাধীন ভারতে এই সাফল্য মুর্শিদাবাদে বিজেপি আগে পায়নি , কী সেই সাফল্য?

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৯ আগস্ট ঃ মাত্র চারদিন আগে পালিত হয়েছে দেশের ৮০- তম স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় এই প্রথমবার কোনও পঞ্চায়েত সমিতির দখল পেল বিজেপি। বুধবার মুর্শিদাবাদের সুতি-১ পঞ্চায়েত সমিতিতে অনাস্থা ভোটাভুটিতে নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন বিজেপির বুল্টি ঘোষ। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৮ আসন বিশিষ্ট সুতি-১ পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূল দখল করেছিল এবং সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন হাজেরা সুলতানা। বুধবার পঞ্চায়েত সমিতিতে নতুন সভাপতি নির্বাচনের ভোটাভুটিতে ১৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৭ জন নির্দল এবং ৩ জন বিজেপির সদস্যের সমর্থন পেয়ে বুল্টি ঘোষ নতুন সভাপতি হিসেবে

নির্বাচিত হন। ভোটাভুটি প্রক্রিয়ায় ৩ জন তৃণমূল সদস্য উপস্থিত থাকলেও তাঁরা 'নিষ্ক্রিয়' ছিলেন বলে জানা গেছে। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে ২২ আসন বিশিষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলায় এবার ৮ টি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি প্রার্থীরা। কিন্তু এতদিন মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপির দখলে ছিল না। প্রথমবারের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলায় কোনও পঞ্চায়েত সমিতি দখল করার পর দৃশ্যতই উচ্ছসিত বিজেপির নেতা থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী - সমর্থকরা। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৮ আসন বিশিষ্ট সুতি-১ পঞ্চায়েত সমিতিতে ১২ টি আসনে জয়লাভ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস, তিনটি আসনে বিজেপি এবং তিনটি আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরা জয় লাভ করেন। তবে ওই পঞ্চায়েত সমিতিতে এক সদস্যের বর্তমানে মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সুতি-১ পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের একাধিক সদস্য নিজেদের দল থেকে পদত্যাগ করে নির্দল সদস্য হিসেবে সেখানে রয়ে যান। পঞ্চায়েত সমিতির ৭ জন নির্দল সদস্য সহ বিজেপির তিন সদস্যের সহযোগিতা নিয়ে আজ সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন বিজেপির বুল্টি ঘোষ। পঞ্চায়েত সমিতিতে আজ ভোটাভুটির চলার সময় তৃণমূলের তিন সদস্য উপস্থিত থাকলেও সূত্রের খবর তাঁরা 'নিষ্ক্রিয়' থেকে বিজেপির জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি ধনঞ্জয় ঘোষের স্ত্রী বুল্টি ঘোষকেই সমর্থন দিয়েছেন। সুতি-১ পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি সদস্য নারায়ণ চন্দ্র দাস বলেন, রাজ্যে তৃণমূলের জামানায় সুতি-১ পঞ্চায়েত সমিতিতে একাধিক দুর্নীতি হয়েছে। আমরা তিনজন বিজেপি সদস্য উন্নয়ন না হওয়ার জন্য তীব্র প্রতিবাদ করতাম কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। এই এলাকায় আবাস যোজনা নিয়ে অনেক দুর্নীতি হয়েছে। আমাদের প্রথম কাজ হবে এলাকায় যারা মাটির বাড়ি বা ঝুপড়িতে থাকেন অথচ আবাস যোজনায় ঘর পাননি তাঁদের জন্য ঘরের ব্যবস্থা করা। বিজেপির ওই সদস্য জানান, আজকের ভোটাভুটিতে বিজেপির ৩ জন এবং নির্দলের ৭ জন সদস্য বুল্টি ঘোষকে সভাপতি পদে সমর্থন করেছেন। তৃণমূলের ৩ জন সদস্য আজকের সভায় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাঁরা বিরোধিতা করেননি। অন্যদিকে সুতি-১ পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির নবনির্বাচিত সভাপতি বুল্টি ঘোষ বলেন, তৃণমূলের জামানায় এই পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে আমরা সেগুলো শেষ করে এলাকার উন্নয়নের। করবো এবং সাধারণ মানুষের পাশে থাকবো। বিজেপির জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুবলচন্দ্র ঘোষ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে পঞ্চায়েত সমিতিতে অচলাবস্থা চলছিল। সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কাজও ব্যাহত হচ্ছিল। দুর্নীতির কারণে তৃণমূল- কংগ্রেসের সদস্যরা নিজেদের দল থেকে পদত্যাগ করে নির্দল সদস্য হয়ে গিয়েছিলেন। তারা কাউকে সভাপতি করার জন্য তাঁরা আমাদের কাছে আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে এবং আমাদের দলের সদস্যদের সহযোগিতায় আজ নতুন বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ১৯ আগস্ট ঃ জায়গা-জমি নিয়ে প্রতিবেশীর সাথে বিবাদকে কেন্দ্র করে বচসা, গণ্ডগোল ও মারপিটের ঘটনায় জয়নগরে গ্রেফতার হল এক যুবক। মঙ্গলবার রাতে জয়নগর থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে সাবির হোসেন মন্ডলকে গ্রেফতার করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জয়নগর থানার ঢোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপি এলাকায় জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর সাথে বচসা শুরু হয়। তারপর মারপিটের আকার নেয় বলে অভিযোগ। ধৃতকে বুধবার আদালতে পেশ করা হয়।

আমি, জয়তি সর্দার (পিতা ঃ শ্রী বাপি সর্দার), ৪ নং বাসন্তী কলোনি, উল্টোডাঙ্গা মেইন রোড, কলকাতা - ৭০০০৬৭ (পশ্চিমবঙ্গ)-এর বাসিন্দা, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)-র ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ১৭.০৮.২০২৬ তারিখের ২৮৯৯১ নং হলফনামা অনুযায়ী এখন থেকে আমি 'জ্যোতি সর্দার' (JYOTI SARDAR) নামে পরিচিত হব। জয়তি সর্দার এবং জ্যোতি সর্দার-উভয় নামেই আমি একই ব্যক্তি।

P.W.D. (GOVT. OF W.B.)
Short Notice is invited vide **NIQ No.: 03/Q/JED of 2026-27, Name of Work: -** Temporary EI Work incl. Power backup arrangement for accommodation of CAPF at **KARMA TIRTHA, DEWANGANJ BAZAAR, HALDIBARI, COOCHBEHAR** for Post- poll Election duty of WBAE-2026.
Sd/- K. DEB
EE/JED/JALPAIGURI

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE
EE,PWD, Hooghly Construction Division invites offline Tender for the work of :Emergent temporary barricading work from Pallyshree more to Ramkrishna Setu approach link road including cleaning, painting etc. of Arambagh Pallyshree Helipad Ground and other allied works in connection with proposed VVIP visit at Arambagh on 20.08.2026 under Hooghly Construction Sub-Division-I, PWD under Hooghly Construction division, PWD during the year 2026-2027.**Offline NIT No. : WBPWD/EE/HCD/SHORT OFFLINE NIT 12/2026-27 (i) Last date for issue of Bid papers is on 19.08.2026.(ii) Last date for receiving Tender papers in sealed cover is on 19.08.2026. (iii) Date of Opening of Tender: 19.08.2026.Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: https:// wbpwd.gov.in**
Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

Abridge Notice for e-Tender (2026_WB_5761)
An e-Auction for sale of 683877 cft. of unclaimed sized sand at Dalurbandh Mouza (JL No. 4) and Ramnagar Mouza (J.L No. 3) under Pandabeswar Block is available in e-Auction website.
Interested qualified eligible individuals/agencies may place auction for the same through e-Auction website
Details of the Auction is available in the e-Auction website and at notice board of the Office of the District Magistrate, Paschim Bardhaman.
Sd/-
For District Magistrate
Paschim Bardhaman

Abridge Notice for e-Tender (2026_WB_5760)
An e-Auction for sale of 400000 cft. of unclaimed sized sand at Darbardanga Mouza (JL No. 44), under Jamuria Block is available in e-Auction website.
Interested qualified eligible individuals/agencies may place auction for the same through e-Auction website.
Details of the Auction is available in the e-Auction website and at notice board of the Office of the District Magistrate, Paschim Bardhaman.
Sd/-
For District Magistrate
Paschim Bardhaman

My Client Mrs.Tumpa Gupta, Wife of Sri Pappu Gupta, residing at:- Kona Purba Para, P.S.-Liluah, Dist.-Howrah- 711114. Purchased from Mr. Chanchala Gayen, Wife of Kanailal Gayen at Kona, P.O.-Kona, P.S.-Liluah, Dist.-Howrah-711114, represented constituted attorney of (i) Madhusudan Mondal, son of Balai Chandra Mondal (ii) Samir Polle, son of Lt Gopal Chandra Polle, both are residing at Kona, P.O.-Kona, P.S.-Liluah, Dist.- Howrah- 711114, vide Power of Attorney No. 165 dt. 11/03/2004 registered at A.D.S.R Howrah, the property situated at Mouza-Kona, J.L No.-107, P.S.-Liluah, Dist.- Howrah, R.S. Dag No. 609, L.R. Dag No. 635, under L.R. Khatian No.424, Measuring 01 katha 04 chatak, by a Deed of Sale, dated 26/10/2010, recorded in Book No.-I, Being No.- 5640 for the year 2010 registered at A.D.S.R.- Howrsh, My Client has applied for mutation of the said land vide mutation, if anybody has objection he may contact Bally BL& L.R.O. within 15 day's otherwise the case will be hand expert.
Tulika Nayak
Advocate
F-1844/1638/2019

Abridge Notice for e-Tender (2026_WB_5759)
An e-Auction for sale of 962354 cft. of unclaimed sized sand at Banagram Mouza (JL No. 201), under Faridpur-Durgapur Block is available in e-Auction website.
Interested qualified eligible individuals/agencies may place auction for the same through e-Auction website.
Details of the Auction is available in the e-Auction website and at notice board of the Office of the District Magistrate, Paschim Bardhaman.
Sd/-
For District Magistrate
Paschim Bardhaman

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
EOI No. : 1/EE/MDD-I/2026-27 under MDD-I is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafied contractors for 1 (One) No. work related to the Emergent erection of Security Screen in the form of Vertical Garden at Irrigation Bungalow at Salt Lake.
Details of EOI and documents may be downloaded from **https://iwd.wb.gov.in** on and from **20.08.2026** at **10:00 Hrs.** and last date and time of application of EOI **01.09.2026** up to **15:00 Hrs.**
Sd/-
Executive Engineer
Metropolitan Drainage Division No. - I
Jalasampad Bhavan, 4th Floor, Kol. - 91

শিলাবতীর জল বাড়তেই ডুবে গেল ঘোষকিরার বাঁশের সাঁকো

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দ্রকোণা, ১৯ আগস্ট ঃ নিম্নচাপের জেরে ভারী বৃষ্টির পর এ বার শিলাবতী নদীর জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে চন্দ্রকোণায়। মঙ্গলবার সকাল থেকে ঘোষকিরা এলাকায় নদীর উপর থাকা বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে জল বইতে শুরু করে। বুধবার জল আরও বাড়ায় সমস্যা তৈরি হয়। এর ফলে যাতায়াতের সমস্যায় পড়ার আশঙ্কায় ঘোষকিরা - সহ আশপাশের ৮-১০ গ্রামের বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই নদীর জল বাড়ায় ডুবে গিয়েছিল সাঁকোটি। ঝুঁকি নিয়ে তার উপর দিয়েই চলাচল করছিলেন স্থানীয়েরা। যদিও এবার ফের জল বাড়ায় একই রকমের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হয়েছে। নদীর জল আরও বাড়লে সাঁকোটি অক্ষত থাকবে কি না, তা নিয়ে এই মুহূর্তে উদ্বেগ রয়েছে স্থানীয়দের। এই সাঁকোর উপর দিয়েই ভগবন্তপুর হয়ে চন্দ্রকোণা শহরে যাতায়াত করেন ঘোষকিরা, কোল্লা, খু।শি, শীর্ষা, ধর্মাপোতা, বারাসাত-সহ একাধিক গ্রামের মানুষ। প্রসঙ্গতঃ স্থানীয় বাসিন্দারা চাঁদা তুলে সাঁকোটি তৈরি করেছিলেন। বর্ষায় নদী পারাপারের সময় অন্যতম ভরসা সেটিই। স্থানীয়দের বক্তব্য, মুকুটমণিপুর জলাধার থেকে জল ছাড়া হয়েছে। কংসাবতীর সেই জল গড়বেতা হয়ে শিলাবতীতে মিশে ঘাটালের দিকে যায়। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় ভারী বৃষ্টি হলেও তার চাপ পড়ে শিলাবতীতে। ফলে নতুন করে নদীর জল আরও বাড়ার আশঙ্কায় উদ্বেগে বাসিন্দারা।

পানিট্যাঙ্কি জমি কেলেঙ্কারির অভিযোগে তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়িবাড়ি, ১৯ আগস্ট ঃ সরকার পালাবদলের পর পানিট্যাঙ্কির বিতর্কিত জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে বড়সড় পদক্ষেপ করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হান্দু ওঁরাওকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। অভিযোগ, ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি এলাকায় সরকারি লিজভুক্ত জমি জবরদখল করে বেআইনিভাবে মেচি মার্কেট গড়ে তোলা হয়েছে। বিধায়কের অভিযোগ অনুযায়ী, গণ্ডগোল মৌজা ও উত্তর রামধন মৌজায় মোট ৭.৯২ একর সরকারি লিজভুক্ত জমি বেআইনিভাবে দখল করে শতাধিক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়েছে। পাশাপাশি, লিজের আওতাভুক্ত নয় এমন আরও ৩.৬১ একর সরকারি জমি দখল করে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করার অভিযোগও উঠেছে। অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে, এই জমি লেনদেনের মাধ্যমে প্রায় ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন হয়েছে। ভুয়ো এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগও রয়েছে। গত ৮ আগস্ট ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু খড়িবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের সঙ্গে খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ৪ আগস্টের একটি সার্ভে রিপোর্টও জমা দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার হান্দু ওঁরাওকে থানায় ডেকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর রাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনার সঙ্গে হান্দু ওঁরাও ছাড়াও আরও কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও ব্যক্তির যোগসূত্র রয়েছে বলে তদন্তে উঠে এসেছে। তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বাকি অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। তবে জমি দখল, বিক্রি ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সমস্ত অভিযোগের সত্যতা তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ার পরই স্পষ্ট হবে।

জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এবং প্রধান সড়কগুলিতে টোটো বা ই-রিকশা চলাচল নিষিদ্ধ বাঁকুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৯ আগস্ট ঃ বাঁকুড়া জেলা পুলিশ জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এবং প্রধান সড়কগুলিতে টোটো বা ই-রিকশা চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। দুর্ঘটনা কমানো এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। টোটো চালকদের শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অনুমোদিত রুট ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশের নতুন নির্দেশিকা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এবং প্রধান সড়কগুলিতে টোটো চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। টোটো চালকদের কেবল নির্ধারিত অনুমোদিত রাস্তা ব্যবহার করতে হবে। এই নির্দেশিকার মূল উদ্দেশ্য হলো সড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা। চালক ও যাত্রীদের জন্য নির্দেশ পুলিশের তরফে প্রকাশিত নির্দেশিকায় টোটো চালকদের বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলার আবেদন জানানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নির্ধারিত অনুমোদিত রাস্তা ব্যবহার করা, যাত্রীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া, গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, চালক ও যাত্রীদের হেলমেট ব্যবহারের বিষয়ে সচেতন হওয়া এবং বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র সঙ্গে রাখা। **নিরাপত্তার কারণে এমন সিদ্ধান্ত-** বাঁকুড়ার মতো জেলায় টোটো শহর ও গ্রামীণ এলাকায় যাতায়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তবে ব্যস্ত সড়কে ধীরগতির এই যান চলাচলের কারণে প্রায়শই যানজট এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। বিশেষ করে জাতীয় ও রাজ্য সড়কে দ্রুতগতির যানবাহনের সঙ্গে টোটোর সংঘর্ষের সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই কারণেই নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। **পুলিশের বার্তা-** বাঁকুড়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষ ও টোটো চালকদের উদ্দেশ্যে ট্রাফিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আপনার একটু অসতর্কতা কারও জীবনে অন্ধকার আনতে পারে। তাই নিরাপদ রাস্তা গড়তে এবং নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করতে সকলকে ট্রাফিক নিয়ম পালন করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ধস নেমে সাময়িক বন্ধ ডুয়ার্সগামী ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ আগস্ট ঃ পাহাড় ও সমতলের সংযোগকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুট, ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে হঠাৎই ধস নামায় স্তব্ধ হয়ে পড়ল

শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সের যোগাযোগ ব্যবস্থা। বুধবার সকালে মংপং হয়ে ডুয়ার্সগামী ওই রাস্তায় সেবক করোনেশন সেতুর ঠিক পরেই হাওয়াঘর এলাকায় এই বিপত্তি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে ধস নামে জাতীয় সড়কের ওপর। একাধিক পণ্যবাহী গাড়ি ও পর্যটকদের গাড়ি আটকে পড়ে। যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে পর্যটকরা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা। দ্রুত গতিতে ধস সরানোর কাজ শুরু করা হয়। রাস্তা থেকে পাথর ও মাটি সরানোর পর, প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং যান চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক হয়।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং. এমসি-ইএনএইচএম-এইচডব্লুএইচ-ওল্ডকম্প-২৬, তারিখঃ ১৩.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিএমই/ইএনএইচএম অ্যান্ড এফআরটি/ হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য **টেন্ডার নং. এমসি-ইএনএইচএম-এইচডব্লুএইচ-ওল্ডকম্প-২৬**-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিডদাতারা কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/ সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** ৬৫০ দিন সময়সীমার জন্য ফলাফল ভিত্তিতে ব্যাগ পিকিং এবং নির্দিষ্ট ভ্যাটে জঞ্জাল ফেলা সহ হাওড়া স্টেশন (ওল্ড কমপ্লেক্স)-প্ল্যাটফর্ম (১-১৫) এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার যান্ত্রিক পরিস্কারকরণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৬,৫২,১৭,৭৮৯.৫৭ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪,৭৬,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ১০,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ৬৫০ দিন। **বিডিং সিস্টেমঃ** ট্যু প্যাকেট সিস্টেম। **টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ এবং সময়ঃ** ১২.০৮.২০২৬ তারিখ রাত্রি ৮.০২ মিনিটে। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৯০ দিন। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ২০.০৮.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৩.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
HWH-284/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং . ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৭এ-২৬, তারিখঃ ১৪.০৮.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৭এ-২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **স্থান সহ কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে আইসোলেটর এবং ড্রপ জাম্পারের জন্য জাম্পার প্রতিস্থাপন। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৩,৯৭,৬৭,৩২৯.৯৫ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ৭,৯৫,৪০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২(বারো) মাস। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ৬০ দিন। **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ২৭.০৮.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১০.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। **টেন্ডার খোলাঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।
HWH-278/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ডিসিই-কন-II কেজিপি-১২-২০২৬, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন-II), খড়গপুর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত টেন্ডারটি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। টেন্ডারটি খোলার তারিখে দুপুর ১২টায় বন্ধ করা হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ডেপুটি সিই/কন-II/কেজিপি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুরের অধীনে বারিপদা, চাকুলিয়া, বাংরিপোষি ক্যাম্প অফিস, এএক্সইএন/সি/ বিপিও-র কার্যালয় এবং ডেপুটি সিই/কন-II/ কেজিপির কার্যালয়ে 'আতিথেয়তা ও তত্ত্বাবধান পরিষেবার' টেন্ডার কর্মসূচি। **মূল্য ঃ** ১,১০,৫৪,৪৪২.৮০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০৫,৩০০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২১.০৯.২০২৬। **সম্পূর্ণ হওয়ার মেয়াদ ঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-636)

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে
বৈদ্যুতিক লোকো শেড, গোরক্ষপুর
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তাঁর হয়ে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (TRS/ ইলেকট্রিক লোকো শেড / গোরক্ষপুর) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ও বিবরণঃ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ELS-GKP-CAMC (এয়ার কম্প্রেসার এবং হিটলেস এয়ার ড্রায়ারের জন্য ২ বছরের CAMC)। আনুমানিক মূল্য (টাকায়)ঃ ₹১৫,০৫,৬৮০.০০ অগ্রিম অর্থ / আমানত (টাকায়)ঃ ₹৩০,১১৪.০০ টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ ₹০.০০ চুক্তির মেয়াদঃ ২৪ মাস।
● দরদাতারা ১৫.০৯.২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত তাদের প্রস্তাব আপলোড করতে পারবেন এবং প্রস্তাবগুলি ১৫.০৯.২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘটিকার পরে খোলা হবে। ● এই ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ন্যূনতম যোগ্যতার মানদণ্ড এবং শর্তাবলি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। ● দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাদের প্রস্তাব আপলোড করার আগে এই ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত কোনো সংশোধনী বা শুদ্ধিপত্র আছে কি না, তা ওয়েবসাইটে দেখে নেওয়ার জন্য।
ডিইই/ টিআরএস
ইলেকট্রিক লোকো শেড/ গোরক্ষপুর
CPRO/Elect-152
ট্রেনে বিড়ি বা সিগারেট খাবেন না।

In The Court Of District Judge,
Vijay Chandra District Court, Datia
Presiding Officer : विजय चंद्र
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(MJC/0000072/2026)
P.N. 1122
07.08.2026
श्री हेमलता सिंह. **... वादी**
Vs
राजेन्द्र सिंह जूदेव. **... प्रतिवादी**
Process Id-/2026
प्रेपिती- पेशी दिनांक : 11/09/2026
(1) अदिति कुमारी पुत्री राजेन्द्र सिंह पता - 9बी लार्ड सिंह रोड कोलकत्ता पश्चिम बंगाल
यह कि प्रार्थी श्री हेमलता सिंह आयु करीब 52 वर्ष पत्नि स्व श्री केशव सिंह जूदेव ने आपके विरूद्ध आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 24 सीपीसी सहपठित धारा 151 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात / हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें ||
यह आज तारीख 06 August 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।
न्यायालय की मुद्रा,
टिप्पणी
कृपया ध्यान दें:-
1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।
मुद्रा
न्यायाधीश
(विजय चन्द्र)
प्रधान जिला न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply)/IGWTP, KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):
(1) NIeT No. : KMC/IGWTP/046/26-27 Dated - 14/8/26
Name of the work: **Maintenance of the hygienic ambience within common areas and the surrounding drainage areas of the A-type Quarters under IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): ₹ **2,95,117.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Time of completion: **180 days.**
(2) NIeT No. : KMC/IGWTP/047/26-27 Dated - 14/8/26
Name of the work: **Maintenance of the hygienic ambience within the peripheral premises of the security isolation centre, ground and security guard room at Gate No.-4 under IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): ₹ **4,95,759.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Time of completion: **240 days.**
(3) NIeT No. : KMC/IGWTP/048/26-27 Dated - 14/8/26
Name of the work: **Maintenance of the hygienic ambience within the air vent surrounding areas of the gravity feed potable water flow path in between Jetty No.-1 and Pressure Station No.-3 under IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): ₹ **2,97,156.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Time of completion: **180 days.**
(4) NIeT No. : KMC/IGWTP/049/26-27 Dated - 14/8/26
Name of the work: **Maintenance of the Children Park Premises at IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): ₹ **2,95,111.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Time of completion: **150 days.**
(5) NIeT No. : KMC/IGWTP/050/26-27 Dated - 14/8/26
Name of the work: **Maintenance of the hygienic ambience within the Barrack-5 Premises and the surrounding drainage and common utilities areas under IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): ₹ **2,98,138.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Time of completion: **180 days.**
(6) NIeT No. : KMC/IGWTP/051/26-27 Dated - 14/8/26
Name of the work: **Repairing of the bathroom, bedroom, kitchen with damped wall/ceiling and damaged parts of wooden doors/windows of the Quarter No.-B/16 at IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): ₹ **2,39,195.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Time of completion: **45 days.**
(7) NIeT No. : KMC/IGWTP/037/26-27 Dated - 14/8/26
Name of the work: **Renovation of the Alum VAT No.-1 at 100 MGD Clarifier Plant, IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): ₹ **4,85,412.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Time of completion: **30 days.**
(8) NIeT No. : KMC/IGWTP/038/26-27 Dated - 14/8/26
Name of the work: **Maintenance of the western aligned premises of the extension series SSFB Units up to Gate-6 and western alignment approach ways of the old series at IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): ₹ **2,48,681.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Time of completion: **180 days.**
(9) NIeT No. : KMC/IGWTP/039/26-27 Dated - 14/8/26
Name of the work: **Maintenance of the approach road side areas from Gate No.-2 to Laboratory at IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): ₹ **2,20,550.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Time of completion: **180 days.**
(10) NIeT No. : KMC/IGWTP/040/26-27 Dated - 14/8/26
Name of the work: **Maintenance of the area of the retaining wall premises and drain pockets along the eastern position of new series SSFB Units at IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): ₹ **2,20,446.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Time of completion: **180 days.**
(11) NIeT No. : KMC/IGWTP/041/26-27 Dated - 14/8/26
Name of the work: **Maintenance of the southern alignment of SSFB 28 and 29 under new series along with surrounding area of Gama Chamber at IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): ₹ **2,24,189.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Time of completion: **180 days.**
(12) NIeT No. : KMC/IGWTP/042/26-27 Dated - 14/8/26
Name of the work: **Maintenance of the car parking shed with engine house surrounding areas under IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): ₹ **2,93,741.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Time of completion: **180 days.**
(13) NIeT No. : KMC/IGWTP/043/26-27 Dated - 14/8/26
Name of the work: **Maintenance of the hygienic ambience within the godown barack premises and the surrounding drainage and common utilities areas under IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): ₹ **2,98,479.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Time of completion: **180 days.**
(14) NIeT No. : KMC/IGWTP/044/26-27 Dated - 14/8/26
Name of the work: **Maintenance of the hygienic ambience within dispensary, weigh bridge areas and the surrounding drainage areas of the 60 MGD and SSFB under IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): ₹ **2,95,734.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Time of completion: **150 days.**
(15) NIeT No. : KMC/IGWTP/045/26-27 Dated - 14/8/26
Name of the work: **Maintenance of the lavatories cum drainage areas with the surrounding premises of the Labour Quarter from Gate No.-4 to Gate No.-1 under IGWTP.** Estimated amount (including GST 18% & LWC 1%): ₹ **2,98,492.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Time of completion: **180 days.** Cost of tender & tender documents: **NIL (For Sl. No. 1 to 15).** Last date and time of submission of tender online is **31.08.2026 up to 1 PM (For Sl. No. 1 to 15).** Please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 15)**.

The Executive Engineer (Water Supply), S.S.Unit, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/06/26-27/M4/31 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of water pipeline leakages near 33 Sarsuna Main Road, 100/25 Banerjee Para Road, 7/E Sathi Nagar, 1 K.D. Road, 180E Sonamukhi Road, 150, 2/11 Sonali Park, G.B. Memorial, Jadav Ghosh Road and other locations in Ward No.-127, BR-XIV.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,75,698.40.** Earnest money: ₹ **5,520.00.** Period of completion: **21 days.**
(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-115/02/26-27/M1/32 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of water pressure by installation of S.V. cut and flush, repairing of leakages, replacement of damaged pipes near Sakti Sweets, 201, 27/4, 142A, 32A, 27/2 M.G. Road and adjacent locations in Ward No.-115, BR-XIII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,40,839.74.** Earnest money: ₹ **4,820.00.** Period of completion: **21 days.**
(3) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-115/03/26-27/M2/33 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of leakages near 11, 46/2, 1200A, 17/3, 16/5, 72/E M.G. Road, 103C Karunamoyee Ghat Road, 21/1, 153 Taramoni Ghat Road and adjacent locations in Ward No.-115, BR-XIII.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,55,320.37.** Earnest money: ₹ **5,110.00.** Period of completion: **21 days.**
(4) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-131/01/26-27/G.M-1A/34
Name of the work: **Repairs to F/W supply works for R/Main & S/Main pipe line leakages on (1) U.B. Road near Maruti Service Centre, (2) Airport Road near H/No. 223/1 & 396B, (3) Arjya Samiti Bhavan etc. with allied works in Ward No.-131 (BR-XIV).** Estimate amount: ₹ **2,83,139.71.** Earnest money: ₹ **5,700.00.** Period of completion: **18 days.**
(5) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-131/02/26-27/G.M-10/35
Name of the work: **Mending of F/W supply works for water main pipe line leakages on (1) U.B. Road near H/No. GA-78, Shanti Sangha Club, H/No. 235A, H/No. 73 (2) 512, Khudiram Bose Road (3) 388/22/4/1A, Naresh Biswas Sarani etc. in Ward No.-131 (BR-XIV).** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,77,928.68.** Earnest money: ₹ **5,600.00.** Period of completion: **18 days.** Last date of submission of bid: **07.09.2026 (Up to 2 PM) (For Sl. No. 1 to 3) and 09.09.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 4 & 5).** Tender will be opened on: **09.09.2026 (At 2 PM) (For Sl. No. 1 to 3) and 11.09.2026 - 1 PM (For Sl. No. 4 & 5).** The bid forms and other details are available on and from **22.08.2026 at 2 PM (For Sl. No. 1 to 3) and 22.08.2026 - 5 PM (For Sl. No. 4 & 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer, Water Supply (ARSM SQ. BPS), KMC invites e-tender online in two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/WS/ARSM/25/2026-27 (1st Call)
Name of the work: **Installation and commissioning of new high capacity pump and H.T. motor by replacement of defective pump and motor unit no.-5 at Auckland Sq. BPS.** Estimated amount: ₹ **4,64,802.00.** Earnest money: ₹ **9,300.00.** Period of completion: **21 days.**
(2) NIT No. : KMC/WS/ARSM/26/2026-27 (1st Call)
Name of the work: **Replacement of HT insulating mat around HT and LT work place at Auckland Sq. BPS.** Estimated amount: ₹ **4,58,698.00.** Earnest money: ₹ **9,200.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **01.09.2026 at 2 PM (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **03.09.2026 at 2 PM (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **22.08.2026 at 11 AM (For Sl. No. 1 & 2).** For detailed information please visit website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following work:
NIT No. : KMC/WS/PG_67/T-11/26-27
Name of the work: **Restoration of F.W. supply by repairing of leaks on 150 & 100 mm dia. pipe at 16/1 Bose Pukur Road (Plot), 29B (Plot) Dharmatala Road & 12A Dharmatala Road (Plot) in Ward No.-67.** Estimated amount: ₹ **1,90,329.00.** Earnest money: ₹ **3,810.00.** Period of completion: **10 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **10.09.2026 at 1 PM/12.09.2026 at 1 PM.** The bid forms and other details are available from the website: **https://etender.wb.nic.in** or **http://wbtenders.gov.in**

The Dy. Chief Engineer (M)/Drainage, KMC invites e-tender online item wise rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/S-18M/26-27 (1st Call)
Name of the work: **Repairing & restoration of 40 cusec submersible pump unit no. 3 at Deeper sump PS-I under BDPS.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **02.09.2026 at 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **20.08.2026 at 5 PM** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The Dy. Chief Engineer (SWM-II), KMC invites e-tender online in two bid system for the following work:
NIT No. : SWM-II/DIST-II/03/2026-27
Name of the work: **Repairing & maintenance of 02 (two) nos. Hopper Tipper Dumper bearing no. WB07K-0887 & 0846 (Make TATA Signa 1923K) of Dist-II Garage under SWM-II for one year.** Estimated cost: ₹ **2,95,703.24.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **01.09.2026 (1 PM).** Bid opening date for technical proposal: **03.09.2026 (1 PM).** The bid forms and other details are available from the website: **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in**
(369/26-27)

নুনের বদলে সাবান গুঁড়ো! বিহারের স্কুলে মিড-ডে মিল খেয়ে অসুস্থ ৩৪ পড়ুয়া

নালন্দা, ১৯ আগস্ট ঃ বিহারের নালন্দা জেলার একটি সরকারি স্কুলে মিড-ডে মিল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল অন্তত ৩৪ জন পড়ুয়া। অভিযোগ, রান্নার সময় নুনের পরিবর্তে ভুল করে সাবান গুঁড়ো মিশে যাওয়ার কারণেই এই বিপত্তি। মঙ্গলবার পারসা মিডল স্কুলে এই ঘটনা ঘটেছে। অসুস্থ পড়ুয়াদের দ্রুত বিহারশরিফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও পারসা মিডল স্কুলে পড়ুয়াদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেনুতে ছিল ভাত এবং আলু-সোয়াবিনের তরকারি। খাবার পরিবেশনের পর তা খেতে শুরু করে পড়ুয়ারা। কিন্তু খাবার মুখে তোলার পরই বেশ কয়েকজন পড়ুয়া অস্বস্তির কথা জানায়। কারও গলা জ্বালা শুরু হয়, আবার কারও পেটে ব্যথা দেখা দেয়। একে একে বহু পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। পরিস্থিতি গুরুতর বুঝতে অসুস্থ পড়ুয়াদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মোট ৩৪ জনকে বিহারশরিফ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে তাঁদের চিকিসা চলছে। নালন্দার সিভিল সার্জন জয়প্রকাশ সিং জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে খাবারে বিষক্রিয়ার কারণেই পড়ুয়ারা অসুস্থ হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে চিকিৎসকদের

পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্ট পাওয়ার পরই অসুস্থতার প্রকৃত কারণ নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হবে। তাঁর দাবি, বর্তমানে ভর্তি পড়ুয়াদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল এবং তাঁরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক পড়ুয়া সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, তরকারি খাওয়ার সময়ই অস্বাভাবিক গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। তার দাবি, নুনের পরিবর্তে সাবান গুঁড়োর মতো কোনও পদার্থ তরকারিতে মেশানো হয়েছিল বলে মনে হচ্ছিল। খাবার খাওয়ার পরই পেটে ব্যথা শুরু হয়। কয়েকজন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ার পাশাপাশি কেউ কেউ অজ্ঞানও হয়ে যায় বলে ওই পড়ুয়ার দাবি। ঘটনার পর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্র কুমার সিংও নুনের পরিবর্তে সাবান গুঁড়ো ব্যবহারের অভিযোগের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, স্কুলে তিনজন মহিলা রান্নার দায়িত্বে ছিলেন। পড়ুয়ারা খাবারের সঙ্গে নুন চাইলে কর্মীদের ভুলের কারণেই নুনের বদলে সাবান গুঁো ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। তবে ঠিক কীভাবে রান্নায় সাবান গুঁড়ো পৌঁছল, তা নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়েছে। অন্যদিকে, স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি একমত নন নালন্দার জেলা শিক্ষা আধিকারিক হেমচন্দ্র। তিনি এই মুহূর্তে নুনের বদলে সাবান গুঁড়ো মেশানোর অভিযোগ নিশ্চিত করতে নারাজ। তাঁর দাবি, ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। হাসপাতালের চিকিৎসকদের রিপোর্ট এবং তদন্তের ফল সামনে আসার পরই পড়ুয়াদের অসুস্থ হওয়ার আসল কারণ স্পষ্ট হবে। ঘটনার জন্য যারা দায়ী প্রমাণিত হবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক। ইতিমধ্যেই স্কুলের রান্নার ব্যবস্থা, খাবারের উপকরণ এবং ঘটনার সময়কার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সরকারি স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের খাবারের গুণমান ও নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা প্রশ্ন ওঠে। শিশুদের জন্য সরবরাহ করা খাবারে সামান্য অসাবধানতাও বড় বিপদের কারণ হতে পারে। নালন্দার এই ঘটনায় ৩৪ জন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ায় খাবার তৈরির ক্ষেত্রে নজরদারি, উপকরণ সংরক্ষণ এবং রান্নার প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। তদন্তের পরই জানা যাবে, এটি নিছক কর্মীদের ভুল, নাকি খাবার দূষণের অন্য কোনও কারণ রয়েছে।

ইবিজি গ্রুপের সমন্বিত ওয়েলনেস সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন গুরুদেব শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ওঙ্গোল, অন্ধ্রপ্রদেশ, ১৯ আগস্টঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত সম্প্রসারিত ও বহুমুখী ব্যবসায়িক গোষ্ঠী EBG Group আজ Sai Vishnu Chaturvatika-য় ৫৫ একরেরও বেশি জমিতে একটি সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের ভূমিপূজার মাধ্যমে ও য়ে ল নে স - কে ন্দ্রি ক জীবনযাপনের এক নতুন মডেলের সূচনা করল। The Art of Living-এর প্রতিষ্ঠাতা গুরুদেব শ্রীশ্রী রবিশঙ্কর এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই গন্তব্যে একই পরিবেশের মধ্যে Carlton Wellness Retreat, Sri Sri Panchakarma Tattva Centre এবং Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir গড়ে উঠবে।জীবনযাপন, সুস্থতা ও শিক্ষাকে একসঙ্গে যুক্ত করে একটি সমন্বিত পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এখানে ওয়েলনেস-কেন্দ্রিক আতিথেয়তা, আয়ুর্বেদ, সামগ্রিক শিক্ষা এবং প্রকৃতিনির্ভর জীবনযাপন একই গন্তব্যে একত্রিত হবে। Carlton Wellness Retreat তৈরি করবে EBG Realty,

অন্যদিকে Sri Sri Panchakarma Tattva Centre এবং Sri Sri Ravishankar Vidya Mandir তৈরি করবে The Art of Living। বৃহত্তর প্রকল্পের অংশ হিসেবে তিনটি প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন EBG Group-এর সিইও ড. ইরফান খান, গ্রুপ প্রেসিডেন্ট সুরেশ গোয়েল এবং Co-founder হরি কিরণ-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের পর গুরুদেব শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর বলেন, ওঙ্গোলের এই উন্নয়ন প্রকল্প একই জায়গায় সুস্থতা, শিক্ষা এবং গভীরতর সামাজিক সংযোগকে একত্রিত করছে। প্রকৃত সুস্থতা শুধুমাত্র শরীরকে সুস্থ রাখার বিষয় নয় এর সঙ্গে শরীর, শ্বাস, মন, বুদ্ধি, স্মৃতি এবং অহং-সবকিছুর যত্ন নেওয়া জড়িত। যোগ ও আয়ুর্বেদ শরীরকে রোগমুক্ত রাখতে সাহায্য করতে পারে। অন্যদিকে প্রাণায়াম ও সুদর্শন ক্রিয়ার মতো শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন শ্বাসকে শান্ত ও স্থির রাখতে সহায়তা করে। ধ্যান মনকে মানসিক চাপ থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করতে পারে, আর জ্ঞান বুদ্ধিকে সীমাবদ্ধতা ও পক্ষপাত থেকে মুক্ত করতে পারে। এই সমস্ত দিকের একসঙ্গে যত্ন নেওয়া হলে আমরা আরও সুস্থ, সুখী ও পরিপূর্ণ জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি।

নিউ মার্কেটের হোটেলে আগুন প্রাণ গেল ৯ জনের!

১-র পাতার পর- আওতায়। এর ঠিক দু'দিন আগেই তারাপীঠের একটি হোটেলে ভয়াবহ আগুনে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার পরই সামনে আসে একাধিক হোটেলের অগ্নিনিরাপত্তার বেহাল ছবি। অনেক হোটেলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যথেষ্ট নয় বলে অভিযোগ ওঠে। কোথাও কোথাও এতটাই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হোটেল তৈরি হয়েছে যে, আগুন লাগলে দমকলের গাড়ি ঢোকাই কঠিন। তারাপীঠের ঘটনার পর ১৫টি হোটেল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যেই কলকাতার এই অগ্নিকাণ্ড নতুন করে উদ্বেগ বাড়াল। এখন প্রশ্ন, নিয়ম মেনে হোটেলগুলিতে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল কি না। আগুন লাগার পর অতিথিদের দ্রুত বের করে আনার ব্যবস্থা ছিল কি না। এবং কেন একসঙ্গে এতগুলি প্রাণ বিপন্ন হল। তদন্ত শেষ হলেই মিলতে পারে সেই সব প্রশ্নের উত্তর। এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই সঙ্গে আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন তিনি। এক্স-এ দেওয়া বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, কলকাতায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণহানির খবর জেনে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত। এই ঘটনায় যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। আহতরা যাতে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন, সেই কামনাও করেছেন। স্থানীয় প্রশাসন যেভাবে সহায়তা করেছেন সকলকে তার কথা উল্লেখ করেন লেখায়। নিউ মার্কেটের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যদিও তাঁর প্রতিক্রিয়ায় ধরা পড়েছে পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের প্রতি তীব্র শ্লেষ। তিনি বলেন, নিউ মার্কেটের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আসলে বিগত প্রশাসনের চরম গাফিলতি ও উদাসীনতারই ফল। তিনি আরও বলেন, বিগত সরকার বছরের পর বছর চোখ বন্ধ করে এই অনিয়মকে প্রশ্রয় দিয়ে গিয়েছে। নিয়মিত সুরক্ষা মহড়া বা পরীক্ষা না হওয়ায় অবস্থা দিন দিন জটিল হয়ে উঠেছিল। সেই সময়কার তৈরি হওয়া বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে উঠে নতুন করে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলব করার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় শোকগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্পষ্ট করেন, আহতরা যাতে সেরা চিকিৎসা পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এও জানান, ঘটনার গভীরে গিয়ে সত্য উদঘাটন এবং দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে ইতিমধ্যেই পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে।

অন্নপূর্ণার টাকা যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের নিয়ে এলাকায় প্রচার!

১-র পাতার পর- বলা হয়েছে। পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের বেশি করে মানুষের মাঝে উপস্থিত থাকার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, অন্নপূর্ণা যোজনায় ১৭ থেকে ২০ আগস্টের মধ্যে প্রথম দফার ১ কোটি ৪৫ লক্ষ উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে সঠিক নথিপত্রের অভাবে প্রাথমিক পর্যায় ছাঁটাই হয়ে গিয়েছে প্রায় ১৭ লক্ষ আবেদন। নবান্ন সূত্রের খবর, নাম বাদ পড়ার পিছনে প্রধান কারণ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার যোগ না থাকা। বাতিল হওয়া ১৭ লক্ষের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ ক্ষেত্রেই এই আধার সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। এছাড়া, আবেদনকারী নিজে বা পরিবারের কেউ সরকারি চাকরি করার কারণে কিংবা আয়কর দেওয়ার তথ্য সামনে আসায় বেশ কিছু আবেদন খারিজ হয়েছে।

মমতার আমলে তৈরি করা সুপার নিউমেরারি পোস্ট সংক্রান্ত মামলা

১-র পাতার পর-পারে। কারও অধিকার খর্ব করার জন্য রাজ্য তার নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে না। কর্মশিক্ষার জন্য ৭৫০টি ও শারীরশিক্ষার জন্য ৮৫০টি অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয়।'' পরে মামলা গড়ায় ডিভিশন বেঞ্চে। তারপর মামলার জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। কোর্ট বলেছিল কলকাতা হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায়ের উপর নির্ভর করবে সবকিছু। দীর্ঘদিন পর ফের সেই মামলার শুনানি ছিল কোর্টে। তখনই নতুন সরকার সেই মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত বলেন, ''এই যে অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি করা হয়েছিল সেটা নিয়ে মামলাকারীদের দাবি ছিল এটা বেআইনি, করা যায় না। এরপর নতুন রাজ্য সরকার জানায় এই পোস্ট তৈরি নিয়ম মেনে হয়নি। তাই তারা মামলা প্রত্যাহার করবে।''

পাইলটদের 'সাইকোঅ্যাকটিভ' পদার্থ পরীক্ষায় আরও কড়াকড়ি জরুরি

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃ বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তায় সামান্যতম গাফিলতিরও জায়গা নেই। কিন্তু ৪ আগস্ট ফুকেত-দিল্লি রুটে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে মাঝ-আকাশে ঘটে যাওয়া গুরুতর ঘটনায় ফের সামনে এসেছে ককপিট ক্রুদের সক্ষমতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রশ্ন। ১৩৭ জন যাত্রী এবং আট জন ক্রু-সহ এয়ারবাস বিমানটি আচমকাই প্রবল টারবুলেন্সের মধ্যে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে প্রায় ৩০০ ফুট নিচে নেমে যায়। ঘটনায় ২০-র বেশি যাত্রী ও ক্রু আহত হন। ঘটনাটিকে 'সিরিয়াস ইনসিডেন্ট' হিসেবে চিহ্নিত করে তদন্ত শুরু করেছে ডিরেক্টরেট জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশন। পাশাপাশি এয়ারক্রাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর তদন্তেও ফ্রান্সের ব্যুরো অব এনকোয়ারি অ্যান্ড অ্যানালিসিস ফর সিভিল এভিয়েশন সেফটি এবং এয়ারবাসের প্রযুক্তিগত প্রতিনিধিরা যুক্ত রয়েছেন। তদন্তে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে বিমানে একসঙ্গে একাধিক সতর্কবার্তা দেখা দেওয়ার বিষয়টি। জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় হাইড্রলিক সিস্টেমের সতর্কবার্তা, এলিভেটর ফ্লাইট-কন্ট্রোল সংক্রান্ত ত্রুটি, অটোপাইলট বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, জরুরি দরজার সংকেত এবং ইঞ্জিন অ্যান্টি-আইস সতর্কবার্তার মতো একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এয়ারবাসের প্রাথমিক তথ্যও প্রযুক্তিগত ত্রুটির সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করছে বলে জানা গিয়েছে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘটনার নির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক হবে না। এর মধ্যেই সামনে এসেছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উড়ানের পরে বিমানের কমান্ডিং পাইলটের ' বা মনঃপ্রভাবকারী পদার্থের পরীক্ষার ফল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এর পরেই এয়ার ইন্ডিয়াকে ফ্লাইট ডেক ক্রুদের ক্ষেত্রে যে কোনও পদার্থ বা প্রেসক্রিপশন-বহির্ভূত ওষুধের বাধ্যতামূলক স্ক্রিনিং নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, অ্যালকোহল পরীক্ষার মতোই সাইকোঅ্যাকটিভ পদার্থ শনাক্তকরণে কি যথেষ্ট কঠোরতা এবং নিয়মিত নজরদারি রয়েছে?

দ্বিতীয় 'রেল সিনার্জি অ্যান্ড বেঙ্গল এমএসএমই সামিট ২০২৬'-এর বিশদ চিত্র

কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ ১৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখে, কলকাতার আইটিসি সোনার-এর গ্রান্ড বলরুমে দ্বিতীয় 'রেল সিনার্জি অ্যান্ড বেঙ্গল মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ভেন্ডর কানেক্ট সামিট ২০২৬' অনুষ্ঠিত হয়। এই বছরের মূল ভাবনায় ছিল- আধুনিকীকরণ থেকে সম্প্রসারণঃ ওয়াগন থেকে ট্র্যাক, ভারতীয় রেলে নিরাপত্তা এবং টেকসই সরবরাহ শৃংখল (সাপ্লাই-চেইন)। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাউন্সিলের উদ্যোগে এবং পূর্ব রেলের সক্রিয় অংশগ্রহণে আয়োজিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতি গীতিকা পান্ডে এবং প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার ড. উদয় শঙ্কর ঝা-সহ বহু নীতি-নির্ধারক ও স্থানীয় শিল্পনেতারা। ভারতের রেলপথ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ২০২৬ সালটি কেন একটি বড় রূপান্তরের বছর, তা কয়েকটি পরিসংখ্যানেই পরিস্কারঃ সারাদেশে প্রায় ৯৮ ব্রডগেজ নেটওয়ার্কের বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পন্ন হয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে নিরাপত্তার মূলধনী ব্যয়ের জন্য ₹১.১৭ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের হিসাব অনুযায়ী ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোরে প্রতিদিন ৩৮১টি ট্রেন পরিচালিত হচ্ছে এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য মোট মূলধনী ব্যয় রাখা হয়েছে ₹২.৬৫ লক্ষ কোটি টাকা।

'এক মাস আগেও দেশদ্রোহী ছিলাম!' দীপকের পাল্টা কটাক্ষ

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এ)-এর প্রধান রামদাস আঠাওয়ালের এনডিএ-তে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব সরাসরি ফিরিয়ে দিলেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) প্রধান অভিজি দীপকে। একই সঙ্গে আঠাওয়ালেকে কটাক্ষ করে তাঁর প্রশ্ন, 'এক মাস আগেও তো আপনার চোখে আমি দেশদ্রোহী ছিলাম!'' সম্প্রতি রাজ্যসভার সাংসদ রামদাস আঠাওয়ালে বলেন, বাবাসাহেব আম্বেদকরের স্বপ্নপূরণ এবং সমাজ ও দলকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অভিজি দীপকের তাঁর দল রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এ)-তে যোগ দেওয়া উচিত। শুধু দলীয় সদস্য হওয়ার প্রস্তাব নয়, দীপকেকে সরাসরি এনডিএ-র মতো শাসকজোটে যোগ দেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি। আঠাওয়ালের এই বক্তব্যের পরেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন দীপকে। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যের জবাব দেন। রাজনৈতিক শিবির বদলের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে দীপকে বলেন, মাত্র এক মাস আগেও যাঁদের কাছে তিনি ' হিসেবে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকেই এখন জোটে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব আসছে। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। তবে দীপকের আপত্তি শুধু কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোটে যাওয়ার ক্ষেত্রে নয়। মূলধারার নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রবেশের ব্যাপারেও তিনি অনাগ্রহী। সামাজিক মাধ্যমে নিজের অবস্থান জানিয়ে তিনি বলেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর সাধারণ মানুষের আস্থা ক্রমশ কমছে। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতিতে নতুন একটি রাজনৈতিক দল তৈরি করার চেয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলাই বেশি প্রয়োজন। অভিজি ৎ দীপকে মূলত নিট প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে ছাত্র আঃেদালনের অন্যতম পরিচিত মুখ হিসেবে উঠে আসেন। সেই আন্দোলনের পর তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ককরোচ জনতা পার্টি। আঃেদালন ঘিরে সংগঠনটির সক্রিয়তা এবং বিভিন্ন কর্মসূচি নজর কাড়ে। যদিও শুরু থেকেই দীপকে স্পষ্ট করে এসেছেন যে, প্রচলিত অর্থে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে নির্বাচনী রাজনীতিতে নামার পরিকল্পনা তাঁদের নেই। এর পরিবর্তে সাধারণ মানুষের সমস্যা সরাসরি জানার জন্য 'কি

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী বিনোদ কুমার শুক্লা ১৯ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে গোরখপুর ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল ওয়ার্কশপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে চিফ সিগন্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রী রোশন লাল যাদব, চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজারসিগন্যাল ওয়ার্কশপ শ্রী পবন কুমার, উর্ধ্বতন রেল কর্মকর্তা, সুপারভাইজার এবং কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

হিলি যুদ্ধের স্মরণে ওয়ার মেমোরিয়ালে শ্রদ্ধা

রতন দে, বালুরঘাট ১৯ আগস্ট ঃ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক হিলি যুদ্ধের বীর সেনানীদের স্মরণে বুধবার হিলি ওয়ার মেমোরিয়ালে শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক বালাসুব্রামানিয়ান টি পুলিশ সুপার অভিষেক গুপ্তা জেলা সৈনিক বোর্ডের প্রতিনিধি সেনা আধিকারিক বীরনারী প্রাক্তন সেনাকর্মী এনসিসি ক্যাডেট

পড়ুয়া ও স্থানীয় বাসিন্দরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে ওয়ার মেমোরিয়ালে শহিদ সেনাদের স্মৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। শ্রদ্ধা জানান জেলাশাসক পুলিশ সুপার জেলা সৈনিক বোর্ডের প্রতিনিধি বীরনারী ও প্রাক্তন সেনাকর্মীরা। ৫ রাজপুতানা রাইফেলসের সেকেন্ড ইন কমান্ড ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফের পক্ষেও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পরে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে জেলাশাসক হিলি যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহস কৌশলগত দক্ষতা ও আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে প্রাক্তন সেনাকর্মী এবং শহিদ পরিবারের কল্যাণে প্রশাসনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার কথা জানান তিনি। ৫ রাজপুতানা রাইফেলসের উদ্যোগে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আধুনিক সামরিক সরঞ্জাম সেনাবাহিনীর যুদ্ধপ্রস্তুতি ও সামরিক ঐতিহ্য সম্পর্কে পড়ুয়া, যুবক ও সাধারণ মানুষকে ধারণা দেওয়া হয়। এদিন ৭ ব্যাটালিয়ন এনসিসি-র ক্যাডেটদের মার্চপাস্ট এবং স্থানীয় স্কুল পড়ুয়াদের দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ছিল। পাশাপাশি বীরনারী ও গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ডপ্রাপকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় জেলা প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে। ১৯৭১-এর যুদ্ধে হিলি সীমান্ত ছিল গুরুত্বপূর্ণ রণক্ষেত্র। সেই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্মৃতি আজও অমলিন। শহিদদের স্মরণ এবং তাঁদের আত্মত্যাগের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বার্তায় শেষ হয় অনুষ্ঠান।

২৬০০০-এর চাকরি নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি

১-র পাতার পর- দুষ্যন্ত নারিয়ালা জানিয়েছিলেন, সময় বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাবেন তাঁরা। ৮ থেকে ৯ মাস মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানানো হয়েছে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুসারে, চাকরিহারার ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরির মেয়াদ ৩১ আগস্টেই শেষ হওয়ার কথা। এদিকে, তার মধ্যে নিয়োগ সম্পূর্ণ না হলে সমস্যা তৈরি হতে পারে শিক্ষা ব্যবস্থায়। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে ওই চাকরিহারাদের চাকরির মেয়াদ আরও বাড়ানোর আবেদন জানানো হল। জানা গিয়েছে, নবম-দশমের নিয়োগের ভেরিফিকেশন চলছিল ও একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগের কাউন্সেলিং চলছিল। যাঁরা সুপারিশপত্র পেয়েছেন, তাঁদের নিয়োগ নিয়েও সংশয় থাকছে। জাতিগত সংরক্ষণ নীতি কার্যকরী করতে আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করছে এসএসসি।

NAME CHANGE

I, Mst Napisa Bibi (Old Name) W/O–Md Ferdaus Mondal residing at Vill-Gangaprasad , PO-Madanpur , PS-Daulatabad , Dist-Murshidabad, West Bengal 742304 do hereby declared that I have changed my name from Mst Napisa Bibi to Nafisa Bibi and henceforth I shall be known as Nafisa Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 19/08/2026 . My name Nafisa Bibi & Mst Napisa Bibi both are same and one identical person

চার রাজ্যের আটটি জেলা জুড়ে চারটি মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা

১৯ আগস্ট ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি আজ রেল মন্ত্রকের প্রায় ৯,৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের চারটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে- খড়গপুর - ভদ্রক (রানিটাল) চতুর্থ লাইন - ১৭৩ কিমি (পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা) ভদ্রক - হরিদাসপুর চতুর্থ লাইন - ৭৫ কিমি (ওড়িশা) গুম্মিডিপুন্ডি - গুডুর তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন - ৯০ কিমি (অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু)কটক - পারাদ্বীপ (বাদাবান্ধা) তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন - ৭২ কিমি (ওড়িশা)লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে চলাচলের গতি ও সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে, যার ফলে ভারতীয় রেলের পরিচালনগত দক্ষতা ও পরিষেবার নির্ভরযোগ্যতা উন্নত হবে। এই মাল্টি-ট্র্যাকিং বা একাধিক রেললাইন বসানোর প্রস্তাবগুলি রেলের কাজকর্মকে আরও সুসংহত করবে এবং যানজট বা ভিঁ কমাবে। প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর 'নতুন ভারত' -এর লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই প্রকল্পগুলি সংশ্লিষ্ট এলাকায় সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে সেখানকার মানুষকে 'আত্মনির্ভর' করে তুলবে এবং কর্মসংস্থান ও স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে।প্রকল্পগুলি 'পিএম-গতি শক্তি' জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের আওতায় পরিকল্পিত হয়েছে, যেখানে সমন্বিত পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মাল্টি-মোডাল সংযোগ (বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমের মধ্যে সংযোগ) ও লজিস্টিক দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি যাত্রী, পণ্য ও পরিষেবার অবাধ চলাচলের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ-এই রাজ্যগুলির মোট ৮টি জেলা জুড়ে বিস্তৃত এই চারটি প্রকল্প ভারতীয় রেলের বিদ্যমান নেটওয়ার্ককে প্রায় ৪১০ কিলোমিটার প্রসারিত করবে। প্রস্তাবিত এই মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পগুলি প্রায় ৬,৪৪৮টি গ্রামের সাথে সংযোগ উন্নত করবে, যেখানে মোট জনসংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। প্রস্তাবিত এই সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রের সাথে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। এই কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে কুলডিহা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ভিতরকণিকা জাতীয় উদ্যান, মা ভদ্রকালী মন্দির, মা ধামরাই মন্দির, পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দির, তালসারি-উদয়পুর ও চণ্ডীপুর সমুদ্র সৈকত, পুলিকট হ্রদ, নেলাপাট্টু পাখি অভয়ারণ্য, ভগবান বীররাঘব পেরুমল মন্দির, গদা কুজঙ্গ জগন্নাথ মন্দির, সরলা মন্দির, ধবলেশ্বর মন্দির, ললিতগিরি (একটি বৌদ্ধ প্রত্নস্থল) ইত্যাদি। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো কয়লা, আকরিক লোহা, সিমেন্ট, লোহা ও ইস্পাত, কন্টেইনার, মোটরগাড়ি এবং খাদ্যশস্যের মতো পণ্য পরিবহনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সক্ষমতা বৃদ্ধির এই কাজের ফলে বছরে অতিরিক্ত ৭৬ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহন করা সম্ভব হবে। রেলওয়ে পরিবেশ-বান্ধব ও জ্বালানি-সাশ্রয়ী পরিবহন ব্যবস্থা হওয়ায় এটি জলবায়ু বিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং দেশের লজিস্টিকস বা পণ্য পরিবহন খরচ কমাতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি, এর ফলে প্রায় ১৩ কোটি লিটার তেল আমদানি ও প্রায় ৬৫ কোটি কেজি কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ হ্রাস পাবে-যা ২ কোটি ৬০ লক্ষ গাছ লাগানোর সমতুল্য।

দুরন্ত বার্তা

NAME CHANGE

I, Murtaja Sk S/O Hamid Sk, residing at Dadpur Madhyapara, Murarai, Dist- Birbhum, Pin No- 731219, West Bengal do hereby declared ,That my Correct name Murtaja Sk S/O Hamid Sk my and my father name actual which is recorded in Voter Card No. WB/42/294/ 201229 and Aadhar Card No. 8820 - 5195 -7283 and Pan Card No- LLPPS4346L & My name Md. Golam Murtuza & Md. Golam Murtuza recorded my son's under W.B.B.Madrasah Education and Admit Card of M.P. Exam. Roll10431 No. 0079 in the year 2011 and H. S. Exam, under W.B. Madrasah Board Education Roll 05841 No. 0043 & my name Murtaja Sk " and Md. Golam Murtuza & Md. Golam Mortuja is the same, one and identical person decrlared by Ld Judicial Magistrate 1st Class affidavit Rampurhat court on 12/08/2026

NAME CHANGE

I, Munjila Bibi Sekh (Old Name) W/O–Habibur Rahaman Biswas residing at Bilkumari , Nakashipara , Nadia , West Bengal 741137 do hereby declared that I have changed my name from Munjila Bibi Sekh to Monjila Bibi Biswas and henceforth I shall be known as Monjila Bibi Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 19/08/2026 . My name Monjila Bibi Biswas & Munjila Bibi Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Harunal Rasid (Old Name) S/O–Susthir Biswas residing at Bilkumari , Nakashipara , Nadia , West Bengal 741137 do hereby declared that I have changed my name from Harunal Rasid to Harun Al Rasid Biswas and henceforth I shall be known as Harun Al Rasid Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 19/08/2026 . My name Harun Al Rasid Biswas & Harunal Rasid both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Roy Atul (old Name) S/O Jagbandhu Roy resident of Tekatuli, P.S. Maynaguri, Dist. Jalpaiguri WB, do hereby declare that I have changed my name from Roy Atul (old Name) to Atul Chandra Roy (New name) and henceforth I shall be known as Atul Chandra Roy in all purpose, vide affidavit No. 111 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Jalpaiguri on 31.07.2026. Roy Atul and Atul Chandra Roy both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, BASUDEV MALIK (old name) S/o-Late Anil Malik @ Anil Chandra Malik residing at Vill-Garh Talit, Isufabad P.O.-Fagupur, P.S.-Burdwan Sadar, Dist.-Purba Bardhaman, Pin-713101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from BASUDEV MALIK to BASUDEB MALIK and henceforth I shall be known as BASUDEB MALIK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before in the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Purba Bardhaman dated 18/08/2026. BASUDEV MALIK (old name) and BASUDEB MALIK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SHAMBHUNATH KUNDU S/o Late Sitanath Kundu residing at Khidirpur Dahari Bethuadahari, Nadia, Pin-741126 WB do hereby solemnly affirm and declare my actual name SHAMBHUNATH KUNDU instead of KUNDU SHAMBHUNATH alias SAMBHUNATH KUNDU, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas on 14.08.2026. That SHAMBHUNATH KUNDU, KUNDU SHAMBHUNATH and SAMBHUNATH KUNDU all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, KASHIS HARI, daughter of Bablu Hari, residing at 99/H/3, Cossipore Road, Cossipore, Kolkata-700002, W.B have change my name and shall henceforth be known as KASHIS BEGUM for all future purposes, due to change my religion Hinduism to Islam, as declared before the First Class Judicial Magistrate, at Sealdah Court, vide affidavit no. 18618, dated 19/08/2026, KASHIS HARI, and KASHIS BEGUM, both are same and identical person.

রেলপথে হাতির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সাহায্য

মালিগাঁও, ১৯ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসাম বন বিভাগের সাথে সুগম সমন্বয় এবং তাদের ফ্রন্টলাইন রেল স্টাফের সতর্কতার মাধ্যমে, সমগ্র আসামজুড়ে

রেললাইন পার হওয়া হাতির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সম্প্রতি, ১৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখে আসাম বন বিভাগের কর্মকর্তারা রেলওয়ে কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় করে লামডিং-হাবাইপুর সেকশনে ট্রেন নং. ২০৫০৩ (ডিব্রুগড়- নিউ দিল্লি) রাজধানী এক্সপ্রেস সময়মতো থামাতে সহায়তা করেন। দ্রুত পদক্ষেপের ফলে হাতির একটি পাল সুরক্ষিতভাবে রেললাইন পার হতে সক্ষম হয়। সাম্প্রতিক দিনগুলোতেও অনুরূপ ঘটনার খবর পাওয়া গেছে, যা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল-এর লোকো পাইলটদের সতর্কতার বিষয়টি তুলে ধরে। ১৫ আগস্ট ২০২৬ তারিখে, ট্রেন নং. ১৫৬৬৫ (গুয়াহাটি-মরিয়নি এক্সপ্রেস)-এর লোকো পাইলটের সতর্কতার ফলে লামসাখাং-পাথরখোলা সেকশনে হাতির একটি পাল সুরক্ষিতভাবে রেললাইন পার হতে সক্ষম হয়। একইভাবে, ১৬ আগস্ট ২০২৬ তারিখে, ট্রেন নং. ১৫৬৫০ (নারেঙ্গি-আগরতলা এক্সপ্রেস)-এর লোকো পাইলট হাবাইপুর-লামসাখাং সেকশনে হাতির সুরক্ষিত চলাচলের সুবিধার্থে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই ঘটনাগুলো হাতি ও ট্রেনের সংঘাত রোধ এবং হাতি করিডোরে বন্যপ্রাণী সুরক্ষার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ও বন বিভাগের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় এবং রেলওয়ের পরিচালন কর্মীদের সতর্কতা ও দায়িত্ববোধের প্রতিফলন ঘটায়। সংবেদনশীল এলাকায় হাতি ও ট্রেনের সংঘর্ষ প্রতিরোধে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বেশ কিছু সক্রিয় ও প্রযুক্তি-নির্ভর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাকোস্টিক সিস্টেম (ডিএএস) প্রযুক্তি ব্যবহার করে এআই-ভিত্তিক ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস) স্থাপন করা, যা রেললাইনের কাছাকাছি হাতির চলাচলের বিষয়ে রিয়েল- টাইম সতর্কতা প্রদান করে। অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে হাতি দেখার ওপর ভিত্তি করে রাতে ও সাময়িকভাবে গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ, টহল বৃদ্ধি, ট্রেন কর্মীদের সচেতন করা, সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন, গাছপালা পরিষ্কার করা এবং বন বিভাগের সাথে তাৎক্ষণিক বা রিয়েল-টাইম সমন্বয়। হাতিকে দূরে রাখতে মৌমাছির শব্দ ব্যবহারকারী 'প্ল্যান বি' ব্যবস্থাটিও সংবেদনশীল স্থানগুলোতে স্থাপন করা হয়েছে। বন্যপ্রাণীদের সুগম চলাচল নিশ্চিত করতে এবং হাতি রেললাইন থেকে দূরে রাখতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে চিহ্নিত স্থানগুলোতে আন্ডারপাস নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ বন্যপ্রাণী সুরক্ষার পাশাপাশি সুরক্ষিত ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে উত্তর- পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি গ্রহণ, বন্যপ্রাণী কর্তৃপক্ষের সাথে সুগম সমন্বয় এবং ফ্রন্টলাইন রেল স্টাফের সতর্কতা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে হাতি চলাচলের করিডোরগুলোতে সময়োপযোগী পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং আসাম বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সমর্থিত প্রচেষ্টা হাতি ও ট্রেনের সংঘর্ষ রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শক্তিগড়ে ৩২ কেজি গাঁজা-সহ ধৃত ৪

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ আগস্ট ঃ ওড়িশা থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা নিয়ে পূর্ব বর্ধমানে ঢোকার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ল চারজন। শক্তিগ। থানার পুলিশের নাকা-তল্লাশিতে প্রায় ৩২ কেজি ৪০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে দু'জন ও।শার ফুলবানি জেলার কেন্দুপাড়ার বাসিন্দা দিবায়স মাঝি ও শুভান্দ্রা নায়েক। অপর দু'জন বর্ধমান শহরের বাসিন্দা প্রিন্স তেওয়ারি ও ইন্দু তেওয়ারি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শক্তিগড়ের জোতরাম এলাকায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা-তল্লাশি শুরু করা হয়। সেই সময় ও।শা থেকে কলকাতাগামী একটি বাসে তল্লাশি চালিয়ে কয়েকটি ব্যাগ থেকে গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরই চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওড়িশার কেওনঝাড় থেকে গাঁজা সংগ্রহ করে কেন্দুপাড়া হয়ে পূর্ব বর্ধমানে আনা হচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া গাঁজার বাজারমূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে। বুধবার ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়েছে পুলিশ। এই চালানের গন্তব্য, আন্ত ঃরাজ্য মাদকচক্রের সঙ্গে যোগ এবং এর পিছনে আরও কারা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে শক্তিগড় থানার পুলিশ।

মদ বন্ধের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা সংগঠনের

দেবর্ষি মজুমদার, রামপুরহাট, ১৯ আগস্ট ঃ কৌশিকী অমাবস্যায় মদ বন্ধের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করল পশ্চিমবঙ্গ ফরেন লিকার-সি.এস.-অফ অ্যান্ড অন শপ ও হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য সমিতির রাজ্য সভাপতি মুখোপাধ্যায়। বুধবার তারাপীঠের একটি হোটেলে মদ ব্যবসায়ী হোটেলের বীরভূম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য নেতৃত্ব। গৌতম বাবু বলেন, কৌশিকী অমাবস্যায় মদ বন্ধ হলে ব্যবসায়ীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তেমনি কয়েক কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হবে সরকারের। এরফলে লাভবান হবে হোটেলের মালিক থেকে কর্মীরা। জেলা সম্পাদক সাইফুল সেখ বলেন, সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিলে দোকানদারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। মদ বিক্রি হবেই। চোরাই মদের আধিপত্য বাড়বে।

পূর্ব রেলওয়ে

ডেপুটি সিপিএম/ইঞ্জি/জিএসইউ/হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিশন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নংঃ ০৪_২০২৬-২৭। কাজের নামঃ** কামারকুন্ডু স্টেশনে ডাউন এইচবিসি-২ লাইনের পাশে নতুন লুপ লাইনের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১৩,৩৭,৩৮,২৮৭.৮৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২৬,৭৪,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** বারো (১২) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১০.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-286/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএনজিজি-০৫/২৬-২৭ (ওপেন) তারিখ ঃ ১৭.০৮.২০২৬ (ক্যাপিটাল টেন্ডার)। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগনা, ডাকঘরঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পূর্বে বিশেষত রেলওয়ে/ সিপিডব্লুডি/ পিডব্লুডি/এমইএস/সেচ অথবা অন্য যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থায় সমপ্রকৃতির কাজ সম্পাদন করে থাকা পর্যাপ্ত অভিজ্ঞ এবং আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং.ঃ ডব্লুটি-১৬-২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ-লোকো কমপ্লেক্স, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে শপ নং. ২-তে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৭২,৫০,১৭৪.৮৬ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি * ঃ** ১,৪৫,০০০/- টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (অফেরৎযোগ্য)ঃ** শূন্য। **পিও ইস্যুর তারিখ থেকে সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯.০৯.২০২৬। *রেলওয়ে বোর্ড ভাইড লেটার নং ২০২০/সিই-১/সিটি/৩ই/জিসিসি/পলিসি, তারিখ ৩০.১২.২০২০ অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া আছে যে ৩১.১২.২০২১ তারিখ পর্যন্ত যে কোনও কাজের টেন্ডারের জন্য কোনও প্রকার ইএমডি গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু, আজ পর্যন্ত এই ধরণের পরবর্তী নির্দেশ না থাকায়, ইএমডি সিস্টেম ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজের পরিধি সাংকেতিক মাত্র। অবশ্য, বিস্তারিত বিবরণ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ই-টেন্ডারিং সাইট অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in**-তে দেখা যাবে। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমাঃ** এই সময়ে টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য সকল তথ্য পাওয়া যাবে কিন্তু প্রস্তাব জমা করা যাবে না। **০৯.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টোয়** টেন্ডার বন্ধ হবে এবং টেন্ডার খোলার আধিকারিক এবং নেট অ্যাক্সেসিবিলিটি উপলব্ধতা অনুযায়ী ওই তারিখেই **দুপুর ২.৩০ মিনিটের** পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে।

MISC-152/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড

CIN: L17119WB1935PLC046111

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ বিড়লা বিল্ডিং, ৮ম তল,
৯ /১, আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ৯১ ৩৩-২২১০৯৪৫৫
ওয়েবসাইটঃ **www.rameshwarajute.com** ই-মেইলঃ **sharedepartment@rjm.co.in**

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'দ্য রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড' ('কোম্পানি')-এর বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, বুধবার বিকেল ৩.০০টায় (আইএসটি) ১৬তম তলা, বিড়লা বিল্ডিং, ৯১ আর. এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, সেইসাথে এমসিএ ও সেবি -র সার্কুলারসমূহ মেনে উক্ত সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

কোম্পানির ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনসহ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র সেইসব সদস্যের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হবে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি, ডিপোজিটরি বা আরটিএ (RTA)-র কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। এছাড়া, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুযায়ী, যেসব শেয়ারহোল্ডারের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি, আরটিএ বা ডিপি -র কাছে নিবন্ধিত নেই, তাদের কাছেও কোম্পানি একটি চিঠি পাঠাচ্ছে এতে কোম্পানির ওয়েবসাইটের সেই ওয়েব-লিঙ্কটি দেওয়া হচ্ছে, যেখান থেকে এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি দেখা বা সংগ্রহ করা যাবে।

যেসব সদস্য এখনও তাঁদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (মঙ্গলবার) বিকেল ৫.০০টা (IST)-এর মধ্যে বা তার আগে কোম্পানির cs.rjm@rjm.co.in ঠিকানায় একটি ই-মেল পাঠান। এই ই-মেলে সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর , ই-মেল আইডি ও মোবাইল নম্বরের পাশাপাশি প্যান কার্ড ও আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত প্রতিলিপি উল্লেখ করতে হবে এর মাধ্যমে তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিকভাবে এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য লগ-ইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এছাড়া, যাঁদের শেয়ার ইলেকট্রনিক মোডে রয়েছে, তাঁদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সদস্যবৃন্দ জেনে রাখতে পারেন যে, বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৫-২৬ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rameshwarajute.com এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('CDSL')-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ পাওয়া যাবে।

কোম্পানি তার সকল সদস্যকে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সকল প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদানের লক্ষ্যে সিডিএসএল-এর 'রিমোট ই-ভোটিং' সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। রিমোট ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত প্রক্রিয়া উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।

রামেশ্বর জুট মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষর /-
প্রিয়াঙ্কা অরোরাভ্কোম্পানি সেক্রেটারি
ACS-60641

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৯ আগস্ট, ২০২৬

ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

UNITY Small Finance Bank

কর্পোরেট অফিসঃ সেন্ট্রাম হাউজ, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব) মুম্বই-৪০০০৯৮

পাবলিক নোটিশ

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের ছবি ও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ

২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার (স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংকস-ট্রিটমেন্ট অফ উইলফুল ডিফল্টার্স অ্যান্ড লার্জ ডিফল্টার্স) নির্দেশিকা এবং ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে-এবং আরবিআই-এর নির্দেশিকা মেনে যথাযথ প্রক্রিয়ার (যার মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান ও ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ অন্তর্ভুক্ত) মাধ্যমে-নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতাদের **ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি** হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

সাধারণ জনগণকে অবহিত করা এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এই গণবিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হলো।

ঋণগ্রহীতার নামঃ মেসার্স এস কে এন্টারপ্রাইজ

ঠিকানাঃ গ্রাম মহিষগাড়ি পাড়া (দক্ষিণপাড়া), পোস্ট মুড়িয়াহাট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১২৮

ঋণগ্রহীতার নামঃ
মেসার্স এস কে এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী শ্রী এস কে খুরশিদ আলমের মাধ্যমে)

ঠিকানাঃ গ্রাম মহিষগাদি মুদিয়াহাট বারাসাত মহিষগাদি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১২৮

সহ-ঋণ গ্রহীতাদের নামঃ
শ্রীমতি মনিরা বিবি

ঠিকানাঃ মহিষগোদি মহিষগাদি উত্তর ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১২৮

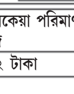

ক্রম. নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নং.	৩১.০৭.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ এবং তার উপর সুদ
১	৫০১৭২৩২	১,০৬,৪৯,৯৭২ টাকা

ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপি হিসেবে ঘোষণার তারিখঃ ২৪.০৭.২০২৬

শাখা/অঞ্চলঃ পশ্চিমবঙ্গ

এই প্রকাশনাটি ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখের রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র (স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কস-ট্রিটমেন্ট অফ উইলফুল ডিফল্টার্স অ্যান্ড লার্জ ডিফল্টার্স) বিষয়ক নির্দেশিকা সার্কুলার RBI/DoR/2025-26/197 (DoR.FIN.REC.No.116/20.16.003/2025-26)-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে।

ইস্যুকারীঃ ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড

রেজিস্টার্ড ঠিকানাঃ ইউনিট নং ১২০১, ১২০২ ও ১২০৩, দ্বাদশ তলা, আনসাল ভবন, ১৬, কে. জি. মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০০১।

কর্পোরেট ঠিকানাঃ সেন্ট্রাম হাউস, সিএসটি রোড, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ পূর্ব, মুম্বই-৪০০৯৮।

(যেকোনো স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড - কর্পোরেট রিকভারি টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।)

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড

AARES GROUP

CIN: L15495WB1911PLC002275

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ স্যার আর.এন.এম. হাউস (৪র্থ তলা), ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০১
ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬ ১৫৯০-৯৩, ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেইলঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

১১৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং ও বুক ক্লোজার সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড (কোম্পানি)-এর সদস্যদের ১১৫ তম (একশ পনেরোতম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম বা সভা) আগামী ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, শুক্রবার বিকেল ৩.০০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় আলোচ্যসূচি বা কার্যবিবরণীসমূহ সেই নোটিশে (নোটিশ) উল্লেখ করা হয়েছে যার মাধ্যমে সভাটি আহ্বান করা হয়েছে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) কর্তৃক ৫ মে ২০২০ তারিখে জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ২০ / ২০২০ এবং পরবর্তী বিজ্ঞপ্তিসমূহ-যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৩/ ২০২৫-এবং এ বিষয়ে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক জারি করা প্রযোজ্য বিজ্ঞপ্তিগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোম্পানিকে ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম আয়োজন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই আয়োজনটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন), এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সেবি এলওডিআর রেগুলেশনস)-যার মধ্যে সময়ে সময়ে সংশোধনী আনা হয়েছে-এর প্রযোজ্য বিধানাবলী মেনে পরিচালিত হবে।

প্রযোজ্য সার্কুলারসমূহ অনুযায়ী, বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন-যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী-সেইসব সদস্যের কাছে ইলেকট্রনিকভাবে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি অথবা রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট -অর্থাৎ মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-অথবা তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।

কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dianatea.in-এর 'Investor Relations' (বিনিয়োগকারী সম্পর্ক) বিভাগে এবং বিএসই লিমিটেড -এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ এই বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে। যেসব সদস্য এগুলি এখনও পাননি, তাঁরা কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে নথিপত্রগুলি ডাউনলোড করতে পারেন অথবা contactus@dianatea.in ঠিকানায় কোম্পানিকে কিংবা mdpldc@yahoo.com ঠিকানায় কোম্পানির আরটিএ-কে লিখে এগুলির একটি প্রতিলিপি চাইতে পারেন। এছাড়া এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিটি সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাবে।

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যেঃ

১) কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ১০৮ ধারা (তদনুযায়ী সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০ নম্বর বিধির সাথে পঠিত), সেবি এলওডিআর প্রবিধানের ৪৪ নম্বর প্রবিধান এবং ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক সাধারণ সভার বিষয়ে জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (এসএস-২)-এর প্রযোজ্য বিধানাবলি অনুযায়ী, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয়গুলোর ওপর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোট প্রদানের সুবিধা প্রদান করছে। কোম্পানি 'রিমোট ই-ভোটিং' (সভার বাইরে থেকে ভোটদান) এবং বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে। রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট প্রদানের পদ্ধতি ও নির্দেশাবলি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

২) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর কার্যক্রম শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক ভোটিং-এর মাধ্যমেই সম্পন্ন করা হবে। ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (শুক্রবার)-যা 'কাট-অফ তারিখ' হিসেবে নির্ধারিত-সেই তারিখে সদস্যদের রেজিস্টার বা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত 'বেনিফিশিয়াল ওনার্স' (প্রকৃত মালিক)-এর রেজিস্টারে যাদের নাম রয়েছে, তারা 'রিমোট ই- ভোটিং' সুবিধা গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (মঙ্গলবার) সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) শুরু হবে এবং ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। এরপর ভোট প্রদানের জন্য সিডিএসএল -এর রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে। কোনো সদস্য কোনো প্রস্তাবের ওপর ভোট প্রদান করলে, পরবর্তীতে তা আর পরিবর্তন করা যাবে না। কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ (শুক্রবার)-এর মধ্যে যারা সদস্য নন, তাদের জন্য এই বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্য জানার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে।

৩) বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং-এর সুবিধাও উপলব্ধ থাকবে। যে সদস্যরা ভিডিও কনফারেন্সিং বা অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম -এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করবেন এবং যারা এর আগে 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে ভোট দেননি-অথচ ভোট প্রদানের জন্য যোগ্য-তাঁরা CDSL-এর প্রদত্ত ই-ভোটিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সভার চলাকালীন ভোট দিতে পারবেন।

যেসব সদস্য সভার আগেই 'রিমোট ই-ভোটিং'-এর মাধ্যমে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, তাঁরা VC/OAVM-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন ঠিকই, কিন্তু সভার সময় পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।

৪) যে সকল সদস্য নোটিশ পাঠানোর পরে কিন্তু 'কাট-অফ ডেট' (অর্থাৎ শুক্রবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬)-এর আগে শেয়ার অর্জন করে কোম্পানির সদস্য হয়েছেন, তাঁরা এজিএম -এর নোটিশে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ সিডিএসএল -এর সাথে যোগাযোগ করে ই-ভোটিংয়ের জন্য তাঁদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড / লগইন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

যেসব সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইতিমধ্যেই সিডিএসএল-এ নিবন্ধিত আছেন, তাঁরা প্রযোজ্য পদ্ধতি সাপেক্ষে তাঁদের বর্তমান লগইন সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করতে পারেন।

৫) নোটিশ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিতে উল্লিখিত সমস্ত নথিপত্র কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা -এর দিন পর্যন্ত (ঐ দিনটি সহ) সদস্যদের দ্বারা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এবং কোনো ফি প্রদান ছাড়াই পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে।

যেসব সদস্য এই নথিপত্রগুলি পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক, তাঁরা তাঁদের নাম এবং ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি ও ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে তাঁদের নিবন্ধিত ই-মেইল ঠিকানা থেকে contactus@dianatea.in-এ অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

৬) CDSL ই- ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে এজিএম -এ অংশগ্রহণ এবংঅথবা ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, সদস্যরা www.evotingindia.com-এর 'হেল্প' বিভাগে উপলব্ধ 'সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী' ও ই-ভোটিং ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ই-মেইল করতে পারেন কিংবা টোল-ফ্রি নম্বর ১৮০০-২১-০৯৯১১-এ যোগাযোগ করতে পারেন। ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোটদান সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগের বিষয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে- শ্রী রাকেশ দলভি, সিনিয়র ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফাতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশি মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০ ০১৩-এর ঠিকানায় অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ ই-মেইল বা ১৮০০-২১-০৯৯১১ নম্বরে কল করা যেতে পারে।

এতদ্বারা আরও জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৯১ নম্বর ধারা এবং সেবি এলওডিআর প্রবিধানের ৪২ নম্বর প্রবিধানের প্রাসঙ্গিক বিধান অনুযায়ী, ১১৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য রেজিস্টার এবং শেয়ার হস্তান্তর সংক্রান্ত নথিপত্র শনিবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত (উভয় দিনসহ) বন্ধ থাকবে।

যেকোনো সহায়তার জন্য, সদস্যরা কোম্পানির সাথে contactus@dianatea.in ইমেইলে অথবা আরটিএ-এর সাথে mdpldc@yahoo.com ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারেন।

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে,
স্বাক্ষর /-
নম্রতা সরাফ
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং A40824

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ১৯ আগস্ট, ২০২৬

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 185 — Tender Notice Date: 19/8/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 185/8/2026-2027 (Electrical)** dated 19/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 19/08/2026, 1 pm).

Last date of E-Submission: 5/9/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 186 — Tender Notice Date: 19/8/2026

NOTICE INVITING E-TENDER

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 186/8/2026-2027 (Electrical)** dated 19/08/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 25/08/2026, 1 pm).

Last date of E-Submission: 5/9/2026.

Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ (**ডিইএন/এসপিএল/হাওড়ার** অধিকারক্ষেত্রের জন্য) নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **এনআইটি নংঃ ১৯২_২০২৬-২৭, কাজের বিবরণঃ** (১) এসএসই ডব্লু ডানকুনি-ডানকুনি নিউ কলোনী (১), (২) এসএসই ডব্লু বালি-হরিপাল কোয়ার্টার এরিয়া-১, নালিকুল কোয়ার্টার এরিয়া-১, সিঙ্গুর কোয়ার্টার এরিয়া-১, ভদ্রেশ্বর স্টেশন ওএইচ ট্যাঙ্ক-১, চন্দননগর ওএইচ ট্যাঙ্ক-১, চুঁচুড়া ওএইচ ট্যাঙ্ক-১, হুগলী ওএইচ ট্যাঙ্ক-১, (৩) এসএসই ডব্লু আজিমগঞ্জ ইস্ট কলোনী/আজিমগঞ্জ (এডিইএন/আজিমগঞ্জ অফিসের সামনে) (১), ওয়েস্ট কলোনী/ আজিমগঞ্জ (এসএসই/জেনারেল/আজিমগঞ্জ অফিসের পাশে) (১)-এর অধীনে হাওড়া ডিভিসনে ওভারহেড আরসিসি ট্যাঙ্কের রিহ্যাবিলিটেশন এবং মেরামতি কাজ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৪০,৫২,১৯৫.১০ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,৮১,১০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য (টাকা)ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ০৯ (নয়) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের তারিখে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান-ই-টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-289/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/সেলস্, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এর **সেপ্টেম্বর, ২০২৬ মাসের জন্য ই-অকশন কর্মসূচী।**

নং. এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৬-২৭ — **তারিখঃ ১৭.০৮.২০২৬**

ক্র.নং.	ডিপো/ডিভিসন	অধিকারক্ষেত্র	তারিখ		
১	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো	বেলুড় স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড ডিপো ও লিলুয়া ওয়ার্কশপ	০৩.০৯.২০২৬	১৬.০৯.২০২৬	২৫.০৯.২০২৬
২	হালিশহর ডিপো	হালিশহর ডিপো ও কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপ	০৮.০৯.২০২৬	২২.০৯.২০২৬	২৯.০৯.২০২৬
৩	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো ও জামালপুর ওয়ার্কশপ	০৯.০৯.২০২৬	২৩.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৬
৪	হাওড়া ডিভিসন	হাওড়া ডিভিসন	১০.০৯.২০২৬	২১.০৯.২০২৬	২৯.০৯.২০২৬
৫	আসানসোল ডিভিসন	আসানসোল ডিভিসন	০২.০৯.২০২৬	১১.০৯.২০২৬	২৪.০৯.২০২৬
৬	শিয়ালদহ ডিভিসন	শিয়ালদহ ডিভিসন	০৭.০৯.২০২৬	১৬.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৬
৭	মালদা টাউন ডিভিসন	মালদা টাউন ডিভিসন	০৮.০৯.২০২৬	১৮.০৯.২০২৬	২৮.০৯.২০২৬

STORES-30/2026-27 — চিফ মেটেরিয়ালস্ ম্যানেজার/সেলস্

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল বিল্ডিং, ১৩তম তল,
জহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও তিন মাসের জন্য একক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

(টাকা লক্ষে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তির জন্য			বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত		বছর সমাপ্তি
	৩০.০৬.২০২৬	৩১.০৩.২০২৬	৩০.০৬.২০২৫	৩০.০৬.২০২৫	৩০.০৬.২০২৫	৩১.৩.২০২৬
	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
I. অপারেশন থেকে আয়						
(a) অপারেশন থেকে আয়	১২,৬৭৫.৭৪	১২,৫৮৯.৬৭	১০,৭৮৯.৩২	১২,৬৭৫.৭৪	১০,৭৮৯.৩২	৫২,০০৮.০৫
(b) অন্যান্য আয়	৪৪.৮০	৫৩.৭৮	১৪.৮৫	৪৪.৮০	১৪.৮৫	১৪৯.৮৮
মোট আয় (a+b)	১২,৭২০.৫৪	১২,৬৪৩.৪৫	১০,৮০৪.১৭	১২,৭২০.৫৪	১০,৮০৪.১৭	৫২,১৫৭.৯২
II. ব্যয়						
(a) ব্যবহৃত উপকরণের ব্যয়	৮,৪৬৬.৩৬	৭,৯৯৯.৬৭	৭,০৯৯.৬৬	৮,৪৬৬.৩৬	৭,০৯৯.৬৬	৩৫,৫৬৯.১৭
(b) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ পণ্য ক্রয়	-	-	-	-	-	-
(c) মজুদ পণ্যের পরিবর্তন	(২০৮.৩১)	(৫.৫৩)	(১৫১.৯৯)	(২০৮.৩১)	(১৫১.৯৯)	(১৮৫.৪১)
(d) কর্মচারী সুবিধা-সংক্রান্ত ব্যয়	৫২৭.৬১	৭০৯.৮৪	৪৮২.০৯	৫২৭.৬১	৪৮২.০৯	২,২৭৫.৩৮
(e) অর্থায়ন ব্যয়	৪৭৯.৯৫	৬৩৪.২৮	২৮১.৩৫	৪৭৯.৯৫	২৮১.৩৫	১,৭২২.৫৫
(f) অবচয় / অবলোপন ব্যয়	২৯৯.৮০	২৯৬.১৭	২৬৫.১৫	২৯৯.৮০	২৬৫.১৫	১,২১১.৩২
(g) অন্যান্য ব্যয়	১,৮৩৫.২২	২,০৬৪.০৬	১,৬৫১.১৩	১,৮৩৫.২২	১,৬৫১.১৩	৭,১০৮.৩৫
মোট আয় (II)	১১,৪০০.৬২	১১,৬৯৮.৪৯	৯,৬২৭.৩৯	১১,৪০০.৬২	৯,৬২৭.৩৯	৪৭,৭০১.৩৬
III. বিশেষ দফা ও কর-পূর্ববর্তী মুনাফা/(লোকসান)	১,৩১৯.৯২	৯৪৪.৯৫	১,১৭৬.৭৮	১,৩১৯.৯২	১,১৭৬.৭৮	৪,৪৫৬.৫৭
IV. অসাধারণ ও পূর্ববর্তী সময়ের দফা	-	৩১.৯৩	-	-	-	(২৬.৫৩)
V. কর-পূর্ব মুনাফা	১,৩১৯.৯২	৯৭৬.৮৮	১,১৭৬.৭৮	১,৩১৯.৯২	১,১৭৬.৭৮	৪,৪৩০.০৪
VI. কর বাবদ ব্যয়						
(a) করের জন্য সংস্থান - চলতি বছর	৩৪০.৭৫	২৪৪.৬৮	২৯৫.০৯	৩৪০.৭৫	২৯৫.০৯	১,০৮৬.৫২
(b) করের জন্য সংস্থান - পূর্ববর্তী বছর	-	-	-	-	-	১৪৫.০১
(c) স্থগিত কর	(১.৮৫)	১০.৩৭	(১.৫৮)	(১.৮৫)	(১.৫৮)	৬০.০৪
(d) বাদঃ এমএটি ক্রেডিট প্রাপ্তির অধিকার	-	-	-	-	-	-
মোট কর ব্যয় (VI)	৩৩৮.৯০	২৫৫.০৫	২৯৩.৫১	৩৩৮.৯০	২৯৩.৫১	১,২৯১.৫৭
VII. আলোচ্য সময়ের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (V-VI)	৯৮১.০২	৭২১.৮৩	৮৮৩.২৭	৯৮১.০২	৮৮৩.২৭	৩,১৩৮.৪৭
বাদঃ মুনাফায় সংখ্যালঘু অংশের হিস্যা	-	-	২২৯.৬৫	-	-	১০৫.১৬
VIII. পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৯৮১.০২	৭২১.৮৩	৬৫৩.৬২	৯৮১.০২	৮৮৩.২৭	৩,০৩৩.৩১
IX. পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	২,১৮২.০০	২,১৮২.০০	২,১৮২.০০	২,১৮২.০০	২,১৮২.০০	২,১৮২.০০
ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয়						
(a) মৌলিক (টাকা)	৪.৫০	৩.৩১	৪.০৫	৪.৫০	৪.০৫	১৪.৩৮
(b) মিশ্রিত (টাকা)	৪.৫০	৩.৩১	৪.০৫	৪.৫০	৪.০৫	১৪.৩৮

মন্তব্যঃ

১. ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের জন্য অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড ('মূল কোম্পানি') এবং এর সহযোগী কোম্পানিগুলোর (মূল কোম্পানি ও এর সহযোগী কোম্পানিগুলোকে একত্রে গ্রুপ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে) সমন্বিত ও নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফল (বিবরণী) অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ১৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক তা অনুমোদিত ও নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এই বিবরণীটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.annapurnasnacks.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিত)-এর রেগুলেশন ৩৩-এর আওতায় কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক একটি সীমিত পর্যালোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে।

২. উপরে উল্লিখিত সমন্বিত ও নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলসমূহ গ্রুপ কর্তৃক অনুসৃত হিসাবরক্ষণ কাঠামো এবং অন্যান্য স্বীকৃত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও নীতিমালার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। গ্রুপটিকে প্রযোজ্য ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (Ind AS) অনুযায়ী তার সমন্বিত আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করতে হয়। তবে, স্বাধীন নিরীক্ষকের পর্যালোচনা প্রতিবেদনে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত এমন পর্যাপ্ত তথ্য, সহায়ক হিসাব-নিকাশ ও নথিপত্র পাওয়া যায়নি যা দিয়ে এই বিবরণীতে প্রযোজ্য Ind AS প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত সম্ভাব্য আর্থিক প্রভাব (সমন্বিত ফলাফলের ওপর প্রভাবসহ) নির্ধারণ ও পরিমাপ করা সম্ভব হতো।

৩. সমন্বিত ও নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলের মধ্যে নিম্নলিখিত সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ফলাফল অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ
- মধুর কনফেকশনার্স প্রাইভেট লিমিটেড
- জিম্বা ফুড প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বনামঃ অন্নপূর্ণা স্ন্যাকস প্রাইভেট লিমিটেড)
- প্রসপারিটি সিকিউরিটিজ ব্রোকিং প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বনামঃ উনপ ফুডস ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড) এবং
- অ্যান্ড্রি এগ্রো ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড।

৪. ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকে, অ্যান্ড্রি এগ্রো ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনের ৫৭.১৪ শতাংশ অধিগ্রহণ এবং এর ফলে কোম্পানি কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখ থেকে কোম্পানির একটি সাবসিডিয়ারি বা অঙ্গপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

৫. ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখের সম্পূরক চুক্তির আওতায়, কোম্পানি অ্যান্ড্রি এগ্রো ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড' কর্তৃক ইস্যুকৃত নতুন ইকুইটি শেয়ার সাবস্ক্রাইব করার প্রস্তাব করেছে। এর ফলে, প্রযোজ্য আইন এবং লেনদেন সংক্রান্ত নথিপত্রে উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে, কোম্পানিতে শেয়ারের মোট মালিকানার পরিমাণ ৫৭.১৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭৫ শতাংশ-এ উন্নীত হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৬. উপরে উল্লিখিত নোট ২-এ বর্ণিত বিষয়টি সাপেক্ষে, প্রযোজ্য একত্রীকরণ নীতিমালার আলোকে সাবসিডিয়ারিগুলোর আর্থিক ফলাফল একত্রীকরণের মাধ্যমে এই একত্রিত নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করা হয়েছেন্ড. একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে কোম্পানির কাছে সরবরাহকৃত অন্তর্বর্তীকালীন আর্থিক বিবরণীআর্থিক তথ্য/ আর্থিক ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সাবসিডিয়ারিগুলোর আর্থিক ফলাফল এই একত্রিত নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফল প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

৮. ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের পরিসংখ্যানগুলো (যেখানে প্রযোজ্য) মূলত ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত পূর্ণ অর্থবছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত প্রকাশিত নিরীক্ষাবিহীন ইয়ার-টু-ডেট (বছরের শুরু থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) পরিসংখ্যানের মধ্যকার পার্থক্য বা ব্যালেন্সিং ফিগারকে নির্দেশ করে উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী প্রকাশিত সেই পরিসংখ্যানগুলো সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক কর্তৃক সীমিত পর্যালোচনার আওতাভুক্ত ছিল।

৯. বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে পূর্ববর্তী সময়কালবছরের পরিসংখ্যানগুলো পুনরায় বিন্যস্ত বা শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টদের জন্য এবং পক্ষে
অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড
স্বা/-
শ্রীরাম বাগলা
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিআইএনঃ ০১৮৯৫৪৯৯

তারিখঃ ১৯.০৮.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিসঃ চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল বিল্ডিং, ১৩তম তল,
জহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও তিন মাসের জন্য একক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী

(টাকা লক্ষে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তির জন্য			বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত		বছর সমাপ্তি
	৩০.০৬.২০২৬	৩১.০৩.২০২৬	৩০.০৬.২০২৫	৩০.০৬.২০২৫	৩০.০৬.২০২৫	৩১.৩.২০২৬
	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
I. অপারেশন থেকে আয়						
(a) অপারেশন থেকে আয়	১০,৮২৯.৪০	৯,১৮৫.৩৭	৮,৮৭২.৯৭	১০,৮২৯.৪০	৮,৮৭২.৯৭	৪১,৪৯২.২৭
(b) অন্যান্য আয়	৪০.৫৫	৪৮.৭৪	১২.৭৯	৪০.৫৫	১২.৭৯	৮১.৭৬
মোট আয় (a+b)	১০,৮৬৯.৯৫	৯,২৩৪.১১	৮,৮৮৫.৭৭	১০,৮৬৯.৯৫	৮,৮৮৫.৭৭	৪১,৫৭৪.০৩
II. ব্যয়						
(a) ব্যবহৃত উপকরণের ব্যয়	৭,১৬৯.৬৫	৫,৭২৯.৭৫	৫,৭১৫.২৭	৭,১৬৯.৬৫	৫,৭১৫.২৭	২৮,৩৯৮.৯৯
(b) বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মজুদ পণ্য ক্রয়	-	-	-	-	-	-
(c) মজুদ পণ্যের পরিবর্তন	(১৮.২২)	১.৯৮	(৮২.৬৩)	(১৮.২২)	(৮২.৬৩)	(১৫৫.৩৭)
(d) কর্মচারী সুবিধা-সংক্রান্ত ব্যয়	৩৯৪.৩১	৫২৫.০৯	৩৭৬.০৮	৩৯৪.৩১	৩৭৬.০৮	১,৭২২.২১
(e) অর্থায়ন ব্যয়	৪২৬.৮১	৫৭১.৬২	২৫৫.৩২	৪২৬.৮১	২৫৫.৩২	১,৫৫৪.৩৯
(f) অবচয় / অবলোপন ব্যয়	২০১.৯৫	১৯৮.০৮	১৯৫.২০	২০১.৯৫	১৯৫.২০	৮৭৫.২৪
(g) অন্যান্য ব্যয়	১,৬১৮.০৫	১,৬৯৮.৫০	১,৪৩০.৭১	১,৬১৮.০৫	১,৪৩০.৭১	৫,৯০৪.৭৭
মোট আয় (II)	৯,৭৯২.৫৪	৮,৭২৫.০৩	৭,৮৮৯.৯৫	৯,৭৯২.৫৪	৭,৮৮৯.৯৫	৩৮,৩০০.২৩
III. বিশেষ দফা ও কর-পূর্ববর্তী মুনাফা/(লোকসান)	১,০৭৭.৪১	৫০৯.০৮	৯৯৫.৮২	১,০৭৭.৪১	৯৯৫.৮২	৩,২৭৩.৭৯
IV. অসাধারণ ও পূর্ববর্তী সময়ের দফা	-	-	-	-	-	(১.০২)
V. কর-পূর্ব মুনাফা	১,০৭৭.৪১	৫০৯.০৮	৯৯৫.৮২	১,০৭৭.৪১	৯৯৫.৮২	৩,২৭২.৭৭
VI. কর বাবদ ব্যয়						
(a) করের জন্য সংস্থান - চলতি বছর	২৮০.১৩	১২৭.৭৩	২৪৯.৮৫	২৮০.১৩	২৪৯.৮৫	৮০২.৭৪
(b) করের জন্য সংস্থান - পূর্ববর্তী বছর	-	-	-	-	-	১৪৫.০১
(c) স্থগিত কর	-	-	-	-	-	১৮.৫৫
(d) বাদঃ এমএটি ক্রেডিট প্রাপ্তির অধিকার	-	-	-	-	-	-
মোট কর ব্যয় (VI)	২৮০.১৩	১২৭.৭৩	২৪৯.৮৫	২৮০.১৩	২৪৯.৮৫	৯৬৬.৩০
VII. আলোচ্য সময়ের নিট মুনাফা / (ক্ষতি) (V-VI)	৭৯৭.২৮	৩৮১.৩৬	৭৪৫.৯৭	৭৯৭.২৮	৭৪৫.৯৭	২,৩০৬.৪৭
VIII. পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটির অভিহিত মূল্য ১০ টাকা)	২,১৮২.০০	২,১৮২.০০	২,১৮২.০০	২,১৮২.০০	২,১৮২.০০	২,১৮২.০০
ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয়						
(a) মৌলিক (টাকা)	৩.৬৫	১.৭৫	৩.৪২	৩.৬৫	৩.৪২	১০.৫৭
(b) মিশ্রিত (টাকা)	৩.৬৫	১.৭৫	৩.৪২	৩.৬৫	৩.৪২	১০.৫৭

মন্তব্যঃ

১. ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের জন্য অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর নিরীক্ষাবিহীন একক আর্থিক ফলাফল ('বিবরণী') অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ১৮ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক তা অনুমোদিত ও নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এই বিবরণীটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.annapurnasnacks.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিত)-এর রেগুলেশন ৩৩-এর আওতায় কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক একটি সীমিত পর্যালোচনা সম্পন্ন করা হয়েছে।

২. উপরোক্ত নিরীক্ষাবিহীন একক আর্থিক ফলাফলসমূহ কোম্পানি কর্তৃক অনুসৃত হিসাবরক্ষণ কাঠামো এবং অন্যান্য স্বীকৃত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ও নীতিমালার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে। কোম্পানিকে প্রযোজ্য ভারতীয় হিসাবরক্ষণ মানদণ্ড অনুযায়ী তার আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত করতে হয়। তবে, স্বতন্ত্র নিরীক্ষকের পর্যালোচনা প্রতিবেদনে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, এই আর্থিক ফলাফলগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য Ind AS প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত সম্ভাব্য আর্থিক প্রভাব (যদি থাকে) নির্ধারণ ও পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত তথ্য এবং সহায়ক হিসাব-নিকাশ পর্যালোচনা প্রতিবেদনের তারিখ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

৩. Ind AS ১০৮, অপারেটিং সেগমেন্টস-এ বর্ণিত নির্দেশিকা বা মূলনীতি অনুযায়ী, কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম একটিমাত্র অপারেটিং সেগমেন্টের অন্তর্ভুক্ত ফলে, Ind AS ১০৮-এর আওতাভুক্ত তথ্য প্রকাশের আবশ্যিক শর্তাবলি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৪. ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের জন্য নিরীক্ষিত একক আর্থিক ফলাফলে উল্লিখিত সংখ্যাগুলো হলো-৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত পূর্ণ অর্থবছরের নিরীক্ষিত সংখ্যা এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিক পর্যন্ত প্রকাশিত অনিরীক্ষিত 'ইয়ার-টু-ডেট' সংখ্যার মধ্যকার পার্থক্য বা ভারসাম্য রক্ষাকারী সংখ্যা উল্লেখ্য যে, উক্ত অনিরীক্ষিত সংখ্যাগুলো বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সীমিত পর্যালোচনার আওতাভুক্ত ছিল।

৫. কোম্পানি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের জন্য সমন্বিত ও নিরীক্ষাবিহীন আর্থিক ফলাফলও প্রস্তুত করেছে। এই সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কোম্পানি এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ফলাফল।

৬. ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকে, 'অ্যান্ড্রি এগ্রো ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধনের ৫৭.১৪ শতাংশ অধিগ্রহণ এবং এর ফলে নিয়ন্ত্রণ লাভের প্রেক্ষিতে, ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখ থেকে কোম্পানিটি এই প্রতিষ্ঠানের একটি সাবসিডিয়ারি বা অঙ্গপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

৭. ৩০ জুন ২০২৬ তারিখের সম্পূরক চুক্তি অনুযায়ী, কোম্পানি 'অ্যান্ড্রি এগ্রো ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড' কর্তৃক ইস্যুকৃত নতুন ইকুইটি শেয়ার গ্রহণের প্রস্তাব করছে এর ফলে প্রযোজ্য আইন এবং লেনদেন সংক্রান্ত নথিপত্রে উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে কোম্পানির মোট শেয়ার ধারণের পরিমাণ ৫৭.১৪ থেকে বেড়ে ৭৫-এ উন্নীত হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮. বর্তমান মেয়াদের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে পূর্ববর্তী সময়কাল বা বছরের হিসাবের উপাত্তসমূহ পুনরায় বিন্যস্ত বা পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টদের জন্য এবং পক্ষে
অন্নপূর্ণা স্বাদিষ্ট লিমিটেড
স্বা/-
শ্রীরাম বাগলা
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
ডিআইএনঃ ০১৮৯৫৪৯৯

তারিখঃ ১৯.০৮.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

ড্রাগ টেস্টে কোকেন পজিটিভ, টেনিস থেকে নির্বাসিত কিরিয়স

ডোপ পরীক্ষায় চূড়ান্ত ব্যর্থ। শরীরে মিলেছে নিষিদ্ধ মাদক। ফলস্বরূপ টেনিস থেকে সাময়িকভাবে নির্বাসিত হলেন নিক কিরিয়স। ড্রাগ টেস্টে কোকেন পজিটিভ হওয়ার পর নিজের দোষ নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছেন এই অস্ট্রেলীয় তারকা। বিশ্ব টেনিস মহলে এই খবর রীতিমতো আলোড়ন ফেলেছে। গত ২২ জুন মায়োর্কা ওপেন চলাকালীন তাঁর নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষার পর সেই নমুনায় 'বেনজয়েলেকগোনিন'-এর উপস্থিতি মিলেছে। এটি মূলত কোকেনের একটি মেটাবোলাইট। ইতোমধ্যে কড়া পদক্ষেপ করেছে ইন্টারন্যাশনাল টেনিস ইন্টিগ্রিটি এজেন্সি। গত ৪ আগস্ট থেকে তাঁকে সাময়িকভাবে নির্বাসিত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ ছিল কিরিয়সের হাতে। তবে এখনও পর্যন্ত সেই পথে হাঁটেননি তিনি। বিশ্ব অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সির নিষিদ্ধ তালিকায় কোকেন একটি উদ্দীপক এবং অপব্যবহারযোগ্য পদার্থ

হিসেবে চিহ্নিত। টুর্নামেন্টের বাইরে এই মাদক ধরা পড়লে শাস্তির মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হয়। কিন্তু কিরিয়সের নমুনা নেওয়া হয়েছিল প্রতিযোগিতা চলাকালীন। ওই প্রতিযোগিতার সিঙ্গলসে খেলছিলেন তিনি। প্রথম রাউন্ডেই অ্যাডাম ওয়ালটনের কাছে হেরে বিদায় নেন। ডোপিংয়ের খবর প্রকাশ্যে আসতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খোলেন প্রাক্তন ১৩ নম্বর তারকা। ইনস্টাগ্রামে এক দীর্ঘ বার্তায় অনুতপ্ত কিরিয়সের বক্তব্য, ''আমি একটা মস্ত বড় ভুল করেছি। এর সম্পূর্ণ দায়ভার আমি নিচ্ছি।'' চোট-আঘাতের কারণে গত কয়েক বছর ধরেই কোর্টের বাইরে। সেই হতাশার কথাই ফুটে উঠেছে কিরিয়সের পোস্টে। জানান, ''গত কয়েক বছরের চোট আমার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে আমি বিধ্বস্ত। আমার মন যা চাইছে, শরীর তা করতে পারছে না।'' কেরিয়ারের সায়াহ্নে এসে এই উপলব্ধি মেনে নেওয়া কঠিন। কিরিয়সের কথায়, ''কেরিয়ারের শেষের দিকে চলে এসেছি, এটা মেনে নেওয়া আমার কল্পনার চেয়েও কঠিন ছিল। তবে আমি যা করেছি, তার কোনও অজুহাত হয় না।''

মানবের ভেল্কিতে শ্রীলঙ্কাকে হেলায় হারাল ভারত

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার দৌড়ে বড় লাফ

সংবাদ সংস্থা, গল, ১৯ আসস্টঃ গলের ঘূর্ণি পিচে অবশেষে স্পিন-জুজু উবে গেল। পঞ্চম দিনে শ্রীলঙ্কার জেদি প্রতিরোধ শেষ। ১৬৫ রানের বিশাল জয়। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আরও একধাপ এগোল টিম ইন্ডিয়া। প্রথম টেস্টে জয়ের আসল কারিগর মানব সুতার। ৫৫ রানে ৬ উইকেট। তাঁর ঘূর্ণিতেই দিশেহারা বিপক্ষ। ভারতের স্পিন খেলার ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল দীর্ঘদিন ধরে। নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ঘরের মাঠে জোড়া হারে গুঞ্জন আরও বেড়েছিল। গলে সিরিজের প্রথম টেস্টে সেই শঙ্কা সম্পূর্ণ দূর করলেন শুভমান গিল বাহিনী। শেষ দিনে জয়ের জন্য ভারতের দরকার ছিল ৬টি উইকেট। লক্ষ্য ৩৭২ রান। বৃষ্টি নামার প্রবল সম্ভাবনা। তাই দ্রুত উইকেট তোলাই ছিল প্রাথমিক টার্গেট। কিন্তু সকালে ধনঞ্জয় ডি সিলভা এবং সোনাল দিনুশা মাটি কামড়ে পড়েছিলেন। স্পিনারদের বিরুদ্ধে ধনঞ্জয় অবলীলায় কাট ও ব্লক করছিলেন। দিনুশা মারছিলেন অনায়াস সুইপ। পিচ থেকে ভারতীয় বোলারদের বিন্দুমাত্র সাহায্য জোটেনি। এমন

সময় বার্তা পাঠান হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। রবীন্দ্র জাদেজাকে আলাদা করে ডেকে কথা বলেন তিনি। প্রান্ত ও বোলিং অ্যাঙ্গেল বদলানোর স্পষ্ট নির্দেশ দেন। কোচের এই কৌশল ম্যাজিকের মতো কাজ করে। স্টাম্প লক্ষ্য করে টানা বল করতে থাকেন জাদেজা। তাতেই ধৈর্য হারান লঙ্কান অধিনায়ক। প্যাডেল সুইপ করতে গিয়ে টপ-এজ। ভেঙে যায় ৯৫ রানের শক্ত জুটি। ৭১ রান দিয়ে ১টি উইকেট ছিনিয়ে নেন জাদেজা। লাঞ্চের ঠিক আগে নিরোশান ডিকওয়েলার আউট টার্নিং পয়েন্ট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা এই ব্যাটারের কাছে বড় ইনিংসের প্রত্যাশা ছিল টিমের। প্রথম ইনিংসে দিনুশার সঙ্গে ১৪৬ রানের পার্টনারশিপ গড়েছিলেন। কিন্তু যশস্বী জয়সওয়ালের পাতা ফাঁদে পা দেন তিনি। ওভার বাউন্ডারি মারার জন্য ডিকওয়েলাকে ক্রমাগত উস্কানি দিয়ে যান যশস্বী। মেজাজ হারিয়ে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর বলে আক্রমণাত্মক কাট শট। বল সোজা উইকেটকিপারের হাতে। এই উইকেটেই ভারতের জয়ের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। লাঞ্চের পর ৭৬তম ওভারে দিনুশার লড়াই থামে। ১২৮ বলে ৮৪ রান করে আউট হন তিনি। টার্নিং ট্র্যাকে দুর্দান্ত ব্যাটিং করছিলেন। রাউন্ড দ্য উইকেট থেকে বল করে তাঁকে লেগ স্লিপে ক্যাচ দিতে বাধ্য করেন মানব। ম্যাচে ১৮৪ রান করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন দিনুশা। এরপর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে শ্রীলঙ্কা। একই ওভারে প্রভাত জয়সূর্য ও লাহিরু কুমারাকে ফেরান মানব। প্রভাত ক্লিন বোল্ড হন। লাহিরু উইকেটকিপারের হাতে ক্যাচ দেন। রিভিউ নেননি। এটি ছিল মানবের পঞ্চম উইকেট। টানা দ্বিতীয় টেস্টে পাঁচ উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন তরুণ স্পিনার। শেষমেশ দ্বিতীয় সেশনে মাত্র ২০৬ রানে অলআউট শ্রীলঙ্কা। সিরিজের প্রথম টেস্ট জিতে নিল ভারত।

ব্রাজিল-মহড়ার মধ্যে বড় চমক!

ভারতে আসতে পারে কেপ ভার্দে

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্টঃ দেশের ফুটবলপ্রেমীদের জন্য আরও এক সুসংবাদ। আগামী ৩ অক্টোবর কলকাতায় পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিরুদ্ধে হাই-প্রোফাইল ম্যাচ খেলবে ভারত... এটা তো পুরনো খবর। এবার সেই ম্যাচের আগে বা পরে আরও এক চমক আসতে চলেছে। সদ্যসমাপ্ত ফিফা বিশ্বকাপে সাড়া জাগানো কেপ ভার্দের বিরুদ্ধেও ভারতের আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি খেলার প্রবল সম্ভাবনা। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবরের মধ্যে এই ম্যাচ বিরুদ্ধে ২-২ গোলে রোমাঞ্চকর অমীমাংসিত দ্বৈরথ। তারপর সৌদি আরব। ফের গোলশূন্য ড্র করে সরাসরি নক-আউটে পা রাখে কেপ ভার্দে। এই অবিশ্বাস্য জার্নি শেষ হয় গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্তিনার বিরুদ্ধে। তবে সেই লড়াইও ছিল হাড্ডাহাড্ডি। দু'বার পিছিয়ে পড়েও সমতা ফেরায় আফ্রিকান দলটি। শেষমেশ অতিরিক্ত সময়ে ৩-২ গোলে পরাজয়। ফুটবল মানচিত্রে কেপ ভার্দের উত্থান অবিশ্বাস্য। আয়তনের দিক থেকে বিশ্বকাপ খেলা সবচেয়ে ছোট দেশ হিসেবে ইতিহাস গড়েছে তারা। অন্যদিকে,

আয়োজিত হতে পারে। আগামী অক্টোবরে ফুটবলের মেগা ফিয়েস্তা। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নামছে ভারত। তার ঠিক আগে বা পরে আফ্রিকার ছোট দেশ কেপ ভার্দের সঙ্গে লড়াই। সূচি অনুযায়ী, ম্যাচের দিনক্ষণ ও মাঠ এখনও চূড়ান্ত নয়। তবে এই আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ঘিরে আলোচনা অনেক দূর গড়িয়েছে। সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এক আধিকারিক জানান,''কথা চলছে, তবে এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবরের মধ্যে ভারতের কেপ ভার্দেকে আতিথেয়তা দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।'' আরও যোগ করেন, ''আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত হওয়ার পরেই মাঠ ও তারিখ ঠিক হবে। পদ্ধতি ও আলোচনা চলছে। আশা করা যায়, খুব শিগগিরই বিষয়টি চূড়ান্ত হবে।'' ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে বর্তমানে ৬৪ নম্বরে রয়েছে কেপ ভার্দে। তবে পরিসংখ্যান দিয়ে তাদের মাপা কঠিন। ছাব্বিশের বিশ্বকাপে প্রথমবার যোগ্যতা অর্জন করেই তাক লাগিয়ে দেন ভোজিনিহারা। অভিষেক বিশ্বকাপে অপরাজিত থেকে গ্রুপ পর্ব পেরোয় এই খুদে দেশ। শেষ বত্রিশের রাউন্ডে তাদের লড়াকু মানসিকতা নজর কাড়ে গোটা বিশ্বের। গ্রুপ পর্বে চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র। উরুগুয়ের মতো শক্তিশালী দলের আইসল্যান্ডের পর দ্বিতীয় সর্বনিম্ন জনসংখ্যার দেশ হিসেবেও বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন। এমন ছন্দে থাকা টিমের বিরুদ্ধে খেলাটাই ভারতের জন্য বড় পরীক্ষা হতে চলেছে। একদিকে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা শক্তি ব্রাজিল। অন্যদিকে তারুণ্য ও গতির মিশেলে তৈরি আফ্রিকার এই অপ্রতিরোধ্য দল। পরপর দুই হাই-ভোল্টেজ ফ্রেন্ডলি ম্যাচ ঘিরে এখন থেকে উন্মাদনা তুঙ্গে। ব্লু টাইগার্সদের সামনে এ এক কড়া চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি, ঘরের মাঠে দর্শকদের জন্য বড় পাওনা। সব মিলিয়ে পুজোর আগে ফুটবলের এই জোড়া লড়াই নিঃসন্দেহে ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে। ব্রাজিল ম্যাচ নিয়ে খুব সতর্ক ফেডারেশন। মাস কয়েক আগে লিও মেসি কলকাতায় আসার পর কী ঘটেছিল, সেই বিষয়ে সবাই জানেন। তাই সেই ঘটনা থেকেই শিক্ষা নিয়ে খুব সতর্ক ফেডারেশন। শোনা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই আইএফএ-র সঙ্গে ম্যাচ আয়োজন নিয়ে মিটিং করেছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। দিন কয়েকের মধ্যেই ব্রাজিলের অফিশিয়ালরা কলকাতা আসবেন ম্যাচ আয়োজনের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থাপনা দেখতে। তবে ভিনিসিয়াসদের আগমনদের মধ্যেই কেপ ভার্দের আসার খবরে উল্লসিত ফুটবল সমর্থকরা।

হাফডজন গোলে প্রোটিয়াদের উড়িয়ে হকি বিশ্বকাপে গ্রুপশীর্ষে ভারতের মেয়েরা

সংবাদ সংস্থা, আমস্টেলভিন, ১৯ আগস্টঃ খাতায়কলমে বিশাল বড় জয়। স্কোরলাইন ৬-১। বিশ্বকাপে এটিই ভারতীয় মহিলা দলের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়ের রেকর্ড। মঙ্গলবার আমস্টেলভিনের ভাগেনার হকি স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে কার্যত উড়িয়ে দিল ভারত। তবুও পারফরম্যান্স নিখুঁত নয়। ছন্দে কোথাও যেন একটা ঘাটতি রয়ে গেল। চিনের বিরুদ্ধে ২-২ ড্র দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল প্রমীলা বাহিনী। অলিম্পিক রুপোজয়ীদের বিরুদ্ধে সেই লড়াই রীতিমতো প্রশংসনীয়। শৃঙ্খলা, ফোকাস এবং দলগত বোঝাপড়া-সব চোখে পড়ার মতো। কিন্তু এদিন টুর্নামেন্টের সবচেয়ে কম র‍্যাঙ্কিংয়ের দলের বিরুদ্ধে সেই রসায়নটাই যেন উধাও। অজস্র ভুল পাস। ব্যক্তিগত ত্রুটির ছড়াছাড়ি তবু এল বড় জয়। যার সুবাদে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই পুল ডি-র শীর্ষে উঠে এল ভারত। পরের ধাপে যাওয়ার জন্য গোলপার্থক্য বাড়িয়ে রাখাও জরুরি ছিল। কাজটা নিখুঁতভাবে সারলেন নবনীতরা। ম্যাচের প্রথমার্ধেই ৩-০ লিড। কিন্তু দলের খেলায় বিন্দুমাত্র খুশি নন ভারতের হেড কোচ শোয়ার্ড মারিন। হাফটাইমের সাক্ষাৎকারে তাঁর সাফ কথা, ''খেলোয়া।রা বড্ড বেশি ব্যক্তিগত ভুল করছে।'' ফরোয়ার্ড লাইনের বোঝাপড়ায় অভাব স্পষ্ট। দুর্বল প্রোটিয়া রক্ষণের ফায়দা তুলতে প্রথমদিকে চরম ব্যর্থ হয় ভারত। যখন দু-একটি ভালো পাস তৈরি হয়েছে, তখনই ফাইনাল শটে ধার উধাও। প্রথম গোলটি এল উপহার হিসেবে। নবনীত কৌরের সাদামাটা পাস ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হন দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ডিফেন্ডার। ফাঁকায় বল পেয়ে সহজ ট্যাপ-ইনে গোল করেন সুনেলীতা টোপ্পো।

এরপর পেনাল্টি কর্নার থেকে দুরন্ত শটে ব্যবধান বাড়ান খোদ নবনীত। তৃতীয় গোলটি আসে অপ্রত্যাশিতভাবে। ২৫০টির বেশি ম্যাচ খেলা অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার সুশীলা চানুর শট বিপক্ষ গোলরক্ষক মার্লিজ ফান টোন্ডারের স্টিকে লেগে জালে জড়ায়। এটি সুশীলার সপ্তম আন্তর্জাতিক গোল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও পাসিংয়ের সমস্যা প্রকট। তবে ৩৮ মিনিটে চোখে পড়ে আসল ঝলক। নবনীত ও বলজি কৌরের চমৎকার বোঝাপড়া। প্রোটিয়া ডিফেন্ডারদের ভিড়ের মধ্যে তিনবার নিজেদের মধ্যে পাস খেলেন তাঁরা। এরপর বলজিতের পাস থেকে নিজের ৩৯তম আন্তর্জাতিক গোলটি করেন তরুণ স্ট্রাইকার দীপিকা সেহরাওয়াত। পঞ্চম গোল লালরেমসিয়ামির। তাঁর জোরালো রিভার্স হিট আটকাতে ব্যর্থ হন বিপক্ষের পরিবর্ত গোলরক্ষক মর্গ্যান ডি জ্যাগার। অন্তিম গোল আসে ১৮ বছরের প্রতিভাবান সাক্ষী রানার স্টিক থেকে। তাঁর নিখুঁত রিভার্স হিট সোজা জাল কাঁপায়। সব মিলিয়ে ভারতের ছ'টি গোল এল ছ'জন ভিন্ন খেলোয়াড়ের হাত ধরে। তবে এর মধ্যেই বেশ কয়েকবার ভারতীয় অর্ধে হানা দেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। অবশেষে ৫৫ মিনিটে প্রোটিয়াদের হয়ে একমাত্র সান্ত্বনাসূচক গোল করেন কায়লা ডি ওয়াল। হান্না পিয়ার্সের ড্র্যাগ-ফ্লিকের দিক পরিবর্তন করে বল জালে জড়ান তিনি। ১৯৭৪ সালে স্পেনকে ৪-১ গোলে হারিয়েছিল ভারত। এতদিন সেটাই ছিল বিশ্বকাপে ভারতের সেরা সাফল্য। এদিন সেই পাঁচ দশকের পুরনো রেকর্ড ভাঙল। নিজেদের সেরা খেলাটা না খেলেও বড় জয় পেল দল। পুল ডি-তে শেষ ম্যাচ শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেই কঠিন লড়াইয়ে নামার আগে এই ছোটখাটো ভুলগুলো শুধরে নেওয়াই এখন মারিনের প্রধান লক্ষ্য।

'গোল্ডেন পয়েন্ট'-এ বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে হার ভারতীয় জুটির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্টঃ বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে দেখা গেল বিরল ঘটনা। তার জন্য হারতে হল ভারতীয় জুটি অম্রুতা প্রমুখেশ এবং অসিত সূর্যকে। তিন নম্বর কোর্টে মিক্সড ডাবলস ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন অম্রুতা এবং অসিত। তাঁরা প্রথম ২১-১৬ গেমে হারালেন তুরস্কের জুটি এমরে সোনমেজ এবং ইয়াসমিন বেকতাসকে। দ্বিতীয় সেটেও তাঁরা জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ম্যাচ একাধিক বার 'ডিউস' হয়। দুই জুটিই প্রচুর ম্যাচ পয়েন্ট পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। শেষপর্যন্ত তুরস্কের জুটি ৩০-২৯ গেমে জয়ী হয়। ব্যাডমিন্টনের নিয়মে একটি সেট জিততে গেলে অন্তত দু'পয়েন্টের ব্যবধান দরকার। তবে সর্বোচ্চ ৩০ পয়েন্টের খেলা হয়। যদি কোনও ম্যাচে ফলাফল থাকে ২৯-২৯, তা হলে পরের পয়েন্ট যে জিতবে সে-ই সেট পাবে। সে ক্ষেত্রে দু'পয়েন্টের ব্যবধান না হলেও চলবে। ৩০-২৯ স্কোর হলেও জেতা যাবে। মঙ্গলবার সেটাই হয়েছে। তৃতীয় সেটে তুরস্কের জুটি ২৪-২২ পয়েন্টে জেতে। ফলে অম্রুত এবং অসিত বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের অন্যতম একটি সেরা ম্যাচে হেরে যান।

রদ্রির মনে দ্বিধা দেখেই হারিয়ে যায় রিয়ালের আগ্রহ, রোমাঞ্চিত বার্সা কোচ

রদ্রির সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেছিলেন জোসে মরিনহো। সেই কথোপকথনেই স্প্যানিশ তারকার মনে দ্বিধা ও সংশয়ের ছাপ দেখতে পান রিয়াল মাদ্রিদ কোচ। স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী তারকাকে রিয়ালে আনার আলোচনা সেখানেই থমকে যায় বলে দাবি করলেন মরিনহো।

সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ১৯ আগস্টঃ এবারের দলবদলের মরসুমের সবচেয়ে চমকপ্রদ মোড়বদল ছিল রদ্রির ঘটনাই। বিশ্বকাপের সেরা ফুটবলার রিয়াল মাদ্রিদে যেতে আগ্রহী বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয় দফায় দফায় এবং এক পর্যায়ে রিয়ালও আগ্রহী হয়। আলোচনা শুরুর খবরও জানা যায়। তবে সেই আলোচনা এক পর্যায়ে ভেস্তে যায় এবং নাটকীয়ভাবে বার্সেলোনা দৃশ্যপটে চলে আসে। ক্রমেই বার্সেলোনার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয় এবং মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে কাতালান ক্লাবটি জানায়, চার বছরের চুক্তিতে রদ্রিকে নিয়েছেন তারা। একই দিনে রিয়ালের নতুন কোচ হিসেবে মরিনিয়োকে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়, যদিও কাজ শুরু করে দিয়েছেন তিনি বেশ আগেই। রিয়ালে প্রত্যাবর্তনের পর মরিনিয়ো প্রথম সাক্ষাৎকার দিলেন স্পেনের 'এল চিরিঙ্গিগো' টিভিতে। সেখানেই উঠে এলো রদ্রির প্রসঙ্গ এবং ৬৩ বছর বয়সী কোচ বেশ খোলামেলাই তুলে ধরলেন ঘটনা। ''(রদ্রির সঙ্গে) কয়েকবার কথা বলেছি আমি। রিয়াল মাদ্রিদ তাকে খুব ভালো একটি প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি মনে করি রিয়াল মাদ্রিদ এবং সিটির মধ্যে সম্পর্ক খুব ভালো। ক্লাবটি তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দিয়েছে। রদ্রির মনে সংশয় ছিল, সে দ্বিধায় ছিল, এবং আমি মনে করি, যা ঘটেছে তা হলো, রদ্রির সেই সংশয়গুলো আমার মনেও সংশয় তৈরি করেছে। সে অসাধারণ ফুটবলার। কিন্তু আমি মনে করি রিয়াল মাদ্রিদ এতটাই বড় ক্লাব যে, আমরা এমন ফুটবলারকে রাখতে পারি না, যারা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করে। এটাই আমাদের নীতি। কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে

যথাযথ আচরণ করেছে এবং আমি তার মঙ্গল কামনা করি।'' বার্সেলোনায় যোগ দেওয়ার পর রদ্রি বলেন, এই ক্লাবই তার প্রথম পছন্দ ছিল এবং এখানে খেলতে পারা তার জন্য স্বপ্নের মতো ব্যাপার। রদ্রি-অধ্যায় পেছনে ফেলে মরিনহো তাকাচ্ছেন সামনে। ২০১০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত এই ক্লাবের কোচ ছিলেন তিনি। তার সেই সময়টা ছিল নানা কারণেই তুমুল আলোচিত। এবার তাকে ফেরানো হয়েছে গত দুই মরসুমে ক্লাব শিরোপাহীন থাকার পর। গত মরসুমে রিয়ালের ড্রেসিং রুমের অস্থিরতা, ফুটবলারদের সম্পর্কের টানাপোড়েন, কোচ শাবি আলোন্সো ও পরে ভারপ্রাপ্ত কোচ আলভারো আরবেলোয়ার সঙ্গে কিছু ফুটবলারের দ্বন্দ্বের খবর, সব মিলিয়ে ক্লাব ছিল টালমাটাল। তবে মরিনিয়ো এবার দেখতে পাচ্ছেন ভিন্ন চিত্র। ''আমি এমন একটি ড্রেসিংরুম পেয়েছি, যাদের জেতার তাড়না প্রবল। খুবই খোলামেলা, সাধারণ বোধসম্পন্ন ড্রেসিংরুম পেয়েছি। প্রথম দিন থেকেই, আগ্রাসী নেতা হওয়ার কোনো সুযোগ পাইনি আমি-যদিও প্রয়োজনে আমি তা হতে পারি-তবে তারা আমাকে আমার সেই রূপ নেওয়া থেকে রক্ষা করেছে। তাদের আচরণ প্রশ্নাতীত।'' দলবদলের উইন্ডো শেষ হওয়ার আগে আরও ফুটবলার দলে নেওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না মরিনহো। তবে এখনকার স্কোয়াড নিয়েও তিনি সন্তুষ্ট। ''আমি বলব না যে আরও ফুটবলার আসবে না। বাজার তো খোলা আছে। কিন্তু আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে স্কোয়াডটি উপযুক্ত কি না, আমি বলব, 'হ্যাঁ এই স্কোয়াড আমার পছন্দের।'' এস্পানিওলের মাঠে ম্যাচ দিয়ে শনিবার লা লিগার শিরোপা পুনরুদ্ধার অভিযান শুরু করবে রিয়াল মাদ্রিদ। ব্যালন দ'র জয়ী মিডফিল্ডারকে দলে পেয়ে খুব খুশি কাতালান ক্লাবটির কোচ হান্সি ফ্লিক। ক্লাবের মিডিয়ায় রদ্রিকে নিজ দলে পাওয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন ফ্লিক। ''তাকে চুক্তিভুক্ত করার দারুণ একটা সুযোগ আমাদের সামনে চলে আসে, আমরাও তাই তাকে দলে আনার ভাবনায় শতভাগ নিশ্চিত ছিলাম।'' এই জার্মান কোচের চোখে, ছয় নম্বর খেলোয়াড় হিসেবে রদ্রির চেয়ে বর্তমান ফুটবলে ভালো আর কেউ নেই। ''সে চমৎকার খেলোয়াড়, যে প্রতিটি দলেই বিশেষ কিছু যোগ করে। আমার জন্য তাকে এখানে পাওয়াটা দারুণ ব্যাপার। আমার মতে, সেই সম্ভবত সবচেয়ে সেরা নাম্বার সিক্স।'' সে ম্যাচ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, রক্ষণেও দলকে সাহায্য করে, বাতাসে বল দখলের লড়াইয়ে সে জিততে পারে, যেটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর অবশ্যই, সে দলের সবার মান বাড়িয়ে দেয়।''

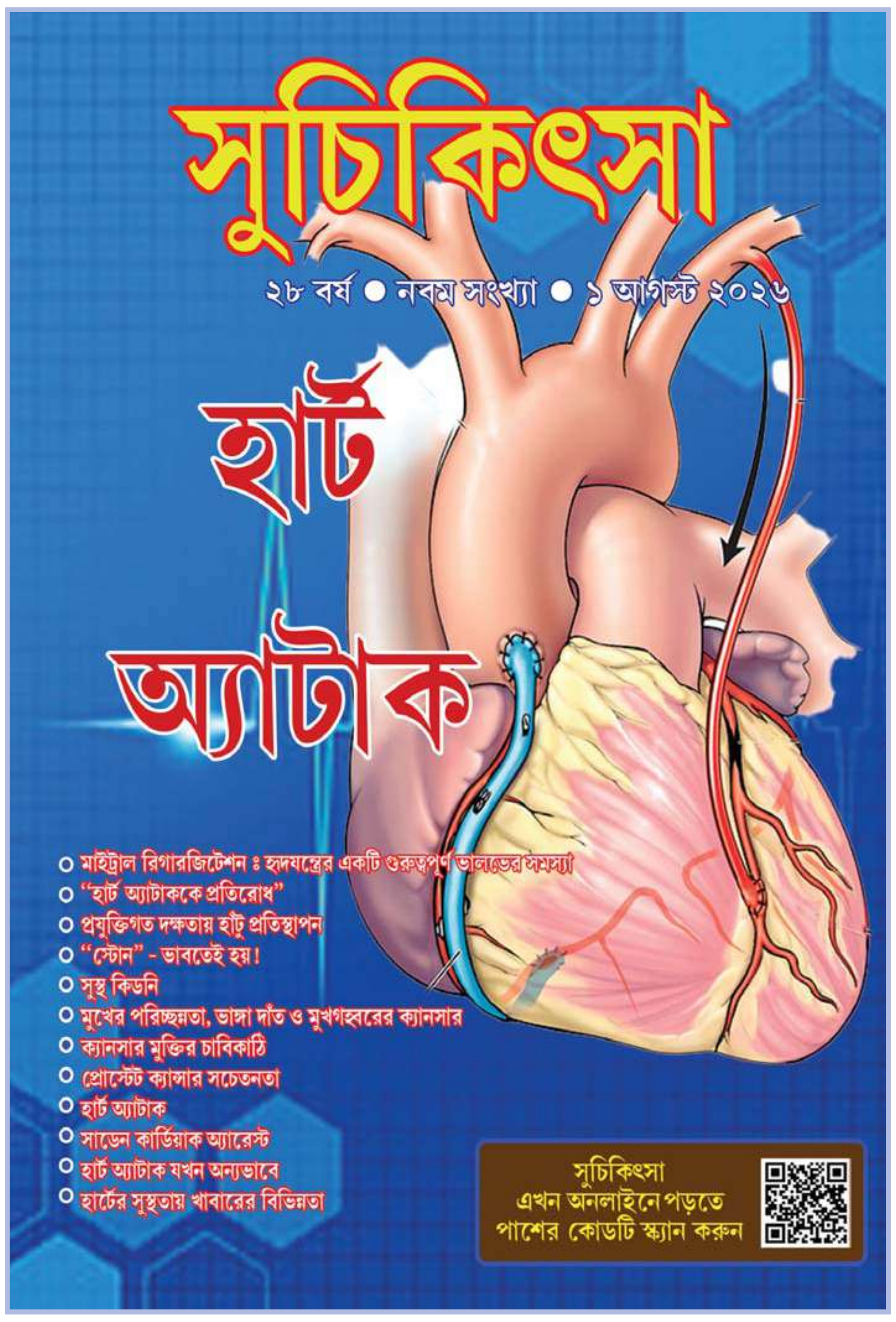

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com